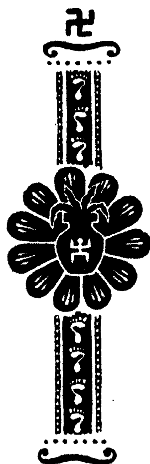
প্রথম প্রণাম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য



রবীন্দ্র পাব্লিশিং হাউস,
৫০ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীরামচন্দ্র সুর,
রবীন্দ্র পাব্‌লিশিং হাউস,
৫০ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

মূল্য—দুই টাকা।

প্রথম প্রকাশ—মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৫২।

প্রিণ্টার—
আর, সি, সুর
বী প্রেস,
৫০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পরম ভাগবত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান রামতনু অধ্যাপক

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ

মহোদয় করকমলেষু—

আমার প্রভুরে চির-আরাধ্য করেছ, তাই সগোত্র-প্রধান,

'প্রথম প্রণাম' মোর প্রাণ-পুরুষেরে তব করিলাম দান।

২২শে পৌষ, রবিবার, সন ১৩৫২।
১২৬নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভবদীয় স্নেহধন্য
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

উপহার

ভূমিকা

কাব্য মানব সভ্যতার লাবণ্য প্রভাতের দান। সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের ফলে কথাশিল্পের জন্ম। যে যুগের মধ্য দিয়ে সমাজ ও সভ্যতা চলেছে সে যুগ, গল্প এবং উপন্যাসের পাঠচক্র রচনায় বিশেষ আগ্রহান্বিত। সুতরাং সমাজও উপন্যাসধর্ম্মী হয়ে পড়েছে এবং গল্প উপন্যাসের পাঠকপাঠিকার সংখ্যাই বেশী।

প্রায় চব্বিশবৎসর ব্যাপি কাব্যজগতেই পদচারণা। 'মধুচ্ছন্দা', 'নীরাজন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করে আজ 'প্রথম প্রণাম' নিয়েই উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিক্রমা। উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক সাম্প্রতিক।

'প্রথম প্রণাম'ই প্রথম উপন্যাসরূপে পাঠকপাঠিকা ও রসজ্ঞ সারস্বত সমাজকে অভিবাদন জানাচ্ছে। কাব্যজগতের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও দৈনন্দিন লোকযাত্রাপথে যে সব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তাদের সমষ্টিগত অন্তর্দ্বন্দ্বের আলেখ্য হচ্ছে এই 'প্রথম প্রণাম'।

'প্রথম প্রণাম' রচনার সময়ে যাঁরা পাণ্ডুলিপি পড়ে উৎসাহিত করেছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যশস্বী নাট্যকার মন্মথরায়, কবি ও কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ গুহ। বন্ধুগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সর্ব্বশেষে রবীন্দ্র পাব্লিশিং হাউসের সত্ত্বাধিকারী সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সুর মহোদয় এই উপন্যাস খানি প্রকাশ কর্‌বার দায়িত্ব ও গুরুভার নিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রচ্ছদপটটি এঁকেছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীমান্ সুমুখনাথ মিত্র। এঁদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করা গেল।

পৌষ পূর্ণিমা,
৩রা মাঘ, সন ১৩৫২। } শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রথম প্রণাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্র গুমোট ভাব। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে থামিয়া গেল। ক্লাসের বাহিরে বারান্দার দরজার এক পাশে সমীর ও অশোকা। অশোকা বলে—'প্রোফেসার বাসুর পিরিয়ডটা বড় dull লাগে। ওঁর লেক্‌চার মনের মধ্যে কেন যে ঠাঁই পায় না, বুঝ্‌তে পারিনে—অথচ ভদ্রলোকের চেষ্টার অবধি নেই। এভিনিউ কলেজের ছেলেমেয়ের দল দুই পার্শ্ব দিয়া জল-স্রোতের মত চলিতে থাকে—ওডিকলোনের গন্ধ, পাউডারের গন্ধ, সস্তা দামের কড়া আরকের গন্ধে চতুর্দ্দিক ভরপুর। অশোকার কথায় উত্তর দিতে গিয়া সমীরের মুখে হাসির রেখা দেখা দেয়, তারপর ক্রমে মিলাইয়া যায়। সমীর বলে—'Right you are'—ভদ্রলোকের নাকি সুরটা কেমন যেন লাগে। আমার কিন্তু malthusএর থিওরি মাথায় আসে না, সত্যি বল্‌ছি ওঁর subjectএ আমাদের হয় ফেল হতে হবে, নয় নম্বর উঠ্‌বে কম।' অশোকা গাম্ভীর্য্যের সহিত বলে—'বাসুর subjectএ মণিকাই বোধ হয় ফার্ষ্ট হবে। ঐ একটা মেয়ে, অদ্ভুত রকমের প্রকৃতি ওর—পড়াশুনা নিয়েই আছে।"

'—এ তো শুভ লক্ষণ অশোকা,—আমাদের মত তো নয়!'

'—প্রোফেসার বাসুর favourite—টিউটোরিয়াল ক্লাসে লক্ষ্য করেছ বোধ হয়—'

এ কথা সে কথা চলে। রাজনীতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। ডেমোক্রাসি বনাম ডি'ক্‌টেটরসিপের বিতর্ক চলে। কেহই হার মানিতে চাহে না। শেষে ক্লান্ত অশোকা বলে—'যাক্ ছেড়ে দাও, ডেমোক্রাসিরই জয়—না হয় হার মানলুম,—হ্যাঁ, খাতাটা একটু দেবে? Elizabethian period এর কিছু কিছু নোট নিতে নিতে অনেক জায়গায় খেই হারিয়েছি—' 'বেশতো,—with pleasure—এই নেও না—'

সাগ্রহে অশোকা সমীরের নিকট হইতে খাতাখানি লইয়া—পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কি যেন ভাবিতে থাকে। খাতা মুড়িয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে। তাহার হঠাৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সমীর বলে—'তবে এখন আসি—' বিস্মিত হইয়া অশোকা বলে—'সে কি!' সমীর না ভাবিয়াই উত্তর দেয়—'একটু কাজ আছে—'

'—যেয়ো'খন—শোনো—হ্যাঁ—একটা কথা বলছিলুম—'

—কি বলছ—বলো—

অশোকা বলিবার উপক্রম করিয়াও থামিয়া যায়। সে যেন বলিতে পারিতেছে না এইরূপ মনে হয়। এরূপ অবস্থায় সমীর বিস্মিত হইয়া বলে—'I dare say, you are a bit shy—বলো না, এত সঙ্কোচ কেন?'

এ কথার ধাক্কা খাইয়া স্মিতমুখে অশোকা বলে—'কি বলছিলাম জানো? মনে কিছু ভাববে না তো?'

প্রথম পরিচ্ছেদ

অশোকা এবং সমীর সতীর্থ। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রী। সমীর সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে। বাচনিকতায়, চাল-চলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং হাবভাবে আছে সাম্প্রতিকতার ছাপ। তাহার উপর কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সমীরের ভারি সুনাম। ক্লাসের যে কোন অনুষ্ঠান পর্ব্বে তাহার কণ্ঠনিঃসৃত ললিত সুর অনেকেরই অন্তরে চাঞ্চল্যের দোলা দেয় এবং সেই সুর এস্রাজের তারে তারে জীবন্ত হইয়া সমগ্র অনুষ্ঠানের আনন্দবর্দ্ধন করে। তাই তাহার সঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের কাম্য হইয়া উঠে।

সমীর ও অশোকার মনের গতি কেমন করিয়া একাভিমুখী হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বুঝিয়া ওঠা কঠিন, তবে প্রথম হইতে এইটুকু বোঝা যাইত, ইহাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর অবস্থায় আসিতেছে। ক্লাসের পর যাওয়া আসার পথে একটু আধটুক্ কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা, ক্রমে ক্রমে রঙ্গরসিকতা, সুরের গুঞ্জন, বিদায়কালীন ছোট্ট নমস্কার এবং হাস্যপরিহাস দুইটি হৃদয়কে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করিতে থাকে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পথে মোটর থামাইয়া সমীর বলে—'এখানেই নেমে যাওয়া যাক্—' অশোকার আপত্তি হয় না। দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। পথ চলার ফাঁকে সমীর উৎফুল্ল হইয়া বলে—'চাঁদের আলোয় কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে ওই মেমোরিয়ালের সমস্ত দেহটা! ওর কাছে গিয়ে বসে তুমি আর আমি রাত কাটাতে যদি পারতুম!—' অশোকা খুশী হয়। বলে—'আকাশকুসুম।' এ কথায় সমীর চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কি ভাবে—সেই জানে! শাড়ীর আঁচলটা একটু টানিয়া অশোকা বলিতে থাকে—'চলো. ঐ বট গাছটার নীচে বসি। বেঞ্চিটা ফাঁকা—'

সম্মুখে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মাঝখানে বিস্তৃত রাজপথ,—পথের ধারে একটি বেঞ্চির উপরে উভয়ে উপবিষ্ট। সমীর আবেগে বলিতে থাকে—'এমনিভাবে এত কাছে নিরালায়—' কথায় বাধা দিয়া অশোকা হাসিতে হাসিতে বলে—'অত্যন্ত অশোভন। কেমন, তাই নয় কি!'

'—খুব সত্য কথা,—যাই বলো না কেন; তোমার মুখখানি চাঁদের আলোয় বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে—'এরূপ বাছাই করা কথা বলিয়া সমীর অশোকাকে আনন্দ দিবে বলিয়া কল্পনা করিতেছিল। তাহার কণ্ঠে ভাষা হারাইয়া যাইতে লাগিল। অশোকা বলিল—'যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে, কে জানে, ভবিষ্যৎ কোন পথে ছুটে চলবে!—' সমীর বলিল—'যে পথেই ছুটে যাক্ না কেন, আমরা ঠিকই থাক্‌বো।' দিগন্তে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনী। সমীর অশোকার মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দানুভব করিতে থাকে। অশোকা সমীরের কথার উত্তর দিতে গিয়া হাসিয়া বলিল—'আমার কিন্তু তা মনে হয় না—ভয় হয়, ভাবি, হয়তো আমরাও ভবিষ্যতের গর্ভে তলিয়ে যাবো।' সমীরের করস্পর্শে অশোকার উষ্ণ মাদকতা জাগিল।

'—ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও—জীবনটাকে কি রকম ভাবে গড়ে তুলবে ঠিক করেছ?

'—নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবিনে সমীর! যেমনভাবে গড়ে উঠতে হয় তেমনিভাবে গড়ে উঠবে—'

এ কথায় সমীর বিস্মিত হইয়া পড়ে। তাহার কাছে একথা অপ্রীতিকর মনে হয়। তবে কি অশোকা উদাসীনা! অকপটে কথা বলা এবং সহজভাবে আলাপ করার মধ্যেও এরূপ অভিব্যক্তি সমীরের মনে চাঞ্চল্য আনে। অশোকা হঠাৎ বলিয়া উঠে—

'আর দেরী করা যায় না, হোষ্টেলে ঠিক সময় পৌছুতে হবে।'
গাম্ভীর্য্যের সহিত সমীর উত্তর দেয়—'তবে চলো—'

মোটর দূরে ষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। দুইজনে সেইদিকে যাইতে লাগিল। হঠাৎ আবেগপূর্ণ ভাবদ্যোতনায় সমীর বলিল—'রোজ আস্‌বে তুমি—'

অশোকা উত্তর দিল—'এলে মন্দ হয় না, তবে সব দিন কি ঘটে উঠ্‌বে—'

'—সে ভার আমি যদি নিই—'

'—অর্থাৎ—'

'—তোমাকে হোষ্টেলের কাছ থেকে মোটরে তুলে নিই—'

'—ভালোই হবে—'

অতি প্রাঞ্জল কথা শুনিয়া সমীর আশ্বস্ত হইল। সারাটি পথ মোটরে যাইবার সময় 'বিপ্রদাসে'র কথা ওঠে। কথাটি অশোকাই তুলিল। সম্প্রতি সে ঐ বইখানির পড়া শেষ করিয়াছে। সমীর বলিতে থাকে—'কিছুদিন আগে বইখানা শেষ করেছি। মনে হোলো, শরৎবাবুর আগেকার একখানা নভেলের ছায়া পড়েছে এখানিতে—'

'—দত্তার কথা বলছ তো?'

'—এতটা খতিয়ে পড়ো?—সত্যি ভাবতে পারিনি—'

অশোকা সমীরের কোলের কাছে হাত রাখিয়া বলিল—'শেষ বয়সের লেখা, অথচ ওরকম হয়ে গেল কেন ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। প্রতিভার দান মাথায় করে নিতেই হ'বে—' মোটর জোরে চলিতেছে, মাঝে মাঝে থামে—উভয়ে দুলিয়া উঠে। বিপ্রদাস সম্বন্ধে বলিতে বলিতে সমীর আত্মহারা প্রায়। যে সময়ে সে

বলিতে থাকে—'বিপ্রদাসের শেষে যে চরিত্র দুটী প্রাধান্য লাভ করেছে, সেই কল্যাণী ও শশধরকে আগে উল্লেখ পর্য্যন্ত পাইনে—' সেই সময়ে মোটর সজোরে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল এবং হিন্দুস্থানী ড্রাইভার বলিল—'বাঁচ্ গিয়া।' সমীর বলিল—'ব্যস্ চালাও।' অশোকা বলিল—'এদিকে Accident খুব বেশী—' কথাগুলি ভাঙিয়া যায়। হোষ্টেলের নিকট গাড়ী থামিতেই অশোকা অবতরণ করিল।

পরদিন হইতে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হইতে থাকে। কলেজে সময় ও সুযোগ মত রহস্যালাপ, গোধূলিবেলায় সান্ধ্যভ্রমণ, কখন বা সিনেমায় যাওয়া—এম্নিভাবেই দিনগুলি যাইতে থাকে। তবুও অশোকার খেয়ালের গূঢ় তত্ত্ব সমীর সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারে না। নিশীথ রাতের বাতাস সমীরের শয়নকক্ষের বাতায়ন দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া আসিয়াছে বিনিদ্র চোখের পল্লব অবসাদগ্রস্ত করিয়াছে সে কথা কে-ই বা জানে!

কিছুকাল পরের ঘটনা। শীতের সন্ধ্যা। লোকজন বেশী নাই। কার্জ্জনপার্কের ভিতর একটি বেঞ্চিতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে সমীর ও অশোকা জলন্ত আবেগের দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিল। সমীর বলিল—'আমার দিক দিয়ে আপত্তি নেই,—কিন্তু তোমার দিক্ দিয়ে আপত্তি উঠ্‌বে একথা যা বল্‌লে সে দিন, তাতে আমাকে একটু দমিয়ে দিয়েছ অশোকা—!'

'—আমি হয়তো সমাজকে না মেনেই আমার মত ও পথ ঠিক করে নিতাম, আজ তা পারছিনে। কেন জানো? বাবার শরীরে টি, বি, দেখা দিয়েছে। এবার বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে জান্‌তে পারলাম—'

সমীর অশোকার কথায় বাধা দিয়া বলিল—'এ বয়সে তো বড় টি, বি, হ'তে শোনা যায় না।'

'—আজ্‌কের দিনে সবই বদ্‌লে যাচ্ছে—'

'—তা বটে—'

'—হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম,—এ সময়ে যদি খেয়ালের মাথায় একটা কিছু করে ফেলা যায়, তা'হলে বাবা সে Shock সহ্য করতে না পেরে হয়তো মারা যাবেন। সেটা ইচ্ছে করিনে,—আমার বড় বোনের বিয়ে যেমনভাবে বাবা দিয়েছেন, এম্নিভাবে দিতে চান, —আর এ কাজটা তাড়াতাড়ি করবার ইচ্ছে দেখ্‌লাম।'

'—তোমার বাবা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী, স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধ-বাদী নন, অথচ—'

'—সংস্কার বর্জ্জন করা তো সোঝা নয় সমীর। তোমার বাবা ব্রাহ্ম হয়েছেন, প্রচলিত সামাজিকতাকে দু'পায়ে দলেছেন—সবাই কি তা পারে? দুঃখ করোনা সমীর—হয়তো তোমাকেও অনেক কিছু করতে হ'বে—অন্য মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করতে হবে—তা'তে কি এসে যায়—'

'—এসে যায় বই কি? জীবনের সবটাই যে শ্যামল তাতো নয়। এর ভেতর মরুভূমি আছে, ওয়েসিসও আছে। মরুযাত্রী যখন একটা 'ওয়েসিসে'র আশ্রয় নেয়, তখন সেটা থেকে কি সহজে যেতে চায়? —তুমি তো আমার সেই ওয়েসিস।'

অশোকা হাসিয়া বলিল—'সমীর! তুমি মরুযাত্রী হলে কবে! এবার আমারে হাসালে দেখ্‌ছি—'

'—সত্যি বল্‌ছি—আমার জীবনের অনেকখানি কেটে যাচ্ছে ভয়ে ভয়ে—পড়ার চাপ, পরীক্ষা, তার ওপর বাবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি—'

'—এ সব তুমি কাটিয়ে উঠ্‌বে, 'ওয়েসিস'ও ঠিক থাক্‌বে,—যাত্রী হয়তো কালক্রমে অন্যদিকে পাড়ি দিতে পারে। তাই যদি হয় আর যাত্রী না ফিরে আসে, তা বলে আর কি করা যাবে।'

সমীরের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে ভাবিল এতদিনের নিরবচ্ছিন্ন হৃদি-বিনিময় কি শেষে ব্যর্থ হইয়া যাইবে! সমীরের নীরবতা এবং ম্লানমুখ অশোকার অন্তর ব্যথিত করিল। সে বুঝাইয়া বলিল—'অতটা দমে যেয়ো না সমীর—আকাশে মেঘও ওঠে, আবার মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য ও চাঁদের আলো ফুটে ওঠে। ধরো এই যে মেঘ দেখা দিয়েছে মনের মধ্যে ও একদিন কেটে যাবে—এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আছে কি?'

অশোকা কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু এগুলি মুখ হইতে বাহির করিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। না বলিয়াও উপায় নাই। 'তারপর যথাসময়ে হোষ্টেলে আসিয়া শুইয়া পড়িল। অন্যদিনের মত পাঠে মনঃসংযোগ করা বা আহারাদি করা তাহার আদৌ ভাল লাগিল না। ঘুম আসে না, তবুও ঘুমাইতে হইবে,—চেষ্টার ত্রুটি নাই। কিন্তু চিন্তায় জড়িত চিত্ত ঘুমের নিকট হার মানিতে চাহে না। একদিকে পিতার কথা ভাবিয়া সে আকুল হয়, অন্যদিকে সমীরের কথা ভাবিয়া অশ্রুপাত করে। সারাটী রজনী ধরিয়া তাহার মনোজগতের মধ্যে যে সব সমাধানহীন সমস্যার আবির্ভাব হইল, তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিল না। অলসক্লান্তচাঁদ কখন হেলিয়া

পড়িয়া তাহার জানালার ধারে দেখা দিয়াছিল এবং পূর্ব্বগগনের তোরণদ্বারে প্রভাতের রেখা ফুটিয়াছিল, সে জানিতে পারে নাই। বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিল অনেকটা বেলা হইয়াছে। অশোকা হাত মুখ ধুইয়া প্রসাধন আরম্ভ করিল। সেই সময়ে দরোওয়ান তাহাকে একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়াই স্তম্ভিত হইল। আপন মনে বলিল—'এযে মায়ের চিঠি—' আদ্যোপান্ত পড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। প্রসাধনক্রিয়া অসমাপ্ত রহিল। হোষ্টেল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, আগামী মাস হইতে বাসায় পিতা-মাতার সহিত একত্র থাকা,—একেবারেই নীরসগদ্যের মত—তবুও থাকিতে হইবে। জীবনকাব্যের মুক্তছন্দ আর থাকিবে না, মনটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। উপায়ই বা কি! মা লিখিয়াছেন—'কালিঘাটে বাড়ীভাড়া করা হয়ে গেছে। আস্‌ছে মাসে আমরা কল্‌কাতায় যাচ্ছি—হোষ্টেলে নোটিস দিও। * * * * এখানে চিকিৎসার সুবিধা হ'চ্ছে না। 'এক্‌সরে' করাতে হ'বে—তাইতো কিছু ভালো লাগে না। কি যে বরাতে আছে—আমাকে একটু জানালেই হোতো—আপন মনে বলিতে বলিতে কোনরকমে প্রসাধন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অশোকা নীরব হইয়া বসিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে ঘড়ির কাঁটা আগাইয়া যায়, শেষে উঠিয়া কলেজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। অন্য দিনের মত প্রফুল্ল নয়, ক্লাসে বসিয়া অন্যমনস্কভাব, শূন্য প্রেক্ষণ। ক্লাসে প্রোফেসারের লেকচার কাণে ঢুকিয়াও বাহির হইয়া যায়। আর কেহ লক্ষ্য করুক বা নাই করুক, সমীরের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। ক্লাসে লেকচার দিয়া প্রফেসার চলিয়া গেলে বারান্দার নিকটে আসিয়া সমীর জিজ্ঞাসা করে—'কি হয়েছে তোমার?—' অশোকা বলে—'কিছু নয়—'

'—কিন্তু তোমার চোখ মুখের ভাব তা বলে না—'

অশোকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন ফিরাইতে গিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সমীর বলে—'কি হয়েছে বলো না,—এখনও কি ছেলেমানুষ আছ?' অশোকা পত্রখানি দিয়া বলিল —'পড়ে দেখ—' সমীর পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিল—'তারপর—'

'—তারপর আর কি?—বাসাবন্দী বা বাক্স বন্দীই যা বলো তাই—'

সমীরের মনে হইল সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতেছে। ভাবিল—সকল আশা যায় বুঝি!

অশোকা রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল—'সমীর আমার একটা কথা রাখ্‌বে—' ব্যগ্রভাবে সমীর বলিল—'কেন রাখ্‌বো না—' অশোকার মুখে একটু আনন্দের রেখা ফুটিল। বলিল—"আস্‌ছে মাস থেকে লেকে—কেমন?'

'—এই কথা—খুব ভালো। ওখানেই বেড়ানো যাবে—'

'—আর আমাদের বাসাতেও যেতে পারবে—'

'—তোমার বাবাকে দেখ্‌তে যাওয়াও তো আমার কর্ত্তব্য—কিন্তু কিছু ভাবতে পারেন তো!'

'—বাবা সে টাইপের ন'ন, তা হলে কি এভেনিউ কলেজে দিতেন, যেখানে 'কো-এডুকেশন' চল্‌ছে—'

সমীর উৎফুল্ল হইলেও তাহার মনের মধ্যে বেদনা রহিয়া যায়। আহতমুহূর্ত্তগুলি স্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। ঘণ্টা পড়ে। দুইজনে ক্লাসে যায়, প্রফেসার আসেন, বক্তৃতা দিয়া যান—কিছুই শোনা হয় না। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভিতর দুঃখের ছায়া নামিয়া আসে। অশোকা লক্ষ্য করিল সমীরের বিষণ্ণতা, তারপর উদাসভাবে

ক্লাস পরিত্যাগ করা—দুই এক মিনিট পরে অশোকা ক্লাস হইতে বাহির হইয়া সমীরকে খুঁজিয়া পায় না। হোষ্টেলে গিয়া শুইয়া পড়ে। বৈকালে বাহিরে আসিয়া সমীরের আগমন প্রতীক্ষায় পথে দাঁড়ায়—কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন সমীরের মোটর আসে না, হতাশ হইয়া হোষ্টেলে ফিরিয়া যায়। ভাবে—কেনই বা সমীরকে বলা গেল, বস্তি হইতে গোলমাল শোনা যায়। জানালা দিয়া বস্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে, আবার শুইয়া পড়ে। সে রাত্রে ঘুম হইল না। সমীরের ফটোখানি কাছে লইয়া পাগলের মত কত কি বলে! ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ব্যগ্রতা। শেষে বলে—'আমার জীবনের নূতন অধ্যায় কি ট্র্যাজেডিতে পরিণত হবে!' উদ্‌ভ্রান্ত মনকে শান্ত করিতে গিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ীটার নাম 'পুষ্পনীড়'—কালীঘাটে একটি গলির কাছে ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া অমরেশ বাবু কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। অশোকাকে কলেজের হোষ্টেল ছাড়িয়া এই বাসায় আসিতে হইয়াছে। ডাক্তার কে, পি, রায় এবং তাঁহার সহকারী প্রণব মুখার্জ্জির চিকিৎসার অধীনে অমরেশবাবুকে রাখা হইয়াছে। একস্‌রে করিয়া ডান দিকের ফুস্ ফুস্ বিশেষ আক্রান্ত বলিয়া জানা গিয়াছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি না থাকিলেও অমরেশবাবু নিজের জীবনের মায়া একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন।

সকাল বেলা। অমরেশবাবুর স্ত্রী লীলাময়ী বেদানার রস করিয়া তাহাতে 'গ্লুকোজের' গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিতেই তাঁহার চোখে জল ঝরিতে লাগিল। লীলাময়ী বলিলেন —'কাঁদ্‌ছ কেন? সেরে যাবে—' তারপর অমরেশবাবু বেদানার রস পান করিয়া বলিলেন—'বসো লীলা, এ যাত্রা বোধ হয় সেরে উঠতে পারবো না।' আবার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইল। কোনমতে অশ্রু সংবরণ করিয়া লীলাময়ী বলিলেন—'ওসব-অলক্ষুণে কথা বল কেন! ডাক্তার রায় তো আশা দিচ্ছেন—'

'—ডাক্তারদের আশা ভরসায় কোন মূল্য নেই। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি এসেছি, দেখলুম অনেক, শুনলুমও অনেক। একটা জমিদারী চালিয়ে এলাম, কিছু যে অভিজ্ঞতা হয়নি, একথা হোতেই পারে না। বুঝেছি ডাক্তারী শাস্ত্রটা ভুয়ো—তা যদি হোতো, তা হলে ডাক্তার মরতো না—'

এমন সময় সিঁড়ির নিকট হইতে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। লীলাময়ী বলিলেন—'কে আস্‌ছে একবার দেখি—'

'—যেতে হবে না, যারা আস্‌ছে তারা এখানেই আসবে'খন—'

অশোকাকে সঙ্গে লইয়া অমরেশ বাবুর বড় জামাই ও মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিল।

মেনকা জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন আছেন বাবা!'

অমরেশ বাবুর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু নামিল।

বলিলেন—'ভাল নয়। যাবার ডাক এসেছে। দুইটি কাজ আমাকে এর মধ্যে সারতে হবে।' কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিল। জামাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এখন থেকে এ সংসার তোমাকেই দেখ্‌তে হবে—ছেলে নেই আমার। সত্যেন! তুমিই আমার ছেলের মত—'

মেনকা কাঁদিতে লাগিল।

'—কাঁদছ কেন মা! চিরদিন কি আর বাপ বেঁচে থাকে। কিছুরই অভাব নেই, তোমাদের তার জন্যে কষ্ট পেতে হবে না। দুঃখ এই যে, পারিবারিক শান্তি কোনদিন পেলাম না। কাউকে দোষ দিই না, বরাতে ছিল, অশান্তি পেয়েছি—' লীলাময়ী প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'তোমাকে কি এমন অশান্তি পেতে হয়েছে!'

'—সে কথা আজ থাক্—যাবার বেলায় আর কেন! কষ্ট দিয়ে আর নিয়ে যেতে চাইনে।'

সত্যেন বলিল—'শুয়ে থাকুন, বেশী কথা বল্‌লে আবার হয় তো কষ্ট হবে—'

'—ডাক্তার এখুনি আস্‌বেন। তোমরা বসো। আজ উইল করে তোমাদের মধ্যে যাকে যা দেবার ব্যবস্থা করে দেবো—'

এ কথার পর কিছুক্ষণের জন্য তিনি নীরব হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একবার কাসি আসে, এই উপসর্গের জন্য তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তারপর অশোকাকে বলিলেন—'হ্যাঁরে আজ রবিবার না!'

'—হ্যাঁ—'

'—আজ তো কলেজ নেই—কোথাও যেয়োনা—কাল যে ছেলেটা এসেছিল ও বুঝি ব্রাহ্ম—'

'—হ্যাঁ—আমাদের সঙ্গে পড়ে—'

'—বেশ ছেলেটি—দেখ্‌তে ভালো, কথাবার্ত্তাও বেশ। তোমার একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পার্‌লে—' কাসি আসিতেই কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সরকার আসিয়া খবর দিল ডাক্তার আসিতেছেন। কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার রায় ও তাঁহার সহকারী প্রণব মুখার্জ্জি ঘরে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার রায় বলিলেন—'কেমন আছেন!'

'—ভালো তো বুঝ্‌ছি না ডাক্তার সাহেব—'

'—সেরে যাবেন, ভয় নেই—'

একটু হাসিয়া অমরেশ বাবু বলিলেন—'সেরে যাই কি সরে যাই তাই দেখুন। মনে হচ্ছে এ পৃথিবীটা আমার চোখের ওপর একটু একটু করে কালো পর্দ্দা ফেল্‌ছে—'

'—ও সব মনের ভুল। প্রণব! আজ্‌কেও একটা গোল্ড ইন্‌জেকসন চলুক—' তারপর ডাক্তার রায় নাড়ী দেখিলেন। অমরেশ বাবু বলিলেন—'একটু বসুন ডাক্তার রায়। সত্যেন! সরকার মশায়কে সব নিয়ে আস্‌তে বলো। ঠাকুর মশায় আজ্‌কে উইল করবার দিন ঠিক করে দিয়ে গেছেন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যেন চলিয়া গেল। অমরেশ বাবু বলিলেন—'দেখুন ডাক্তার রায়! আমার ঐ মেয়েটি বি, এ পড়ছে—পাশ করার আগেই বিয়ে দিয়ে যেতে চাই।' অশোকা মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে সলজ্জ ভাবে রহিল। ডাক্তার রায় বলিলেন—'বি, এটা পাশ করুক, এর আগেই কেন!'

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমরেশ বাবু বলিলেন—'পাশের আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। যেমন করে হোক্ আগামী বোশেখের মধ্যে শুভ কাজ সম্পন্ন করতে চাই। যদিও উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী, সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করতে চাইনে। দেখ্‌বেন তো আপনার সন্ধানে যদি সৎপাত্র থাকে—'

সরকার আসিল। উইল লেখা আরম্ভ হইল। অমরেশ বাবুর আত্মীয় হরেন্দ্রনাথও সেই সময়ে আসাতে অমরেশ বাবু আনন্দ লাভ করিলেন। বলিলেন—'তুমি তো একজন পাকা উকীল—কোন ভুল চুক্ হয় কি না দেখে যাও—হ'লে ব'লো—' হরেন্দ্রনাথ একখানি চেয়ারে বসিয়া উইলের প্রত্যেকটি কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। উইল লেখা শেষ হইল। অমরেশ বাবুর অনুরোধে ডাক্তার রায় ও তাঁহার সহকারী প্রণব মুখার্জ্জি এবং হরেন্দ্রনাথ উইলের ইসাদী হইলেন। সকলের নাম স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অমরেশ বাবু বলিলেন—

'কি হে হরেন! অন্যায় কিছু করলাম'

'—গিন্নিমার জন্যে একটু ব্যবস্থা তো হল না—'

'—যাঁরা আমার উইলের একজিকিউটার ও একজিকিউট্রিক্স কেউ তো পর নয়—সবাই উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন। দুই মেয়েই ওঁকে মাসোহারা দেবে—পঞ্চাশ টাকায় একটা বিধবার চলবে না! তার

ওপর গিন্নীর কোম্পানীর কাগজের সুদ আছে—'। ডাক্তার রায় বলিলেন—'তা হলে আসি।'

প্রণব মুখার্জ্জিও ডাক্তার রায়ের অনুগমন করিবার সময়ে অমরেশ বাবু তাহাকে বৈকালে আসিতে বলিলেন। হরেন্দ্রনাথ বসিলেন এ কথা সে কথার পর প্রণবের কথা উঠিল। অমরেশ বাবু বলিলেন—'বড় সুন্দর ছেলে। মেডিকেল কলেজ থেকে সোনার মেডেল নিয়ে বেরিয়েছে। কাছেই থাকে—ডাক্‌লেই আসে, বিরক্ত হয় না, রাগ নেই, সর্ব্বদা হাসি মুখ।' হরেন্দ্রনাথ বলিলেন এরূপ ছেলেকে তো জামাই করে নিতে পারেন। অমরেশ বাবু কোন কথা বলিলেন না—অন্য কথা উঠিল।

ডাক্তার রায়কে মোটরে তুলিয়া দিয়া ডিস্‌পেন্‌সরির দিকে যাইবার জন্য প্রণব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পথে দাঁড়াইয়া ডাক্তার রায় প্রণবের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—'কেস্‌টা সুবিধাজনক নয়। বাঁচানো যাবে না—যে কদিন যায়। আচ্ছা, ওঁর মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সংসারী হও না কেন। দেখ্‌লে তো, মেয়েটিকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেলেন। মেয়েটিও শিক্ষিতা—'

প্রণব কোন কথা বলিল না। শেষে বলিল—'আচ্ছা সার, তা হলে আসি।'

মোটরে ষ্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রায় বলিলেন—'ভেবে দেখো, প্রণব।'

দোতালার ঘরে অমরেশবাবুর সহিত হরেন্দ্রনাথের তখনও কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

অমরেশবাবু বলিলেন—'প্রণবের মত ছেলেই দরকার—বন্ধুটিকে

সৎ পাত্রস্থ করেছি—সত্যেন খুব করে, বেশ হিসেব করে জমিদারী চালাচ্ছে—কোন বদ্ খেয়াল নেই—'

লীলাময়ী বলিলেন—'আচ্ছা, সেই ছেলেটি—'

'—এখনও কলেজে পড়ে, স্বাবলম্বী নয়—'

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন—'কোন্ ছেলেটি গিন্নি মা !'

'—চিনবে না হরেন, মাদারীপুরের কথা বলছেন—ছেলেটিকে আমার খুব পছন্দ হয়।'

উত্তেজিতকণ্ঠে অমরেশবাবু বলিলেন—'সে ছেলে দরকার নেই—প্রণবকে চাই—'

লীলাময়ী বলিলেন—'ভালো, তাই হোক্—'

ঘড়িতে এগারোটা বাজিল। হরেন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। তারপর অমরেশবাবু লীলাময়ীকে বলিলেন—'আমার এখন কোন কষ্ট বোধ হচ্ছে না। খাওয়া দাওয়া করগে, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।' সকলে চলিয়া গেল।

বেলা পড়িয়া আসিল। অমরেশবাবুর ঘরে প্রণব প্রবেশ করিয়া বলিল—'এবেলা কেমন বোধ করছেন ! কোনরকম Complication দেখা যাচ্ছে না তো !'

'—কোনরকম Complication নেই বটে, তবে ভালো বা মন্দ কিছু বুঝছিনে—বসো—' কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অমরেশবাবু নীরব রহিলেন। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

অমরেশবাবু বলিতে লাগিলেন—'জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আত্মার আসা-যাওয়া—আবার কোথায় এ আত্মা স্থান পাবে জানিনে। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে—'

প্রণব বলিল—'এ সব কথা আপনার মনে হচ্চে কেন,—সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকবার চেষ্টা করুন—'

'—বিষণ্ণ হয়ে তো কোন লাভ নেই ডাক্তার—প্রফুল্লই আছি। তোমার ডিস্‌পেন্‌সারি কেমন চল্‌ছে বলো—'

'—প্রথমটা তেমন সুবিধেয় চল্‌ছিল না, এখন আপনার আশীর্ব্বাদে যা হোক চলে যাচ্ছে—'

'—ডিস্‌পেন্‌সরি থেকে তোমার কত লাভ হয় ?'

'—খরচ খরচা বাদে গড়ে দু'শো টাকা—'

'—এতদিন বিয়ে করনি কেন ? রোজগার কর্‌ছ ভালো, অথচ—'

'—এর উত্তর ঠিক দেওয়া যায় না, তবে বিয়ে হয়নি—'

প্রণব বেশী কিছু বলিল না। অমরেশবাবুও বিশেষ কিছু প্রশ্ন করিলেন না। ইতিপূর্ব্বে প্রণবের সম্বন্ধে ডাক্তার রায় সমস্তই অমরেশ বাবুকে খুলিয়া বলিয়াছেন।

প্রণব বলিল—'আমাকে আসতে বলেছিলেন কেন ?'

'—যে ক'দিন আছি পৃথিবীতে, দু'বেলা এসো—শান্তি পাই। জানিনে পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমার কে ছিলে ? বেশীদিন তো কল্‌কাতায় আসিনি, এর মধ্যে—আমার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ব'সেছ—'

অশোকা ঘরে প্রবেশ করিল। অমরেশবাবু বলিলেন—'ওরে বুবু! ডাক্তারের জন্যে চা করে নিয়ে আয়। একে দেখে তোর লজ্জা করবার কিছু নেই। ডাক্তার হলেও আমাদের ঘরের ছেলে। অশোকা হাত তুলিয়া নমস্কার করিতেই—প্রণব প্রতিনমস্কার দিল। অশোকা চলিয়া গেল। জমিদারী সংক্রান্ত দুইচারিটি কথা অমরেশ বাবু প্রণবকে বলিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—'বাংলায় জমিদার লোপ হয়ে যাবে—আইনের নাগপাশে বেঁধে ফেলা হচ্ছে জমিদারকে

—তখন ঘাট আঘাটা হবে—আঘাটা ঘাট হবে—' কিছুক্ষণ পরে চা ও টোষ্ট আনিয়া অশোকা প্রণবকে দিল। অমরেশবাবু বলিলেন —'বুবু! ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কর—হ্যারে, সত্যেন ওরা চলে গেল, দেখা করে গেল না—' অশোকা উত্তর দিল— 'ঘুমুচ্ছিলেন দেখে দিদি আর জামাইবাবু চলে গেলেন। ঘুম ভাঙালে পাছে আপনার শরীরের কোন কষ্ট হয়, এজন্যে জামাইবাবু ডাকতে মানা করলেন।' অমরেশবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অশোকা বলিল—'আর একটু চা দেবো—' প্রণব ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'না আর দরকার হবে না—'

উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। ক্রমে সাহিত্য, রাজনীতি আসিয়া পড়ে। প্রণব বলিল—'সত্যি আপনার মত অত পড়াশুনা করিনি—'

অমরেশবাবু বলিলেন—'বুবুকে 'আপনি' বলা তোমার শোভা পায় না ডাক্তার! দুজনে বারান্দায় বসে গল্প গুজব করগে।' ঘরের সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দা। উহার মাথাটি খোলা—বারান্দা হইতে রাস্তার লোক চলাচল দেখা যায়। দুইখানি চেয়ারে বসিয়া মুখোমুখি হইয়া অশোকা এবং প্রণব কথা বলিতে থাকে। শেষে অশোকা প্রণবের কাছাকাছি চেয়ার লইয়া গিয়া কাণের কাছে বলিল— 'বাবার সম্বন্ধে কি বুঝছেন!' প্রণব খুব চাপা গলায় বলিল—'আমরা এখনও হোপলেস হইনি।' নানাপ্রসঙ্গ চলিতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। প্রণব বলিল—'তা হলে আসি। আর দেরী করা যায় না।' অশোকার সম্মতি এবং অমরেশবাবুর নিকট বিদায় লইয়া প্রণব চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমীর এবং প্রণব—দুইজনই তরুণ। সমীর বহুদিনই অশোকার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সেই হৃদয়ে প্রণবকে স্থান দিতে মন চায় না। একটি হৃদয়ে দুইজনের স্থান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে! সেই কথা অশোকা ভাবিতে থাকে। আপন মনে বলে—'সমীরকে কেমন করে মন থেকে মুছে দেব!' কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলে —'না, তা কি হয়!' এমন সময় নৈশ আহারের জন্য ডাক পড়িল। সে নামিয়া গেল। লীলাময়ী আহার করিতে করিতে বলিলেন— 'হ্যাঁরে বুবু! প্রণবকে তোর কেমন লাগে—' অশোকাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলেন—'কয়েকদিন ধরে দেখছি তোদের দুজনের গল্পগুজব আর শেষ হয় না।' অশোকা বিরক্ত হইয়া বলে—'ওসব কথা কেন মা!' লীলাময়ী বলিলেন—'ও বুঝেছি, প্রণবকে বুঝি তোর ভালো লাগে—' অশোকা বলে—'দেখো মা, ভালো হবে না বলছি—' লীলাময়ী হাসিলেন। অশোকা ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে লাগিল। লীলাময়ী কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিলেন—'স্পষ্ট করে বল—লজ্জা কি! প্রণবকে তোর ভালো লাগে—' অশোকা কোন কথা বলিল না। লীলাময়ী বলিলেন—'কালুকে আমরা যা ঠিক করেছি তা হতে পারবে তো! ওঁর ইচ্ছে প্রণবের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেন— মত আছে তো!' অশোকা তবুও নিরুত্তর। লীলাময়ী বলিলেন— 'স্পষ্ট করে বল্—লজ্জা কি!' মেয়ে কোন মতে কিছু বলিতে চায় না দেখিয়া মায়ের মন ভাঙিয়া পড়ে। শেষে বলিলেন—'জ্বালার ওপর জ্বালা তুইও কি দিবি? লেখাপড়া শিখেছিস—' মায়ের

চোখে জল দেখা দেয়, মেয়ের মন কাতর হয়। অশোকা আর নীরব থাকিতে পারে না। তাহার মাথাটি ঘুরিয়া যায়। বলে—'যা ভালো বুঝবে তাই করবে—আমাকে কেন এর মধ্যে আন্‌ছ—' লীলাময়ীর মাথা হইতে প্রকাণ্ড বোঝা বুঝি সরিয়া গেল। লীলাময়ী বলিলেন—'তা হলে প্রণবের সঙ্গে কথা পাড়ি—' মাতৃ-হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

আহারাদির পর লীলাময়ী স্বামীর ঘরে চলিয়া গেলেন, অশোকা পড়ার ঘরে গেল। লীলাময়ী অমরেশবাবুর মাথার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—'প্রণবের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছ!'

'—এখনও করিনি,—দু'একদিন যাক্—'

এ কথায় লীলাময়ী বোধহয় খুসী হইতে পারিলেন না, কেন না মেয়ের ভাবী জীবনের জন্য তিনি চিন্তিতা। অশোকার বিবাহ হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাই বলিলেন—'আর দেরী করো না,—যত শিগ্‌গির হয়, এর পর কি হবে না হবে!"

পর্দ্দা ঠেলিয়া সমীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। সমীরকে অমরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'এত রাত্রে এলে যে!'

'—টালিগঞ্জে নেমন্তন্ন ছিল। ফিরতি পথে ভাবলাম আপনাকে দেখে যাই—'

'—তা বেশ, বসো—'

সমীর একখানি চেয়ারে বসিল। প্রশ্ন করিল—'কেমন বোধ করছেন, একটু ভালো বলে মনে হচ্ছে কি!'

'—কিছুই বুঝছি না বাবা—আর ভালো, যেতে পারলেই হয়।'

সজোরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমরেশবাবু বলিলেন—'বুবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে!'

সমীর বলিল—'না'

'—দেখা হবেই বা কি করে!'

লীলাময়ী বলিলেন—'খবর দিচ্ছি—'

'—যাই, রাত হয়ে যাচ্ছে—' বলিয়া সমীর উঠিয়া পড়িল এবং উভয়কে নমস্কার করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। লীলাময়ী বাহিরে আসিয়া সুইচ টিপিতেই সিঁড়ির ধারে আলো জ্বলিয়া উঠিল! তেতালার ছাদের রেলিং ধরিয়া অশোকা দাঁড়াইয়া ছিল। অশোকা সমীরকে দেখিতে পাইয়াও কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। জ্যোৎস্নার আলোকে ছাদটি উজ্জ্বল হইয়াছিল। সমীর রাস্তায় নামিয়া মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

অশোকার নব যৌবনের আরম্ভে যখন হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে তখন সে সমীরকে অন্তরতম বলিয়াই মনে করিয়াছিল—আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য তরঙ্গিত হইয়া তাহার দেহে ও মনে গতি-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছিল। বস্তু জগতের অন্তরালে যে এক অব্যক্ত ভাবময় জগৎ আছে, সে জগতে সমীরকে শুধু পাইয়াছিল আত্মার আত্মীয়রূপে, কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রণবের আবির্ভাব অকস্মাৎ ভাব ব্যতিক্রমের আভাস দিতেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রণবের সহিত নিত্য আলাপ, মেলামেশা, ব্যবহার এবং চালচলনের মধ্য দিয়া নূতন পথের রেখা ফুটিয়া উঠিল। অশোকার প্রতি প্রণবের আকর্ষণ ঘনীভূত বলিয়া ধারণা হয়, এ সুযোগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অশোকা নিজেকে ধরা দিয়াও ধরা দিতে

চাহে না। প্রণবের উপর অমরেশবাবু এবং লীলাময়ীর মমতা বাড়িয়া গিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া আসে। নক্ষত্রলোকের দিকে চাহিয়া অশোকা কি ভাবিতে থাকে, তারপর ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে। ঘুম হয় না। শুধু ভাবে কেমন করিয়া সে সমীরকে এড়াইয়া চলিবে। সমীর প্রতারিত হইবে, ইহা যেন পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। উপায় নাই। জীবনসৃষ্টির পথে অশ্রুলীলাও সহ্যাতীত হইতে পারে। এই সকল চিন্তা, তাহার উপর পিতার জীবন সংশয় পীড়া এড়াইয়া সে কোনরূপ মুক্তি পাইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। চিন্তা-ভারাক্রান্তা অশোকা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করে, অক্ষরগুলি মনের ভিতর কোন স্পন্দন আনে না—বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে উঠিয়া বাতায়নের নিকট আসে, শেষে আবার শুইয়া পড়ে। বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া শেষে স্থির করিল—যা হয় হোক্।

কলেজে আসিয়া সমীরকে এড়াইবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কলেজের ছুটির পর বারান্দার নিকট দাঁড়াইয়া সমীর বলে—'তোমাদের বাড়ী গেলাম, দেখা দিলে না—'

নিজেকে কোনরূপে ধৈর্য্যের মধ্যে টানিয়া রাখিয়া অশোকা বলে—'পড়ছিলাম কিনা—জানতে তো পারিনি।' এরূপ কথা যেন শুষ্কতার সহিত বাহির হইল,—সমীরের নিকট ভালো লাগিল না। বলিল—'তোমার চোখ মুখ বসে গেছে কেন?' অশোকা কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। শেষে বলিল—'বাবার জন্যে ভাবনা হয়েছে—'

'—তাই বুঝি আমার কথাও ভালো লাগে না—'

'—এ সব কথা তুলে কেন সমীর আমাকে কষ্ট দিচ্ছ—'

'—যাক্ গে, চলো,—কোথাও বেড়িয়ে আসি—'

অশোকা অসম্মতি প্রকাশ করাতে সমীর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। অশোকা নীরব হইয়া দেখিল। তাহার চোখে অশ্রু ভাসিতে লাগিল। তবুও সমীরকে ডাকিল না। সোজাসুজি কলেজ হইতে ট্রাম ধরিয়া বাড়ী আসিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া সে অমরেশবাবুর ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিল প্রণব অমরেশবাবুকে একটা ইন্‌জেকসন দিতেছে। পিতার শয্যাপার্শ্বে অশোকা বসিল। দুই একটি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরে কেহ নাই। অমরেশবাবুর খাটের কাছে একখানি চেয়ারে বসিয়া প্রণব গল্প করিতে লাগিল! এ কথা সে কথার পর অমরেশবাবু প্রণবকে বলিলেন—'একটা কথা আছে,—সে কথা রাখতে পারবে!' প্রণব বিস্মিত হইল। ভাবিল—না জানি কি কথা! শেষে বলিল '—বলুন, সম্ভব হলে কেন পারব না!' অমরেশবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বলিতে লাগিলেন—'বুবুকে তোমার হাতে সঁপে যাবো,—মেয়েটিকে নিতে হবে। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে—পারের যাত্রীর শেষ অনুরোধটুকু রাখতে হবে!' তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণব নীরব রহিল। অমরেশবাবু আবার বলিলেন—'কিছু বললে না তো!'

প্রণব বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না, শুধু বলিল—'আচ্ছা—'

প্রণবের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে বলিল—'তা হলে আসি, কলে যেতে হবে—'

প্রণব বিদায় লওয়ার পরই লীলাময়ী আসিয়া স্বামীকে বলিলেন—'কি বুঝলে—প্রণবের মনের ভাব—' বাধা দিয়া অমরেশবাবু সানন্দে বলিলেন—'রাজী হয়েছে!' লীলাময়ী আনন্দাতিশয্যে বলিলেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—'নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পুরী ঘুরে এসে তারপর শুভ কাজটা করা যাবে, না তার আগেই—'

'—ডাক্তার রায় আমাকে পুরী পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন—কি করি তাই ভাবছি। প্রণব যদি সঙ্গে যায় তো, অনেকটা ভরসা।'

লীলাময়ী ভাবিয়া উত্তর দিলেন—'মন্দ নয়, কিন্তু বিয়ে কবে দিচ্ছ।'

অমরেশবাবু বলিলেন—'বোশেখ মাসে—' এমন সময় সরকার আসিয়া বলিল—'ডাক্তারবাবু আসছেন—'

লীলাময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেঘ ভরা বৈকাল।

অশোকা এবং প্রণব পাশাপাশি বসিয়া মেট্রোতে ছবি দেখিতেছিল। ছবিখানির নাম ছিল 'সিন কোয়েরার'। লুইসা যেখানে তাহার প্রেমিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'তুমিই কি জানো, আমার কোন প্রণয়ী আছে কি না?' এবং তাহার উত্তরে আবেগে প্রেমিক বলিল—'যতটুকু জানি নেই—' সেখানে অশোকার মন একটু চঞ্চল হইল। সে ভাবিল প্রণয়িনী অদ্ভুত স্পষ্টবাদী কিন্তু প্রণয়ীর সারল্য ভাণ নয় তো? সিনেমা দেখিয়া ফিরিবার সময় প্রণব বলিল—'চলো, মাঠে বেড়িয়ে যাই।' অশোকা আপত্তি করিল না। মোটরে উঠিয়া দুইজনে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে নামিল। নামিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অশোকা বলিল—'এখানে ছাড়া কি আর বেড়ানোর কোন জায়গা নেই—' প্রণব বলিল—'কেন থাক্‌বে না তবে জায়গাটা মনোরম। ভারি ভালো লাগে। সুযোগ পেলেই আসি—'

তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে একটি গাছের তলায় আসিয়া যে ফাঁকা বেঞ্চিতে বসিবার জন্য প্রণব অশোকাকে বলিল, সে বেঞ্চিতে অশোকা বসিতে চাহিল না। তাহার মনে পড়িয়া গেল—এই বেঞ্চিতেই তো সমীরের সহিত সে বসিত, গল্প গুজব করিত এবং মনের নানাভাবের আদান প্রদান করিত। প্রণব বলিল—

'—এটায় বস্‌বে না?' অশোকা বলিল—'না, চলো, একটু এগিয়ে গিয়ে, ওদিকে, বেঞ্চিটায় বসি। ওটাও তো ফাঁকা

আছে—' প্রণব আর আপত্তি করিল না। সেই বেঞ্চিতে গিয়া উভয়ে বসিল। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—'ছবিটা কি রকম লাগ্‌লো বলো!' অশোকা বলিল—'মোটেই ভালো নয়, এ রকম ছবি দেখাবে জান্‌লে আস্‌তুম না—একেবারে rotten.' প্রণব একটু হাসিয়া বলিল—জায়গায় জায়গায় একটু আধটুক্ vulgar হয়েছে বলে তোমার আপত্তি হচ্ছে, তা হোক্ বইখানা জমেছে ভালো।' অশোকা বলিল—'প্রেমের অভিনয়টা যেন বড্‌ডো বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।' প্রণব অশোকার পিঠে হাত দিয়া বলিল—'প্রেম জমাতে গেলে একটু বাড়াবাড়ির দরকার বৈ কি!'

'—তা বলে অতটা—'

'—আচ্ছা সত্যি করে বলো তো! তুমি কি কোনদিন প্রেমে পড়োনি—কলেজে কোন ছেলেও কি তোমার মন কেড়ে নেই নি—'

অশোকা একথায় একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল,—কিন্তু অন্তরের মধ্যে অসোয়াস্তি বোধ করিল। গম্ভীর ভাবে বলিল—'তোমাদের মত নয়' প্রণব হাসিল এবং বলিল—'প্রেম কি এতই সস্তা!' উত্তেজিত হইয়া অশোকা বলিল—'তবে বল্‌ছ কেন!—'

কিছুদূরে সমীর বেড়াইতেছিল। অশোকা তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রণবকে বলিল—'চলো, আর নয়—' প্রণব বলিল—'কেন? বসো না—' অশোকা বলিল—'শরীরটা ভালো বোধ কর্‌ছি নে—' অগত্যা প্রণবকে উঠিতে হইল। উভয়ে যখন মোটরে উঠিতেছিল তখন সমীর তাহাদের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিল। অশোকার উপর তাহার বিরক্তি ও ক্রোধ জাগিল। আপন মনে বলিল—'এর নাম বুঝি প্রেম!'

ডাক্তার রায়কে অমরেশবাবু সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। ডাক্তার রায় বলিলেন—'শুভ কাজ দেরী করে কাজ নেই। বিয়ে দিয়ে তারপর তো মেয়ে জামাই নিয়ে পুরী যেতে পারবেন। পুরী থেকে এসে বিয়ের কাজ সারতে গেলে বড্ডো দেরী হবে না!' অমরেশবাবু বলিলেন—'তবে আসছে ফাল্গুনেই হোক্—' লীলাময়ী বলিলেন—'আমারও সেই মত।' এমন সময়ে হরেন্দ্রনাথ অমরেশবাবুকে দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—'কেমন আছেন?' অমরেশবাবু বলিতে যাইতেছিলেন। ডাক্তার রায় পূর্ব্বেই বলিলেন—'আগের চেয়ে ঢের ভালো।' হরেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবার এক্স্‌রে করবেন না কি?' ডাক্তার বলিলেন—'একমাস পরে—' হরেন্দ্রনাথ বলিলেন—'পুরী' যাবার কি হোলো? অমরেশ বাবু হরেন্দ্রনাথকে ব্যাপারটা সমস্তই বলিলেন। হরেন্দ্রনাথেরও ইচ্ছা শুভকার্য্য শীঘ্রই সুসম্পন্ন হয়।

এ দিকে প্রণব অশোকাকে লইয়া মোটরে ফিরিল। বাসার সম্মুখে আসিয়া অশোকাকে নামাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। বাসায় ঢুকিতেই লীলাময়ী বলিলেন—'প্রণব এলো না—' অশোকা বলিল—'না—' বিস্মিত হইয়া লীলাময়ী বলিলেন—'কেন?' অশোকা উত্তর দিল-'বোধহয় Call আছে, তাই এলো না—' অশোকা নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সমীরের কথা মনে পড়িল। আপন মনে বলিল-'বিয়ের পর সে তো আর আমার হতে পারবে না!' মুখে অপ্রসন্নতার ভাব, উদাস দৃষ্টি—একবার ভাবিল সে মাকে বলিবে বিবাহ করিবে না; মনে পড়িল বাবার মৃত্যু হইতে পারে—তাঁহারই ইচ্ছা। সমীরকে যেন প্রণবের চেয়েও ভালো লাগে। সমীরের ফটোখানি এলবামের ভিতর হইতে দেখিতে থাকে। সমীরকে গ্রহণ

করিলে সংসারে আকস্মিক ট্র্যাজেডি হইতে পারে—বাবাকে বাঁচানো যাইবে না, ভাবিতে ভাবিতে চোখে জল আসে। প্রণবের কি সন্দেহ হইয়াছে কোন কলেজের ছেলেকে ভালোবাসি! ও কি করিয়া সন্ধান পাইল! কিছুক্ষণ এইরূপভাবে মনের দ্বন্দ্ব চলিবার পর সে মনের অবস্থাটি ভালো করিবার জন্য এস্রাজ বাজাইতে লাগিল। বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী বোধহয় ভাবিলেন বিবাহের আভাস পাইয়া অশোকা আনন্দ সহকারে এস্রাজ বাজাইতেছে। তারপর এস্রাজের সুরে সুরে নিস্তব্ধ বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার আঁধার মাখা গৃহে বসিয়া সমীর আপন মনে বলিল—'না, সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। যা গড়ে তুল্‌ছিলাম তা ভেঙে যেতে বসেছে—' প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতে লাগিল সকল আশা উৎসাহের উৎস শুকাইয়া যাইতেছে। সে অনুভব করিল শূন্যতার পথে দাঁড়াইয়াছে। মনের একদিক ভারি,—অন্যদিক হাল্কা—এরূপ-ভাবে জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। অশোকার উপর প্রথম ঘৃণার সঞ্চার হইল। আপন মনে বলিল—'ওর ভালোবাসার মূল্য কি!' মন বৈরাগ্যের উদাসপ্রান্তরে যেন পথহারা হইল। সারাটি রাত্রি ধরিয়া অশোকার কথা ভাবে। ঘুম আসে না। সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস হারাইতে হইল। পরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অভ্যস্ত, নিজের দোষ ত্রুটি দেখিতে চাহে না। সমীরের যে অশোকার উপর প্রগাঢ় আসক্তি আছে এবং অন্য কোন নারীর উপর আকর্ষণ নাই এরূপভাব যদি অন্তরে পোষণ করিত তাহা হইলে এরূপ আলোচনার কিছু মূল্য ছিল। প্রশ্ন এই যে, বাস্তবিকই সমীর কি অশোকাকে ভালোবাসে!

পরদিন কলেজের লেকচারগুলি শুনিয়া শেষে সমীর অশোকার সহিত একত্র হইল। বলিল—'যেয়ো না, আজ তোমাকে চাং-ওয়াতে খাওয়াবো—' বিস্ময়ের সহিত অশোকা বলিল—'হঠাৎ আজ!' সমীর ঈষৎ থামিয়া বলিল—'বিয়ে হয়ে গেলে আর তো দেখা হবে না!' অশোকা বলিল—'কেন? ও সব কথা আবার কেন?' সমীর বলিল—'চলো, দেরী করে কাজ নেই—' তারপর উভয়ে মোটরে উঠিয়া চাংওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সমীর বলিল—'তোমাদের বাড়ী যাওয়াটা আমার পক্ষে একেবারেই অশোভন, বিয়ের কথা চলছে—জানি, আমার সঙ্গে তোমার সম্ভব নয়—' অশোকা বলিল—'এ তোমার অভিমানের কথা সমীর!' সমীর বলিল—'আদৌ অভিমান নয় বুঝে দেখ, তুমি তো আর ছেলে মানুষ নও—' অশোকা কোন কথা বলিল না। তাহার ইচ্ছা হইল সে প্রাণ খুলিয়া কাঁদে। উভয়ে চাংওয়া হইতে আহারাদি সারিল। শেষে সমীর বলিল—'চলো, তোমায় পৌছিয়ে দিয়ে আসি—' অশোকা বাড়ীর কাছে আসিয়া নামিল। দুইজনের মধ্যে বিশেষ কোন কথা হইল না।

উভয়ের চিন্তাসূত্রের জটিলতাই হয়তো ইহার কারণ। মনস্তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একদিকে যেমন অশোকা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া গেল, অপরদিকে সমীরও জীবনকে কিরূপে রূপান্তরিত করিতে পারে সেই সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাস। হঠাৎ একদিন দেখা গেল 'পুষ্পনীড়' বাড়ীর দ্বারে সকাল বেলা হইতে সানাই বাজিতেছে। রাস্তার ধারে কয়েক-খানি মোটর রহিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগমে বর আসিল। পাড়ার লোকেরা অবাক হইয়া বলাবলি করিতে থাকে—'আরে এযে প্রণব ডাক্তার, রুগী দেখ্‌তে এসেই একেবারে বিয়ে—' ডাক্তার রায় বর-কর্ত্তা হইয়া আসিলেন—তাঁহারই বাড়ী হইতে বরবেশে প্রণবকে বিবাহের জন্য বাহির হইতে হইল। তবে কি প্রণবের কেহ নাই! আছেও বটে, নাইও বটে—এ সব কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রণবের পশ্চাতে যে ইতিহাস আছে তাহা বলিতে হয়। প্রণব সাধারণ গরীব গৃহস্থের ঘরের ছেলে—পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন প্রণব বড় বোন আশালতার আশ্রয়ে থাকিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করে। প্রণবের অনাগত ভবিষ্যতের আকাশ মেঘমুক্ত হইবে এ কথা তখনও কেহ ভাবিতে পারে নাই। উৎসবের যাত্রাপথে প্রণবের মনে পড়ে অতীতের কথা—লোকচক্ষুর অন্তরালে সে অশ্রুপাত করে। জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য বেতনে চাকুরী করিয়া পিতা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তবে কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন—এইটুকুই ছিল তাঁহার আনন্দ—এইটুকুই ছিল তাঁহার সান্ত্বনা। আশালতার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল, তাই কলিকাতার কোন অভিজাত গৃহে তাহার বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল। হরিহরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ক্ষেমঙ্করী কোলের সন্তান প্রণবকে কন্যা আশালতার হাতে সঁপিয়া দিয়া পৃথিবীর মায়া

কাটাইলেন। বিদায় বেলায় তিনি অশ্রুসজল নেত্রে বলিয়া গেলেন '—আশা! খোকাকে তোর হাতে দিয়ে গেলাম—ওকে দেখিস্—' আশা প্রণবকে গ্রহণ করিল বটে, মনোবৃত্তির অস্বাভাবিকতা প্রণবকে দিনে দিনে পীড়া দিতে লাগিল। উপায়ই বা কি? মায়ের মৃত্যুর পর পল্লীগ্রামের মাটির ঘর ছাড়িয়া প্রণব সহরের আবহাওয়ার মধ্যে আসিল। যে সংসারে সে প্রবেশ করিল, সে সংসারের কর্ত্তা সতীশচন্দ্র সজ্জন হইলেও গিন্নী উগ্রা এবং মুখরা ছিলেন। কর্ত্তার আধিপত্য পদে পদে ব্যাহত হইত। লোক লজ্জার ভয়ে এবং পারি-বারিক অশান্তির সম্ভাবনার ভয়ে সংসারের গর্হিত কাজ দেখিয়াও সতীশচন্দ্রকে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আশালতার শ্বাশুড়ী প্রমীলা সুন্দরীকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—'বউমা! তোমার কি বাপু তিনকুলে কেউ নেই যার কাছে ছেলেটা মানুষ হয়—ওর জন্যেই তো প্রায় এক সের দুধ! —আমাদের মত গেরস্তর পক্ষে কি হাতীর বাচ্চার খোরাক জোগানো সম্ভবপর?'

আশালতার কিছু বলিবার উপায় নাই—নীরবে সহ্য করিতে হয়—শ্বাশুড়ীর মন জোগানো ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সতীশচন্দ্র প্রণবকে খুব যত্নে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গৃহিনী প্রণবের বিরুদ্ধে সতীশচন্দ্রের কাছে প্রায়ই অভিযোগ করিতেন যাহাতে সতীশচন্দ্র এই ছেলেটিকে বিষ নজরে দেখেন। প্রমীলাকে সতীশচন্দ্র বুঝাইতেন, শেষে কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া ভৎর্সনা করিতেন।

সতীশচন্দ্র বলিতেন—'গরীবের মেয়ে হয়ে গরীবের ব্যথা বেদনা বোঝো না। বাপ মা নেই বলে কি ঐ ছেলেটিকে এত জ্বালা যন্ত্রণা দেবে?' তীব্রস্বরে প্রমীলা উত্তর দিতেন—'আমার খুসী—যা জানো

না, তা নিয়ে বল্‌তে এসো না—' সতীশচন্দ্র বেশী কিছু বলিতেন না। আশালতা শ্বাশুড়ীর কাছে ভায়ের জন্য ভৎর্সনা ভোগ করিত। শেষে ভায়ের উপর দিয়া সেই ভৎর্সনার প্রতিশোধ লইত—তিরস্কার তাড়না, প্রহার, মুখবিকৃতি এইরূপই চলিত। দিদির ব্যবহারে প্রণবের মন ভাঙিয়া পড়িল।

সতীশচন্দ্রের কর্ম্মচারীরা বুঝাইত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিত—'যাতে মানুষের মত মানুষ হও, তারই চেষ্টা করো-' বালক প্রণব বলিত—'পারব তো!' কর্ম্মচারীদের উৎসাহে প্রণব লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী হইল।

তখন প্রণবের ভগ্নীপতি পরেশ আই, এ পাশ করিয়া বি, এ পড়িতেছিল। এই পরেশচন্দ্রই কি কম দুর্ব্ব্যবহার করিত! শিশুর আত্মার অপমান করিরা সে আনন্দলাভ করিত। গ্রহের ফেরে প্রণব তাহাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে বলিয়াই না আশ্রিতের উপর অতটা নির্ম্মমতা! প্রণব বিদ্যালয়ে যায়। টিফিনের সময় অনেকের বাড়ী হইতে জলখাবার, দুধ আসে। যাহার অবস্থা মোটেই ভাল নয় তাহার ছেলেও এক পয়সার মুড়ি বা চানা কিনিয়া খায়। আর সে? দুই বেলা দুটি ভাত। পয়সা চাহিলে আশালতা বলিত —'দু'মুঠো ভাত গিল্‌তে পার্‌ছিস এই যথেষ্ট- আবার পয়সা!' ভগ্নীপতি পরেশচন্দ্র বলিত—'গাছে না উঠতেই এক কাঁধি—এর মধ্যেই পয়সা চিনেছ!'

নীচের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে কর্ম্মচারীদের সহিত প্রণবকে থাকিতে হইত—সব সময়ে উপরতলায় যাইবার অধিকার ছিল না। তারপর একদিন সে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। যে কলেজে প্রবেশ করিল সেই কলেজের কর্তৃপক্ষরা তাহাকে হোষ্টেলে

স্থান দিলেন, সর্ব্বপ্রকার খরচ হইতে সে মুক্তি পাইল। তারপর যে দিন আই এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল সে দিন আত্মীয়গণ তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেও সে কাহারও সংস্পর্শে আসিতে চাহিল না।

আশালতার শ্বাশুড়ীর বোন্‌ঝির সহিত বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিল। পত্রদ্বারা জানাইল—'খুব দুঃখের সঙ্গেই বলছি আপনাদের সঙ্গে কোন সূত্রে আবদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে অনুচিত। এজন্য ক্ষমা করবেন—ভগবানকে ধন্যবাদ যে আপনাদের কাছ থেকে দূরে এসে আত্মগ্লানি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি—' এ পত্রের উত্তরে ছিল ভগ্নীর কটূক্তি। তাহার উত্তর না দিয়া প্রণব আত্মতৃপ্তি লাভ করিল।

শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে, পরের সেবা ও কল্যাণ করিবার মহৎবৃত্তি লইয়াই সে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। এখন সে ডাক্তার নয়, ডাক্তার রায়ের আনুকূল্যে প্রখ্যাত। ঘর সংসারী হইতে ইচ্ছা ছিল না। ডাক্তার রায় ও তাঁহার স্ত্রী এবং অধ্যাপক বন্ধু রমানাথ ঘোষের ঐকান্তিক চেষ্টায় সে ঘর-সংসার পাতিতে ইচ্ছুক হইল। এ বিবাহে ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বা আত্মীয়-স্বজন অনিমন্ত্রিত রহিল। কেবল নিমন্ত্রিত হইল যাহারা একদিন প্রণবকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দিত এবং ব্যথার ব্যথী ছিল। কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণ হওয়ায় প্রমীলা সুন্দরী বলিলেন—'ও বউমা!' তোমার ভায়ের একবার আক্কেলটা দেখ্‌লে গা—'

আশালতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'সব কপালে করে মা—'

এ বিবাহে সমীর আসিল না। শোভন সংস্করণের মেঘদুত পাঠাইয়া কলিকাতার বাহিরে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। কলিকাতায় থাকিতে তাহার এক তিলও ইচ্ছা নাই। মা বলিলেন—'তুই যে পুরী যাবি,

তোর মাসীমাকে চিঠি লিখবি না—' সে বলিল—'না, মা—আজই সন্ধ্যেয় যাবো—' মনে ভাবিল অশোকার বিবাহরাত্রে কলিকাতায় থাকা হইবে না! সন্ধ্যায় পুরী এক্সপ্রেসে উঠিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর আশ্রয় লইল। মনে শান্তি নাই—চোখে পড়িতেছে প্রথম দিনের প্রেম,—সেও এম্নি সন্ধ্যায়। অশোকার কত উৎসাহ দেখিয়াছিল। কত আনন্দ এবং আবেগ দেখিয়াছিল। সেই অশোকার বিবাহ! ভাবিতে থাকে। কখন যে হাওড়া হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, একেবারে হুঁস নাই। এমনই হয়—জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে—সে জড়পিণ্ডের মত বসিয়া রহিয়াছে।

এ দিকে বিবাহ রজনীতে অমরেশবাবু কিছুই দেখাশুনা করিতে পারিলেন না। লীলাময়ী অশোকাকে সম্প্রদান করিলেন। কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা আসিল। সমীরকে দেখিতে না পাইয়া কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল, কেহ বা বিস্মিত হইল। কেহ বলিল—'সমীর একেবারে ইডিয়েট—এলেই তো চমৎকার হোতো! অশোকাকে বুঝতে দিল কেন?'

বাসর ঘর। প্রণবকে অশোকার কয়েকটি সতীর্থ বন্ধু-বান্ধবী গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রণব আপত্তি করে। মনীষা বলে—'সে হয় না—' প্রণব উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—'গানের চর্চ্চা তো কোনদিন করিনি—তবে lantern lecture দিতে পারি—' মনীষা উত্তর দেয়—'lantern lecture এর চেয়ে curtain lectureই না হয় better half এর কাছে দেবেন!' অশোকা মৃদু হাসিল। একটি অঙ্গণের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল—'মনীষা! সেই নৃত্যটা

বরকে দেখিয়ে দে'না—প্রলয় নাচন নাচ্‌লে যখন—' প্রণব বলিল—'বেশ তো—প্রলয় নাচনই হোক্—' মনীষা বলিল—'কিন্তু বর কি সাম্‌লাতে পারবে—' প্রণব হাসিয়া বলিল—'এ আর পার্‌বো না—' চতুর্দ্দিক হইতে হাসির রোল উঠিতে থাকে। বাড়ীর ছাদের উপর খাওয়ানো চলিতেছিল। মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল—'এদিকে লুচি— মাংসটা ও দিকে নিয়ে যাও—ব্যস্ত হয়োনা সব ঠিক করে দিচ্ছি—' এইরূপ কথা। অশোকা প্রণবের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া বাসর ঘরে বসিয়া ছিল। শেষে সকলের অনুরোধের আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথের গান ধরিল—

'গানের ঝরণাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরণ সুরের ধারা ঢেলে॥'

গান শেষ হইলে একটি তরুণ বলিল—'দেখেছেন মশায়! রবীন্দ্র সঙ্গীত আপনার স্ত্রী কি করুণ সুরেই না গাইলেন! এর পরেও কি আপনার সুরের ধারা ঢাল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না।' ঘরের কোণ হইতে একজন তরুণী বলিয়া উঠিল—'ওহে দেখো সুরের ধারা ঢাল্‌তে গিয়ে শেষে না সুরের বন্যা বইয়ে দেন। ডাক্তারদের তো এ বিষয়ে গুণে ঘাট নেই।' প্রণব গোবেচারার মতই বসিয়া রহিল। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত রঙ্গ তামাসা করিয়া যাহারা বাসর ঘরে আসিয়াছিল, একে একে চলিয়া গেল। রহিল কেবল প্রণব ও অশোকা। শেষকালে সত্যেন্দ্র আসিয়া স্মিত মুখে বলিল—'অসুবিধে কিছু বোধ হচ্ছে কি!' প্রণব বলিল—'কিছু মাত্র নয়—বহুদিনই আমরা সুবিধে করে নিয়েছি—' সত্যেন্দ্র হাসিয়া চলিয়া গেল। অশোকা মৃদু কণ্ঠে বলিল—'জামাই বাবু কি ভাব্‌লে বলো তো!' প্রণব অশোকার

গা টিপিয়া বলিল— কি আবার ভাব্‌বে—' বিবাহের রাত্রি আনন্দেই অতিবাহিত হইল। পরদিন ডাক্তার রায়ের স্ত্রী সবিতা বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। রমানাথের স্ত্রী সরমাও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ফুলশয্যার রাত্রে প্রণবের সহিত অশোকার নানা কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। প্রণব বলে—বিশ্বাস করি বিজ্ঞান একদিন পৃথিবীর বুক থেকে ব্যাধিকে চিরদিনের মত তাড়িয়ে দিতে পার্‌বে। বিশ্বাস করি বিশ্ব জগৎ থেকে শারীরিক ব্যাধি গুলিকে বিতাড়িত কর্‌তে পার্‌লে মানব সমাজ সুখী হ'তে পার্‌বে—এজন্যেই চিকিৎসক হয়েছি—'

অশোকা বলিল—'মানসিক ব্যাধির কি কর্‌বে ?'

প্রণব বলিল —'কেন, তোমার আছে না কি ?'

'—মানসিক ব্যাধি অল্পবিস্তর সকলেরই থাকে—আমারও থাকাটা এমন অদ্ভুত কিছু নয়—দৈহিক ব্যাধি দূর হলেই মানসিক ব্যাধি দূর হয় না—বহু unsolved mystery আছে—এ বুঝ্‌তে তোমার জীবনটাই কেটে যাবে, বহু problem আছে যা কোনদিনই তুমি সমাধান কর্‌তে পার্‌বে না—'

বিস্ময়ের ভাণ দেখাইয়া প্রণব বলিল—'বলো কি ?'

'—শুধু তুমি কেন, অনেকেই পারেনি, পার্‌বে না। মদ যে জগতের অধঃপতনের কি ভয়ানক কারণ তা কে না জানে! অথচ মানুষ আজও এর পরিণাম থেকে নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই কর্‌ছে না। জাতি, সমাজ দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, খুব সহজে যা দূর করা যায় বলে মানুষের ধারণা, তাও কি মানুষ দূর কর্‌তে পেরেছে! এই যে মানুষের অক্ষমতা—এ তো আর তোমার মত চিকিৎসকের পক্ষে দূর করা সম্ভব নয়।'

'—কেন সম্ভব নয় —?'

'—মনে কর একটা মেয়ে একটা ছেলের প্রেমে পড়েছে,—তাকে জীবনে পেলো না বলে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হোলো। তুমি তার কি চিকিৎসা করবে!—'

'—কার প্রেমে পড়েছে তার তল্লাস নেবো, তারপর তার সঙ্গে ঐ মেয়েটিকে জুটিয়ে দেব, একান্তই না পাওয়া যায় তো নিজে তার প্রেমিক হয়ে মানসিক ব্যাধি দূর করবো।'

'—সাংঘাতিক লোক—' বলিয়া অশোকা পাশ ফিরিয়া শুইল।

প্রণব বলিল—'তা হলে কি মানুষ এতই শক্তিহীন?' অশোকা উত্তর দিল—'মানুষ ভেবে দেখুক—'

নৈশ মুহূর্ত্তগুলি প্রেম আলাপন ও মিলনসম্ভোগের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইল।

বিবাহের আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব শেষ হইলে ডাক্তার রায়কে প্রণব বলিল—'আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন, আমার যাওয়া সম্ভবপর হবে না। প্রোফেসানের দিক দিয়ে বড় ক্ষতি হবে। নতুবা আপত্তি হোতো না। বরং সত্যেন বাবু সঙ্গে যেতে পারেন।' ডাক্তার রায় ভাবিয়া দেখিলেন প্রণবের পক্ষে যাওয়া চলে না। তিনি অমরেশ বাবুকে বুঝাইয়া শেষে প্রণবের যাওয়া স্থগিত করাইলেন। শেষে বড় জামাই সত্যেন্দ্র, দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে লইয়া অমরেশবাবু পুরী যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিকেলে রোজই অশোকা বেড়াইতে বাহির হয়। পরিচিত মুখ কোন দিনই নজরে পড়ে না। সমুদ্রের বালুতটে দাঁড়াইয়া সে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকে ঢেউয়ের দিকে। সে আপনাকে বিরাট অনন্তের ভিতর হারাইয়া ফেলে। কতলোক আনাগোনা করে—মেয়ে পুরুষ ভিড় করে। সমুদ্রের ঢেউ অবিশ্রান্ত ভাবে তীরে আছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার পিছনে হটিয়া যাইতেছে। চারিদিকে স্বপ্নের সরণী বিস্তৃত হইতে থাকে। অশোকার কত কথা মনে পড়ে—সমীরকে ভুলিতে পারেনা। তবুও স্বামীকে হৃদয়ে রাখিয়া সমীরের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মনের ঢেউগুলি ওঠে এবং ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বামীকে পত্রে লিখে—'আস্‌তে যদি, পুরীর বালুতটে দাঁড়িয়ে তোমাকে নিয়ে খুব আনন্দ উপভোগ কর্‌তাম। চাঁদের দিকে সমুদ্রের বাহু কি আকুল আগ্রহেই না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! শুভ্র কুন্দ ফুলের মত জ্যোৎস্নার আলোয় ঢেউগুলি তীরের উপর আছ্‌ড়ে পড়ে—তোমাকে দেখিয়ে কত আনন্দই না পাওয়া যেত—' উত্তর আসে—'বুবু! তুমি কি পুরীতে গিয়ে কবি হয়ে গেছ? এখনও অবুঝ দেখছি! আমার যাবার কি জো আছে! বুঝ্‌তে পার্‌ছি কষ্ট হচ্ছে—অনুপায়, 'হনিমুন' হোলোনা বলে তোমার দুঃখ—'মুন'তো আগেই দেখা হয়ে গেছে।'

হঠাৎ একদিন গোধুলি বেলায় কে একজন বাঙ্‌লা গান গাহিতেছিল—'ওগো দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—' গানের সুর দুর হতে ক্রমে ক্রমে নিকটতর হইতেছিল। সূর্য্য ধীরে

ধীরে ডুবিতেছিল। শেষে সুর থামিয়া গেল। পরিচিত স্বরে কে যেন বলিল—'চিন্‌তে পার্‌ছ বুবু !—'

অশোকার ভাবতন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়া দেখিল পাশে দাঁড়াইয়া সমীর। বিস্ময়ের সহিত অশোকা বলিল—'তুমি এখানে !' সমীর হাসিয়া বলিল—'তোমরা আসতে পারো আর আমি পারিনা—তোমায় চিন্‌তে একটু দেরী হয়েছিল—বিয়ের পর বোধ হয় এম্নি পরিবর্ত্তন হয়—'

অশোকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তোমার চেহারা এত খারাপ কেন ? অসুখ হয়েছিল বুঝি—' সমীর হাসিয়া বলিল—'ও কিছু নয়—তোমার বাবাকে নিয়ে এসেছ বুঝি—'

'—আমাদের বাসায় যাবে না ?—বেশী দূর নয়—'

'—আজ থাক্ হবে একদিন—আচ্ছা আসি—একটু ব্যস্ত আছি—'

সমীর চলিয়া গেল। অশোকা মনে আঘাত পাইল। তাহার সমস্ত কপোল আরক্ত হইয়া উঠিল। সমীরের সহিত দেখা না হইলেই ছিল ভালো।

দিনের পর দিন যায় সমীরের সঙ্গে আর অশোকার দেখা হয় না। অশোকা ভাবে সমীরের কথা। আপন মনে বলে—'সে কি আর আসবে না।' এদিকে সমীর তাহার পাঠ্যপুস্তক লইয়া ঘরের কোণে পড়াশুনায় মনোযোগ দিল। মাসিমা বলেন—'সমীর! তুমি যে আজকাল মোটেই বেড়াতে যাচ্ছ না ? রাতদিন পড়াশুনা নিয়ে থাকৃলে শরীর যে খারাপ হয়ে যাবে। সকাল বিকালে যেমন আগে একটু বেড়াতে ঐ রকমভাবে বেড়িয়ে এলে তো পারো ?' সমীর উত্তর দেয়—'মাসিমা। ছুটি প্রায় শেষ হয়ে আস্‌ছে, অথচ পড়াও ভালো রকম তৈরী হয়নি। তাই ঠিক করেছি বাকী কটা

দিন পড়াশুনা ভিন্ন আর কিছু কর্‌ব না।' মাসিমা ইহার পর কিছু বলিলেন না। ইঁহারই স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ায় সমীর প্রবাসের দিনগুলি যাপন করিতেছিল। দিনের মধ্যে যখনই অবসর হয় একবার করিয়া মাসিমা তাহাকে দেখিয়া যান। প্রায়ই বলেন—'যত্ন আত্তি ঠিকমত কর্‌তে পার্‌ছি নে, শেষে যেন জামাই বাবু আর দিদির কাছে গিয়ে নিন্দে করোনা।' সমীর বলে—'মাসিমা! এসব কথা বলে লজ্জা দেন কেন!' একদিন দুপুর বেলায় মাসিমা আসিয়া বসিলেন। সমীর পড়াশুনা বন্ধ রাখিল। মাসিমা বলিলেন—'একটা কথা বল্‌ব—রাখ্‌বে!' বিস্মিত হইয়া সমীর বলিল—'কি মাসীমা!' মাসিমা বলিলেন—'এখানে নতুন মুন্সেফ এসেছেন ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হোলো, ওঁরাও আমাদেরই মত উদারনৈতিক, ওঁরাও ব্রাহ্ম—ওঁর বড় মেয়েটিকে আমার ভারী পছন্দ হয়। আই এ পড়্‌ছে—ভারী সুন্দরী—তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে পারলে—' কথায় বাধা দিয়া সমীর বলিল—'মোটেই না—' মাসিমা বলিলেন—'মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীকে কিন্তু তোমার গান শুনাতে হবে! আচ্ছা, দিদি আর জামাই বাবুর মত্ করিয়ে যদি নিই তাহলে বিয়ে করতে পারোতো? সমীর বলিল—'না মাসিমা, একটা জীবন গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে নিজেকেই বিপন্ন করে তুল্‌তে সাধ হয় না। স্বার্থপর সমাজ, আর সংসারে বেশীর ভাগ দেখ্‌তে পাই মেয়েরা পদে পদে প্রভুত্ব করে চলেছে, পুরুষকে অনেক ক্ষেত্রে হার মেনে নিতে হয় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় করবার জন্যে—তাও কি সব সময়ে হয় মাসিমা।' বিরক্ত হইয়া মাসিমা বলিলেন—'সব ক্ষেত্রে তা নয়,—সমীর! সংসারের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু তোমার।' সমীর উত্তর দেয়—'খুব সত্যি কথা, সংসারের অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে—সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কতটুকুই বা আপনার।' মাসিমা বলিলেন—'কই আমরা তো বিয়ে করে অসুখী নই।'

'—এবার হাসালেন মাসিমা। আপনাদের যুগ যে চলে গেছে'—এ যুগের মেয়ে পুরুষ যে ভিন্ন প্রকৃতির—এদের জীবন, এদের সমাজ, এদের চিন্তাধারা সবই যে নতুন।'

মাসিমা ম্লান মুখে বলিলেন—'তা হলে তুমি বিয়ে করবে না—কেমন?'

'—এখন তো নয়—'

মাসিমা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—'হঠাৎ নারী বিদ্বেষী হয়ে গেলে কেন?—কোন মেয়ের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছ কি? লজ্জা কি—মা-মাসীর কাছে তো বলতে দোষ হয় না—'

'—নারী বিদ্বেষী বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না। পড়াশুনা ছাড়া কিছু ভালো লাগে না, বই নিয়ে থাকি ভালো—'

নিরুৎসাহে মাসিমা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গ্রীষ্ম-কালও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতায় যাইবার জন্য তাহার মন উতলা হইল। একদিন সংবাদপত্রে দেখিল অমরেশ বাবুর মৃত্যু সংবাদ। সংবাদপত্রে পুরীর 'সিভিউ' বাড়ীটির উল্লেখ থাকায় সে সেখানে যাইবার মনস্থ করিল। কিন্তু যেদিন সে গেল তাহার পূর্ব্বদিনেই অশোকারা কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। অশোকাকে শোকের জন্য সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিল।

এদিকে কলিকাতায় আসিয়া সকলেই অমরেশবাবুর কালীঘাটের বাসায় রহিল। হরেন্দ্রনাথ ও রমানাথ দেখা করিতে আসিল। সত্যেন্দ্র বসিয়াছিল। লীলাময়ী বলিলেন—'আমাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা

কর।' সত্যেন্দ্র বলিল—'প্রণব বলছিল কিছুদিন যাক, তারপর কাশী যাবেন, এখন আপনার মনের অবস্থা ভালো নয়।' সত্যেন্দ্রের কোন কথাই লীলাময়ী শুনিলেন না। সুতরাং সরকার মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া লীলাময়ীকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হইল। লীলাময়ী বলিলেন—'তোমাদের সব খরচ বহন করতে হবে না। আমারও তো হাতে টাকা আছে। উইলে যেমন ব্যবস্থা আছে সেই মত টাকা পাঠিও।' তিনি কাশীযাত্রা করিতেছেন দেখিয়া দুই মেয়েই কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'আমাদের ফেলে কি করে থাক্‌বে?' লীলাময়ী বলিলেন—'প্রথমটা কষ্ট হবে, তারপব সবই সয়ে যাবে। তোমরা বড় হয়েছ, আর তো আমার ভাববার কিছু নেই। মানুষের হাতেই তোমাদের দিয়েছি। জানি, তোমাদের কোন অযত্ন হবে না।' মেয়েরা আর কোন কথা বলিল না। হরেন্দ্রনাথকে লীলাময়ী মেয়ে জামাইদের আড়ালে বলিলেন—'মানে মানে যদি না সরে পড়ি, পরে বুঝলে হরেন! ঐ মেয়েদের কাছে আমায় বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। এখনকার হালচাল অন্য রকম হয়ে গেছে। এর ভেতর থেকে অশান্তি কুড়িয়ে লাভ কি!' হরেন্দ্রনাথ মনে বুঝিল লীলাময়ী বুদ্ধিমতী বটে! পরে বলিল—'আপনি খুব হিসেবী, ঠিকই বলেছেন।' লীলাময়ী বলিলেন—'আমার কি মেয়েদের জন্যে মন কেমন করবে না,—খুবই করবে। আমি তো ওদের মা—পেটে ধরেছি, মানুষ করেছি। নিজের মান নিজের কাছে। তাই সরে পড়ছি হরেন! এ'তে লোকে ভালোই বলুক, আর মন্দই বলুক।' হরেন্দ্রনাথ অবাক হইয়া লীলাময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লীলাময়ী চলিয়া যাইবার পর 'পুষ্পনীড়' বাড়ীখানি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। মনে হইল এ বাড়ী হইতে কত লোকই না চলিয়া গিয়াছে! বাড়ীখানির বুকের উপর দিয়া কত ঘটনা, কত উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, কত ব্যথা বেদনা কয়েক মাসের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, সব কালস্রোতে ডুবিয়া গেল। লীলাময়ী কাশী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে চাবি পড়িল। মেনকা ছোট বোনটীকে তাহার কাশীপুরের বাড়ীতে লইয়া গেল। অশোকারও মন খুব খারাপ। সে নিজেকে প্রশ্ন করিল—'তবে কি মাও স্নেহ মমতা জলাঞ্জলি দিলেন!' মেনকা বলিল—'বুবু! বি, এ টা পড়্‌লে হোতো না! কটা মাসই বা আছে।' অশোকা বলিল—'না, দিদি, পড়ার ইচ্ছে নেই। আর কেন?' কাশীপুরে আসিয়া কয়েকদিন চিন্তা ও অন্যমনস্কতার মধ্য দিয়া অশোকার দিনগুলি অতিবাহিত হইল। তার পর একদিন রাত্রে তাহার হাতবাক্সটি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে সমীরের পত্রখানি দেখিতে পাইল। আপন মনে বলিল— 'সমীরকে চিঠি দিলে মন্দ হয় না। তার যত দোষই থাক্ সে আমার জীবনে একদিন স্বপ্নের স্বর্গ গড়ে তুলেছিল। আজ সে আমার ভাগ্যাকাশের নির্ম্মলতার ওপর ম্লান ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তবুও যেন ওকে ভালো লাগে।' সমীরের পত্রে ঠিকানা দেওয়া ছিল। সেই ঠিকানতেই অশোকা সমীরকে পত্র লিখিল— 'সমীর! তোমার চিঠি যথাসময়ে এসে পৌছেছে—নানা ঝঞ্কাটে উত্তর দিই নি। আমি দিদির বাড়ীতে এসেছি—এখানেই থাকবো।

কলকাতায় এলে দেখা করো। পড়াশুনা ছাড়লাম। বি, এ পরীক্ষাটা দিলে অবশ্য ভালো হোতো, ভেবে দেখলাম সম্ভব হবে না। ছুটিটা কি পুরীতেই কাটাবে?'

সমীর অশোকার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। আপন মনে বলিল—'একি সেই অশোকা!' পরবর্ত্তী ডাকে সমীর উত্তর দিল—'তুমি যে আমাকে ভুলতে পারো না, তোমার পত্রে তা সহজ হয়ে গেল। বি, এ পরীক্ষা দিলেই পারতে! জায়গটা ভালোই লাগছে। কলকাতায় যখন যাবো, দেখা করতে গেলে কি দেখা পাবো! এখন তোমার জীবনের সিংহদ্বারে কড়া পাহারা —সে কি আমাকে অনুমতি দেবে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার? তোমার বসন্ত দিনে আমার বৈশাখী ঝড় পাছে গিয়ে পৌছোয় তার জন্যে ভয় পেয়েছ কি? সে ভয় করো না দক্ষিণা বাতাসের স্পর্শ পেয়েছ, সেই বাতাসে তোমার ফুল-ফোটানোর গান দিগন্ত ছাপিয়ে উঠুক—' যথাসময়ে পত্র আসিল। পড়িয়া অশোকার মন কাতর হইল। নির্জ্জন ঘরে বসিয়া সে অশ্রুপাত করিতেছিল। বহুক্ষণ তাহার কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া মেনকা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল অশোকার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু নির্গত হইতেছে।

মেনকা বলিল—'কাঁদতে আছে কি! মা কাশী গেছেন বলে কেঁদে কি হবে বলো? মাকে তো কত বুঝালাম। আমরা যতক্ষণ রয়েছি, তোমার ভাবনা কি? চলো, আমার ঘরে চলো—' অশোকা কোন কথা বলিল না। মেনকা তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া নিজের শোবার ঘরে লইয়া গেল।

অশোকার চব্বিশ পূর্ণ হওয়াতে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উৎসবের পরিকল্পনা করিয়া প্রণব আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—'বুবু!

ইণ্ডিয়া হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে পাকাপাকি করে এসেছি—' অশোকা প্রথমে বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত হইয়া বলিল—'কি আবার করেছ?' '—তোমার জন্মতিথি উৎসব কর্‌ব রবিবারের দিন—' বলিয়া প্রণব আনন্দ প্রকাশ করিল। গম্ভীরভাবে অশোকা বলিল—'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ও সব করবার কিছু দরকার নেই। আমাকে বলতে হয় তো—!'

প্রণব ব্যগ্রভাবে বলিল—'সে কি হয় বুবু? আপত্তি কোরোনা অশোকা ডান হাতের আঙ্গুলে চাবির চেন জড়াইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—'ক'জন লোক করে বলো তো—?' প্রণব বলিল —'আমার ইচ্ছে—তোমার স্বীকৃতি দরকার বলেই তোমার কাছে কথাটা তুলেছি—' মেনকা আসিয়া বলিল—'আজ থেকে যাও, প্রণব—' নানা আপত্তি সত্ত্বেও মেনকা শুনিল না, প্রণবকে কাশীপুরে থাকিতে হইল। পরদিন সস্ত্রীক বাসায় ফিরিল।

দুইদিন পরে সকালে কাশীপুর হইতে ডিস্‌পেনসারীতে আসিয়া যখন প্রণব রুগী দেখিতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একখানি টেলিগ্রাম পাইল। অধ্যাপক বন্ধু রমানাথ এবং তাঁহার স্ত্রীর খুব অসুখ। প্রণবকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। বিশেষ চিন্তিত হইয়া প্রণব উপরে আসিল। অশোকাকে বলিল—'বুবু! বড় দুঃসবাদ। আমাকে আজই সন্ধ্যার ট্রেণে রামনগর যেতে হবে। রমানাথ ও তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ। বোধহয় জানো রমানাথ আমার কি রকম শুভানুধ্যায়ী। সংসারধর্ম্ম করবার যে খুব ইচ্ছা ছিল, তা নয়। ডাক্তার রায় আর রমানাথই জেদ ধরাতে এ কাজে নাম্‌তে হোলো।' অশোকাও বিরক্ত হইয়া বলিল—'তোমাকে বিয়ে কর্‌তে হোলো বাবার জন্যে নতুবা কি তোমার খাঁচার পাখী হই।' প্রণব

ফ্লাটের দরজা খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল। কোন কথা বলিল না। অশোকার এ কথা তাহার অন্তরে আঘাত দিল। পাছে পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয় এই ভয়ে সে অশোকাকে কিছু বলিল না।

কলেজ খুলিয়া গিয়াছে। সমীর কলেজে আসিয়া আর অশোকাকে দেখিতে পায় না। তাহার ইচ্ছা হয় অশোকাকে কাশীপুরে গিয়া দেখিয়া আসে। সে কি করিয়া জানিবে ইষ্টার্ণ এভিনিউর উপর একটি হলুদরঙের ফ্লাট বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মণিকার সহিত সমীর মিশিবার চেষ্টা করে। কি করিয়া তাহার গাম্ভীর্য্য দূর করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অশোকার কথা যখনই মনে পড়ে তখন তাহার চিত্ত আন্দোলিত হয়। একবার ইচ্ছা হয়, অশোকাকে দেখিয়া আসে, পর মুহূর্ত্তে মনে হয় গিয়াই বা কি হইবে! কিন্তু সে তো পুরীতে পত্র লিখিয়াছে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য। কয়েকদিন ধরিয়া একদিকে যেমন অশোকার কথা ভাবে, অপর-দিকে তেমনি মণিকাকে আকর্ষণ করিতে চায়। ব্যাকুলতা জাগে। অশোকার নিকট যাওয়া হয় না।

মণিকার মনে কোনদিনই সমীরের স্থান হয় নাই, কিন্তু তাহার বারম্বার তোষামোদ মণিকাকে প্রলুব্ধ করিল। পূর্ব্বরাগের সূচনা দেখা দিল। দেহ ও মনের বয়স ভালবাসার উপযুক্ত হইয়া বহু-দিনই বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ পাঠ্যগ্রন্থের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। মণিকা বলে—'সমীর! অশোকাকে ছেড়ে তুমি আমাকে কেন তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চাও—' উত্তরে সমীর বলে—'সে স্পর্দ্ধা আমি রাখিনে, তবে তোমাকে ভালো লাগে—তোমার মত briliant career এর মেয়ের সঙ্গ কে না চায়!' বিরক্ত হইয়া বলে—'ও তোমার ভুল ধারণা—' উত্তেজিত হইয়া

সমীর বলে—'তোমাকে না পেলে আমার জীবনের অপূর্ণতা থেকে যাবে।' বিস্মিত হইয়া মণিকা উত্তর দেয়—'কেন অশোকা—' সমীর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সমীর বলিল—'মণিকা! অশোকার কথা তুলে কেন আমার প্রাণে দাগা দাও—তুমি যদি এতকাল ধরে আমাকে না এড়িয়ে চলতে, তা হলে হয় তো অশোকার কাছ থেকে আঘাত পেতাম না—' মণিকা বলিল—'ওঃ—তার বিয়ে হয়ে গেছে বলে বুঝি—' সমীর বলিল—'তা ঠিক নয়—' মণিকা কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া বলিল—'আচ্ছা! তুমি আমাকে গান শিখাবে? ওদিকটা নিয়ে আমার সাধনা করা হয়নি—' উৎফুল্ল হইয়া সমীর বলিল—'এ আর এমন শক্ত কি?' মণিকা বলিল—'বেশ তা হলে বাড়ীতে একবার মত করে নিই,—' কলেজ হইতে পরস্পর বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। সমীর কলেজ হইতে বাড়ী না গিয়া কাশীপুরে গিয়া শুনিল অশোকা ভগ্নীপতির বাড়ী থাকে না, স্বামীর সহিত অন্যত্র থাকে। সমীরের নাম মেনকা পূর্ব্বেই জানিত। তাই চাকরকে দিয়া অশোকার ঠিকানা নীচে পাঠাইয়া দিল। সমীরের সহিত কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপরতলা হইতে নামিল না।

মণিকা বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল—'ইচ্ছে হয়েছে গান শিখবো—তুমি কি বলো?' হৈমবতী বলিলেন—'ভালো কথা, কিন্তু তোমাকে গান শিখোবার জন্যে মাষ্টার রাখতে হবে তো? সে পয়সা আমাদের কোথায়?'

'আচ্ছা, আমি যদি একটি গানের মাষ্টার ঠিক করি—'

'—পয়সা পাবে কোথায়?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'—পয়সা লাগবে না, আমাদের ক্লাসে পড়ে বড়লোকের ছেলে —গান শিখিয়ে যাবে—'

'—খুব ভালো কথা—'

হৈমবতীর কথায় মণিকা আনন্দলাভ করিল। সমীরের সম্বন্ধে সে ভাবিতে থাকে। যে অশোকার সহিত সমীরের পূর্ব্বরাগের সূচনা হইয়াছিল, সে অশোকা কেন সমীরকে বিবাহ করিল না? এ প্রশ্নের কোন উত্তরই সে খুঁজিয়া পায় না। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মণিকা কয়েকদিন পূর্ব্বে সমীরের নিকট হইতে মূল্যবান ফাউণ্টেন পেন পাওয়াতে তাহাকে সহৃদয় বলিয়াই মনে করিয়াছিল। সমীর তাহার বহু অভাব পূরণ করিবে এ ধারণাও তাহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং অশোকাকেই সে দোষী বলিয়া মনে করিতে চাহিল। ধনীর সন্তান হইয়াও সমীরের অহঙ্কার নাই,—এই সব কথা যখন ভাবে তখন সমীরকে অন্তর দান করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার ট্রেণে প্রণব যাত্রা করিল। ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া অশোকা বাসায় আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল এবং নিজের মনেই বলিতেছিল—'এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী নিয়ে সংসার করা দায়!' আবার বলে—'সমীর যদি আমার হোতো, সেকি এম্নি ব্যবহার করতো। সে আমাকে ভুলে গেছে—' নেত্রপ্রান্তে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। অশোকা ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে আপন মনেই বলিয়া যাইতেছিল, কখন গর্জ্জন করিতেছিল,—বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া মনের ভাব এলোমেলো হওয়ায় যথারীতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছিল না।

প্রথম প্রণাম

বিবাহের পর অশোকার সহিত প্রণবের সদ্ভাব ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইতেছিল। সামান্য কথাতেই অশোকার বিরক্তি প্রকাশ পায়, প্রণব লক্ষ্য করিয়াও বিশেষভাবে কলহ সৃষ্টি করে না। অশোকা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি বই লইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। হঠাৎ বাহিরের দরজার মাথার উপরের বোতাম কে যেন টিপিল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে কলিং বেলের আওয়াজ হইতেই কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া দরজা খুলিল। একেবারে অবাক হইয়া গেল—এ যে সমীর! বলিল—'এসো, এসো—কল্‌কাতায় কবে এলে!—' উত্তর দিল, '—দু একদিন আগে এসেছি—' তারপর উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সমীর বলে—'তুমি আমাকে আস্‌তে বল্‌বে, কল্পনাও কর্‌তে পারিনি—' উত্তেজিত হইয়া অশোকা বলে—'তুমি ভুল্‌তে পারো আমাকে, কিন্তু আমি পারিনে—পুরীতে আর দেখাই হোলো না—কোন্ গগনের চাঁদ হয়েছিলে?' সমীর হাসিয়া বলিল—'রাগ করো না। I tender my apology—' পুরীর গল্প চলিতে থাকে। ক্রমে অশোকার সুন্দর মুখখানি রক্তিমাভ হয়। পরে বলে—'বসো, তাড়াতাড়ি নেই তো' অকস্মাৎ মেঘের গর্জ্জন সুরু হইল। ক্রমে বৃষ্টি নামিল। অশোকা হাসিয়া বলিল—'এ বৃষ্টিতে তোমার বাড়ী যাওয়া হবে না—'

সমীর উত্তর দিল—'সে কি হয়!—'

'—তা হবে না, আজ তোমাকে যেতে দেবো না—'

উভয়ের মধ্যে গল্প চলিতে থাকে। অশোকা বলে—'আচ্ছা সমীর! Problem of goodness আছে বিশ্বাস করো। Problem of unit আছে কে না জানে!' সমীর বিস্মিত হইল। বলিল—'কি রকম বলো তো!' অশোকা বলিতে থাকে—'যারা আজ মনে

প্রাণে পবিত্র বলে বাইরে প্রচার করতে চলেছে তাদের পবিত্রতা কি ঘটনা চক্রে নষ্ট হচ্ছে না—' সমীর উত্তর দেয়—'তোমার কথাটা ভেবে দেখবার জিনিষ বটে। কয়েক হাজার বছর আগে যে মানুষ পশুর মত আহার বিহার করতো, কোন নীতির ধার ধারতো না, আজ সে যতই পশুত্ব থেকে তফাৎ হবার চেষ্টা করছে, নীতি ধর্ম্মের দোহাই দিচ্ছে, ততই পশুত্ব তাকে আঁকড়ে ধরছে—' এই প্রসঙ্গ হইতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠিল,—বৃষ্টি কোন মতে থামিল না। অশোকার একান্ত অনুরোধে সমীরকে রাত্রিতে থাকিতে হইল।

পরদিন কলেজে আসিয়া মণিকা সমীরকে বলিল—'তাহলে আজ থেকে গান শিখাবে তো?' সমীর সম্মতি জানাইল এবং কলেজের ছুটির পর মণিকার সহিত তাহাদের বাসায় গেল। তাহাদের সাংসারিক অবস্থার অস্বচ্ছলতা দেখিয়া সমীর স্তম্ভিত হইল। হৈমবতী আসিয়া সমীরের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। পরে মণিকা বাবার পুরাতন হার্ম্মোনিয়মটী আনিল।

হার্ম্মোনিয়মের দুর্দ্দশা দেখিয়া সমীর বলিল—'এ কিন্তু চলবে না—'

মণিকা বলিল—'বাবা যখন বেঁচেছিলেন, এ হার্ম্মোনিয়মে গান গাইতেন—তারপর পড়েই ছিল—পড়ে থেকেই খারাপ হয়ে গেছে।'

'—তোমার বাবা মারা গেছেন কতদিন?—'

'—তা বছর পাঁচেক হ'বে—'

'—আচ্ছা, আমি তোমাকে একটি হার্ম্মোনিয়ম দেব?—'

হঠাৎ একটা আবেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিকা থাকিতে

পারিল না। বলিল—'আমার ওপর তোমার দয়া কি বরাবর থাক্‌বে?'

সমীর একটু হাসিল। বলিল—'আজ তো আর গান শেখানো হবে না, চলো, সিনেমায় ঘুরে আসি—'

মণিকা বাড়ীর ভিতর গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক হৈমবতীর নিকট অনুমতি লইয়া আসিল। তারপর দুইজনে মোটরে উঠিয়া সিনেমা দেখিতে গেল। ঘটনা-বিক্ষুব্ধ চিত্র দেখিবার প্রলোভন মণিকা কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। মোটরে যাইতে যাইতে সমীর বলিল—'আমাদের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত এই ছবিতে রয়েছে—' মণিকা অধৈর্য্য হইয়া বলিল—'কোন ট্রাজেডি নেই তো—' সমীর বলিল—'ট্রাজেডি থাক্‌বে কেন!' এ কথায় মণিকা আনন্দানুভব করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবগ্রাম ছোট ষ্টেসন। ট্রেণ এক মিনিটের বেশী থামে না। বিরাট দৈত্য সৈন্যের মত প্লাটফর্ম্ম কাঁপাইয়া ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী চতুর্দ্দিকে ফুটিয়া উঠিল। ষ্টেসনের ঘড়িতে রাত্রি দশটা। প্যাসেঞ্জারগণ ওঠানামার কাজ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষ করিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। জনশূন্য প্লাটফর্ম্ম। প্রণব একেবারে বোকা বনিয়া গেল। ষ্টেসন মাস্টার দাঁড়াইয়া পয়েণ্টস্‌ম্যানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। প্রণব শেষে জিজ্ঞাসা করিল—'মাষ্টার মশায়! রামনগর গ্রামে যেতে হ'লে কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে।' ষ্টেসন মাষ্টার গ্রামের দিক ঠিক করিয়া দিলেন। ষ্টেসনে গরুর গাড়ী পর্য্যন্তও নাই, প্রায় তিন মাইল রাস্তা হাঁটিতে হইবে। প্রণব স্তম্ভিত হইল। শেষে সে আপন মনে বলিল—'এযে একেবারে পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ দেখ্‌ছি। না এলেও নয়, বহুদিন পাড়াগাঁ ছেড়েছি, হাঁটাও অভ্যেস নেই। মহামুস্কিলেই পড়া গেল।' ভাবিয়াই বা কি হইবে! প্রণব লাইন পার হইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা সুরু করিল। পথে লোক দেখিতে পাইলে ভালো হয়। পাড়াগাঁয়ের মাঠের মধ্য দিয়া একেলা রাত্রিতে পথ চলা বিপদজনক নয় কি? দুই পাশে মাঠ। মাঝখানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা—কোথাও সরু কোথাও বা প্রশস্ত। সেই রাস্তা ধরিতে হইল। মৌন নিশা। প্রান্তর জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত। স্বচ্ছ আকাশ। তখনও আকাশে চাঁদ ছিল—গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাহার আলো পড়িয়াছিল। হাতে সুটকেশ, ব্যাগে গোটাকয়েক টাকা মাত্র সম্বল। আগের

ট্রেণটা "ফেল" করিয়া কি মুস্কিলেই না প্রণব পড়িয়াছিল। অনেকখানি পথ হাঁটিয়া শেষে ভাবিল পথের খবর দিবে কে! কতদূরই বা যাইবে! কিছুদূর আগাইয়া প্রণব দেখিল একটা দিঘীর সান্‌বাঁধানো ঘাট হইতে মাথা উঁচু করিয়া কাফ্রিদের মত কালো একটা জোয়ান মরদ তাহার দিকে আসিতেছিল। তাহার কোমরে একখানা ছোট ময়লা কাপড়, তাহাও কোন রকমে কোমরে জড়ানো, দেহের বাকী অংশ অনাবৃত। হ্যাঁ—চেহারা বটে! এত রাত্রে এই লোকটা এখানে! ভাবিয়া প্রণব ভীত। দ্রুত হাঁটিতে থাকে।

'—অ মশায়—' কথায় কান না দিয়া সে চলিল। ডাকের উপর ডাক—মহা বিপদ'তো! যেমন চেহারা, তেমনই কর্কশ কণ্ঠ।

'—অ মশায়—অ মশায় শুনছেন?'—'আরত পারা গেল না। বুকটা ছ্যাঁৎ করিলেও বলিতে হইল অনিচ্ছাসত্ত্বেই—'কি?' গলার স্বর উঠিল না। প্রশ্ন আসিল—যাবেন কদ্দূর? শুনিয়া প্রণব পিছন ফিরিল। দেখিল লোকটি তাহার খুব কাছে আসিয়াছে। ভয়ে ভয়ে বলিল 'রামনগর'—'ও—তা এত দৌড়োচ্ছেন কেন?'—প্রণব ভাবিল বেটা ঠিক লক্ষ্য করেছে। প্রকাশ্যে বলিল—'রাত হয়ে গেছে কিনা তাই?—'

'—আপনি তো বেশ চল্‌তে পারেন দেখছি!—'

লোকটার কথায় আর মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না, অথচ চেহারাটা কি বিশ্রী। দেখিলে ভয় হয়। তাহার ড্যাব্‌ডেবে চোখ দুইটির দিকে চাওয়া গেল না। তবু প্রণব সাহসী হইল। আগ্রহ সহকারে সে বলিল—'রামনগর কার বাড়ী?'

প্রণব উত্তর দিল—'ভোলানাথ ঘোষের বাড়ী'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লোকটি এমনভাবে বলিল—'হুঁ—', যেন তানপুরায় উদারার ষড়জ গ্রামে ঘা পড়িল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—'পথিক! তুমি কোথায় যাবে?'

'—রামনগরের আগের গ্রাম কইচরে—'

—'ঐ গ্রামে বুঝি তোমার বাড়ী?'

'—হাঁ—' সরল উত্তর। প্রণব বলিল—'বেশ হ'লো। খানিকটা সঙ্গী পাওয়া গেল। এতখানি একলাটি চলেছি।' তবুও তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। প্রণব কত কথাই ভাবিতে থাকে। লোকটি পিছু পিছু চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রণবকে সে জিজ্ঞাসা করিল—'কল্‌কাতায় থাকেন—না? সহুরে লোক দেখলেই বোঝা যায়।'

—'হাঁ—' বলিয়া প্রণব নিঃশব্দে চলিল। এমন সময় লোকটি বলিল—'কলকাতায় কি করেন?' প্রণব বলিল—'বিশেষ কিছু করি না—'

'—কি করে সংসার চলে?'

'—চলে যায় একরকম—'

'—আপনারা সহুরে লোক, কিছু না কিছু আছেই। আমাদের ফসল না হ'লে কষ্ট। হলেও, সব তো আমাদের বরাতে ভোগ হয় না। এবার ফসল হয় নি। ধানের অবস্থা ভালো না। যে বৃষ্টি, সব ভেসে গেল। বন্যে, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধু, মড়ক আর বলেন কেন? এ প্রাণে আর কত সয়—' একদমে অনেকখানি বলিয়া গেল। প্রণব আপন মনে বলিল—'লোকটা ভারি মিশুক, প্রাণ বেশ খোলা তো! আচ্ছা, চাষাদের কতই না কষ্ট। কি-ই বা পায়, রোদ বৃষ্টি সহ্য করে' সারাদিন মাঠে থেকে কি পরিশ্রমই না করে! তবুও

ওদের তা'তে দুঃখ বোধ হয় না।' লোকটির উপর প্রণবের সন্দেহ চলিয়া গেল। তারপর প্রণব বলিল—'বলতে পারো রামনগরের ঘোষেদের বাড়ীর খবর!'

'—শুনেছি বটে, ওঁদের বাড়ীতে কার খুব অসুখ যাচ্ছে, ক'দিন রোজ দুবেলা ডাক্তার যাচ্ছে—' আগ্রহসহকারে প্রণব বলিল—'কেমন আছে বলতে পারো?'

'—ঠিক তা বলতে পারি না বাবু! নিজের জ্বালায় জ্বলে মর্‌ছি—' একটা পথের বাঁকে আসিয়া সেই লোকটি বলিল—'কইচরে' এসে গিয়েছি। এর পরেই রামনগর। এই গাঁয়ে কত লোকই ছিল, সব মরে গেছে, মাত্র কয়েক ঘর রয়েছি তাও আধ্‌মরা হয়ে—' প্রণব কৌতূহলের সহিত বলিল—'এত রাত্রে গেছলে কোথায়?' সে বলিল—'ডাক্তার ডাক্‌তে, আর বলেন কেন—মেয়েটির কুড়িদিন একজ্বরি ভাব, গাঁয়ে খুব ম্যালেরিয়া, ঘরে ঘরে সব পাটিয়ে আছে। মেয়েটির যে কি হবে, বুঝ্‌তে পারছি নে। কেউ টাকা ধার দিতে চায় না, মহাজনও পাইনে—কি সব আইন কানুন হয়েছে। আগের মত টাকা ধার করতে গেলে হাতচিঠিতে টাকা পাওয়া যায় না। এই তো আমাদের অবস্থা। মেয়েটার হাড় ক'খানা সার—পাচন খাওয়ালুম, কিছু হোলো না। যুদ্ধের বাজারে ওষুধের দামও বড্‌ডো চড়া। পয়সা জোগাতে পারছি নে।' প্রণব তাহার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল এবং ভাবিল মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা কি কোন দিন দূর হবে না। এরা কি এতই অভাগা! বলিল—'এ গ্রামে ডাক্তার নেই?'

'—এ গাঁয়ে শুধু রুগী আছে, ডাক্তার আন্‌তে হয় সেই ষ্টেসনের কাছ থেকে—' এই কথা বলিয়া লোকটা তাহার ট্যাঁক হইতে

বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিয়া ধরাইল এবং খুব জোরে টানিতে লাগিল। উহার সহিত গল্প করিতে করিতে প্রণব নিঃশঙ্ক চিত্তে চলিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে লোকটি বলিল—'হ্যাঁ—ঐ যে দেখছেন তেঁতুল গাছটার পাশে একখানা পুরাণো খড়োঘর ওই যে মট্‌কা দেখা যাচ্ছে, ঐটা হোলো আমার—'

'—তুমি ঘরে ফিরে যাও, আমাকে রামনগরে যেতে হবে কোন্ পথ দিয়ে বলো তো ?'

'—এই পথ দিয়েই সোজা চলে গেলে রামনগর—এতরাত্রে না গিয়ে বরং কাল সকালে যাবেন, আমার কুঁড়েতেই রাতটুকু কাটিয়ে দিন না কেন ?'

'– যেতেই হবে, বন্ধুর অসুখের সংবাদ পেয়ে চলেছি। রাত-টুকু থাকলে হয়তো বন্ধুর দিক দিয়ে ক্ষতি হবে, শেষে কি দেখতে পাবো না তাকে ?'

'—একাটি যাবেন কি করে ? আসুন তো, দেখি যদি ভাইটাকে সঙ্গে দিতে পারি। ওর শরীর সুবিধে নয়—ও যদি না যেতে পারে, পাড়ার কাউকে সঙ্গে দেবো'খন।' তাহার বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছুতেই কতকগুলি কুকুর ডাকিয়া উঠিল। প্রণব ভয় পাইল। সে বলিল—'কিছু বলবে না—আসুন।' উঠানের সম্মুখে একটা পেয়ারা গাছ অন্ধকারের ভিতর দাঁড়াইয়া ছিল। গাছটা মনে হইল দুলিতেছিল। দুই একটা পেয়ারাও যেন পড়িল। সে বলিল—'গাছে বাদুড়ের ভারী উৎপাত।' কুকুরগুলি সম্মুখে আসিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। একটা কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার কাছে আসিল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—'ভুলো, চুপ—' তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল অন্য কুকুরগুলি।

একটু পরে প্রণবের দিকে ফিরিয়া সে বলিল—'দাওয়ায় একটু বসুন, স্ত্রীকে ডেকে খবরটা দিই—ডাক্তারবাবু আস্‌বেখ'ন, ওর ঘুম বুঝলেন বড় বিশ্রী। ডাকলে সাড়া দেয় না। ডাক্তারের খবরটা পেলে তবু না ঘুমুতেও পারে।' সে কড়া নাড়া দিয়া স্ত্রীকে ডাকিল, দরজা খুলিয়া একটী শীর্ণা রমণী বাহির হইল। তাহার হাতে ছিল লণ্ঠন। একটা মাদুর পাতিয়া বসিতে দিয়া সে স্ত্রীকে বলিল—'মেয়েটিকে একবার দাও তো?'

তৎক্ষণাৎ কাতর শব্দ করিতে করিতে একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়েকে কোলে লইয়া তাহার স্ত্রী আসিল এবং মেয়েটিকে তাহার হাতে দিল। কঙ্কাল—এঁ্যা—একি! লোকটি বলিল—'দেখছেন এর শরীরে কিছু নেই—ম্যালেরিয়া ডাইনির মত এর রক্ত মাংস কি রকম খেয়েছে!' প্রণব বলিল—'মেয়েটিকে সোজা করে মাদুরের উপর শুইয়ে দাও, একবার ওকে দেখব।'

'—আপনি কি ডাক্তার?' গম্ভীরভাবে প্রণব বলিল—'হাঁ।' লোকটি বলিল—'পথে আস্‌তে আস্‌তে সে কথা তো বললেন না—' প্রণব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মেয়েটির নাড়ী দেখিতে লাগিল এবং হাতের রিষ্ট ওয়াচের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ঘড়িতে তখন এগারোটা পনরো মিনিট।

তারপর সুটকেশ হইতে ষ্টেথিস্কোপ বাহির করিয়া মেয়েটিকে পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল—'এখন তো খুব জ্বর—' লোকটি প্রণবের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিল। শেষে প্রণব একটি ইন্‌জেক-শান করিয়া পকেট হইতে কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন বাহির করিল। একটু ভাবিয়া প্রেসক্রুপসন লিখিল। শেষে বলিল—'এইটি তোমার ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে খাওয়াবে বুঝলে! মেয়েটি সেরে যাবে ভয়

নেই। ডাক্তারবাবুর মতের অপেক্ষা না করে ইন্‌জেকসন দিতে হোলো, নতুবা খানিক পরে অবস্থা খারাপের দিকে যেতে পারে। যে ওষুধ ইন্‌জেকসন দিয়েছি, কাগজেই লেখা রইলো—ডাক্তারবাবুকে দেখিও –' ভিতর হইতে একটা কাতর স্বর বাহির হইয়া আসিল।

—'অ কুড়োন বড্‌ডো জ্বর এল নাকি ?' ভিতর হইতে কাতর স্বরে কুড়োন বলিল—'হ্যাঁ দাদা।' লোকটি বলিল—'ও আমার ছোট ভাই—অমন কর্‌ছে—' 'তা হলে ওতো আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বে না—তবে আসি, আমার কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে—অনেক রাত হয়ে গেল—'প্রণব বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল। লোকটি বিনীতভাবে বলিল—'একটু অপেক্ষা করুন, পাড়ার একজনকে সঙ্গে দিচ্ছি।' তারপর সে পাড়ার মধ্যে গিয়া একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া আনিল এবং তাহার সহিত একটি হারিকেন ও লাঠি দিয়া প্রণবকে পাঠাইল।

স্তব্ধ রজনী। প্রণব পথে যাইতে যাইতে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর অসুখের সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। টেলিগ্রামের কথাগুলি আশঙ্কাজনকই ছিল—তাই তাহার চিন্তা ক্রমেই গভীর হইল। আপন মনে বলিল—'ওঁরা বেঁচে আছে তো ? এখানে চিকিৎসকের অভাব, দ্রুত যাতায়াতের যানবাহনের অভাব, ঔষধ পথ্যের অভাব—ভীষণ পল্লীগ্রাম। এসব পল্লীগ্রামের উন্নতি কি আর হবে না ? সব পল্লী শ্মশান হয়ে গেলে, সহর নিয়ে বাঙ্গালী জাত কতকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌বে ! পাড়াগাঁয়ের লোকের কি আর উন্নত জীবন হবে না, ওরা কি শুধুই চোখের জলেই দিন কাটাবে !' প্রণবের নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত।

পথপ্রদর্শক যুবকটি সেই সময়ে বলিল—'ঐযে বাঁ হাতে কসাড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঐ জঙ্গলটার নাম হচ্ছে ফুলবাগান। ওখান

থেকে রামনগর গাঁ আরম্ভ হয়েছে—' প্রণব সভয়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পথ চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কি করো ?'

'—মাঠে কাজ করি—'

'—তোমার জমিজমা আছে ?—'

'—না বাবু! জোন দিয়ে চার আনা হিসেবে পাই—তা'তে কোন রকমে চলে ?—' প্রণব বিস্মিত হইল। বলিল—'চার আনায় কি হয় ?—'

'ওতেই নুন ভাত কোন রকমে জোগাড় করি, বুড়ো মা আছে, তাকেও ওই থেকে চালাতে হয়। তাও সব সময়ে কাজ পাই নে, অনেক সময়ে দু'বেলা খাওয়া জোটে না।' প্রণব পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'এই নাও টাকাটা—' যুবক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। বলিল 'বাবু! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

নবম পরিচ্ছেদ

রামনগর গ্রাম ঘন বসতিপূর্ণ নহে। একদা এই গ্রামের শ্রী এবং হ্রী ছিল, মধ্যযুগের ভগ্ন মন্দির এবং অট্টালিকা স্তূপ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের মধ্যে দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের অনুসন্ধান পাওয়া যায়—একটি চৌধুরী পরিবার, অপরটি ঘোষ পরিবার। ঘোষেদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিয়াছে। চৌধুরী পরিবার সেরূপ দুর্ব্বল হয় নাই। বাকী যে সব গ্রাম্য পরিবার আছে, তাহাদের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

বড় বড় পুরানো গাছে ঢাকা এবং ভাঙা প্রাচীর বেষ্টিত জীর্ণ অট্টালিকা, তাহারই অঙ্গণে অযত্নরক্ষিত বাগান বন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, নিবিড় ঘাসের ভিতর ঝোপগুলি পরস্পর জড়াইয়া রহিয়াছে, সেখান দিয়া পথ চলাও কঠিন। বাড়ীটায় প্রবেশ করিতে গেলে প্রথমে পড়ে পুরানো ফটক। উহার মাথার উপর অজস্র বুনো গাছ পালা। ফটকের মধ্যে আসিয়া বাড়ীটার ভিতর পৌছিতে একটু সময় লাগে। একটা সরু পথ চলিয়া চলিয়া তৈয়ারী হইয়াছে—সেই পথ না ধরিয়া উপায় নাই। পথের দুই পাশে কতকগুলি জংলী ফুল ফুটিয়াছিল।

বাড়ীটার কিছু অংশ রমানাথ পাইয়াছে ভোলানাথের একজন উত্তরাধিকারী বলিয়া। ভোলানাথ রমানাথের পিতামহ। কিম্বদন্তী আছে পাঠান যুগে এই ঘোষেরা নাকি বড় জমিদার ছিল। অতীতের জীর্ণ স্মৃতি নীরব কিম্বদন্তীরই বোধ হয় সাক্ষ্য দিতেছে। চৌধুরীরা নাকি ঘোষেদের দেওয়ান ছিল। তারপর যাহা হইয়া থাকে তাহাই

হইল। চৌধুরীরা অবস্থাপন্ন হইল। ঘোষেরা ভাগ্যলক্ষ্মীকে হারাইল। কালের কুটিল গতি এবং নিয়তির ইঙ্গিত কোন্ মানুষকে যে কোন্ পথে লইয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে!

বাড়ীটার পূর্ব্বদিকে দোতলার একটি ঘরে রোগশয্যায় শুইয়া সরমা নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে সংজ্ঞা হারা হইতেছিল—জ্ঞান হইলে নিজের মৃত্যু কামনাই করে। জগতে স্বামীই তাহার একমাত্র অবলম্বন। সেই স্বামীই যদি না জগতে থাকে তবে বাঁচিয়া লাভ কি ? সরমা ভাবে ও কাঁদে। তাহার কি উপায় হইবে! প্রতিদিন তাহার সম্মুখে এ জগৎ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছিল। তাহার মধ্যে ছিল নব নব আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসুখ ও আনন্দের সম্ভাবনা। কিন্তু সরমার নিকট মনে হইতে লাগিল এ জগৎ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। এ পৃথিবী বোধ হয় তাহাকে উপেক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র। অনেক সময়ে সে প্রলাপও বকিতেছিল, মাথা ধোয়াইয়া দেওয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় নাই। বরফ পাওয়া যায় না, আইসব্যাগ দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে না।

রমানাথের অবস্থা আদৌ ভাল নহে। নাড়ী মাঝে মাঝে ক্ষীণ ভাবে আসিয়া ছাড়িয়া যাইতেছিল। ডাক্তার প্রকারান্তরে জবাবই দিয়া গেলেন। সরমারং ভীষণ জ্বর। অধিকাংশ সময়ে তাহার সংজ্ঞা লোপ হইতেছিল। কি অশুভ তিথি নক্ষত্রেই না রমানাথ ও তাহার স্ত্রী কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিল! কিছুদিন দেশে বাস করিবে বলিয়া রমানাথ কলেজ হইতে ছুটী লইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক রমানাথের ইচ্ছা ছিল দেশে বিজ্ঞান সম্মত চাষ আরম্ভ করা, পতিত জমিগুলিকে উর্ব্বরা করিয়া ফসল ফলাইতে পারিলে গ্রাম উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে, বেকার সমস্যাও দূর হইবে। এই ধারণা লইয়াই

সে দেশে আসিয়াছিল। জ্ঞাতিভায়েরা তাহাকে সাহায্য করিবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল।

দেশে ভাল ডাক্তার নাই। যে চিকিৎসক উঁহাদের চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি রমানাথের জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াতে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাই, প্রণবকে তার করা হইয়াছিল। পথপ্রদর্শক যুবকটি প্রণবকে ভোলানাথ ঘোষের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। অট্টালিকাটি বিষাদাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। প্রণব বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিল বৈঠকখানার সম্মুখের বারান্দায় দুইটী ভদ্রলোক মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। পাশে একটি হারিকেন অস্পষ্টভাবে জ্বলিতেছে।

প্রণব সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'রমানাথের খবর কি?' একজন বলিলেন—'আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?—' অপর ব্যক্তি বলিলেন—'আপনি কি ডাক্তার প্রণববাবু?' প্রণব কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না, বলিল—'হাঁ।' প্রণবকে বসাইয়া তাহারা বলিল—'রমানাথদা আমাদের ছেড়ে' চলে গেছেন—' উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। প্রণবও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল—'রমানাথ ছিল আমার সহপাঠী—আমার পরম বন্ধু। এক সঙ্গে আই, এস্, সি পাশ করি—রমানাথ শেষে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হোলো, আমি মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরোলাম। কি অশুভক্ষণেই না সে দেশে এল!'

ঐ দুই ব্যক্তি রমানাথের জ্ঞাতি ভাই। অট্টালিকার ভিতর তাহারা আশে পাশে বাস করে। রমানাথের কনিষ্ঠ সহোদর বহুদিন রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে। সেখানেই সে চাকুরী করে। তাহারা বলিল—'হরনাথকে আর রেঙ্গুণে খবর পাঠিয়েই বা কি হবে। যখন দেশে

আসবে তখন জান্‌তে পার্‌বে।' প্রণব বলিল—'তা উচিত নয়, খবর তাকে পাঠাবেন—দু'চার দিন পরে।' পাড়ার দুই একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমেই কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। একজন বলিল—'ম্যালেরিয়ার ওপর হোলো মেনিন্‌জাইটিস্‌—আর রক্ষা কর্‌তে পারা গেল না। চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি।' কথাপ্রসঙ্গে প্রণব জানিতে পারিল সন্ধ্যাবেলায় রমানাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। রমানাথের স্ত্রীর অবস্থাও শোচনীয়। সকলে প্রণবকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

দোতালার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে রমানাথের এক জ্ঞাতি ভাই বলিল—'ষ্টেশনে লোক রাখ্‌তে পারিনি, আস্‌তে আপনার খুবই কষ্ট হোলো, আপনার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি। প্রায় সবাই শ্মশানে গিয়েছিলাম, দু'একজনকে রোগীর কাছে থাক্‌তে হয়েছিল। গাঁয়ে এমন লোকও নেই যে, এসময়ে তার কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি। সবই প্রায় মরে হেজে গেল।' প্রণব উত্তরে বলিল—'এর জন্যে আপনাদের মনে কিছু করবার আবশ্যক নেই, আপনারাও আমার ভায়ের মত—ক্ষমা চাইবার কি আছে?' প্রণবের কথায় তাহারা মনে মনে খুসী হইল। প্রণব বলিতে থাকে—'আপনারা আমার বন্ধুর ভাই, আমি তো আপনাদের পর নই—'

সরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের ভিতর মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দুইটী বধু তাহার কাছে বসিয়া মাথায় জলপটি ও পাখার বাতাস দিতেছিলেন। প্রণব সরমার নাড়ী দেখিল এবং ষ্টেথিস্‌কোপ দিয়া বুক ও পিঠ পরীক্ষা করিয়া বগলে থার্ম্মোমিটার দিবার ব্যবস্থা করিল। থার্ম্মোমিটারে তাপ উঠিল প্রায় ১০৪° ডিগ্রী।

নবম পরিচ্ছেদ

তারপর সে ইন্‌জেক্‌সান করিয়া বাহিরে আসিল। রোগীর পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রণবের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শেষরাত্রি হইতে সরমার অবস্থা ক্রমেই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইল। প্রণবের আহারাদির ব্যবস্থা একজন পাড়াপ্রতিবেশী করিলেন। সে রাত্রে প্রণবের ভালরূপ নিদ্রা হইল না। ম্যালেরিয়ার ভয়ে পাঁচগ্রেণ কুইনাইন খাইয়া লইল। তাহার ঘরে জ্ঞাতি ভায়েদের দুই একজন রহিল। ঔষধ ও ইন্‌জেক্‌সনের যন্ত্রপাতি থাকায় এবং প্রয়োজন মত ঔষধের অভাব না হওয়ায় চিকিৎসার অসুবিধা হইল না।

পরদিন সকালে জ্বরের উত্তাপ কমিয়া গেল বটে, কিন্তু উপসর্গগুলি কিছু কিছু রহিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে সরমা প্রলাপ বকিতে থাকে। বলে—'কখন কলেজে যাবে, এখনও তোমার খাওয়া হয়নি—একা মানুষ' আবার চুপ করিয়া গোঁয়াইতে থাকে। খানিক পরে বলে—'বাবাকে খবর দেবার দরকার নেই, সেই বিয়ে দিয়ে অবধি খোঁজ নেয়না। তুমি বসো, আমার কাছে বসো।' একটু চুপ করিয়া ঝুঁকিয়া ওঠে। বলে—'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ওঁর সঙ্গে যাবো। ছেড়ে দাও বল্‌ছি—উনি আমায় ডাকছেন—' দুই একজন তাহাকে ধরিয়া রাখে।

খানিক পরে একটি ট্যাব্‌লেট খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। মাথায় অডিকলোন দেওয়া, জলপটি ও পাখার বাতাস চলিতে থাকে। মাথা ধোয়াইয়াও দিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রণব কলিকাতায় যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেও যাইতে পারে না। শেষে একজনকে ষ্টেশনে পাঠানো হইল। সে টেলিগ্রাম করিয়া দিল—'প্রণববাবু দুই একদিন পরে কলিকাতায় যাইতেছেন।'

দশম পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে দুইদিন চলিয়া গেল। সকালে সরমার জীবনের বিপন্নতা কাটিল। প্রণবকে দেখিয়া সরমা মাথায় ঘোম্‌টা টানিতে থাকে। এ কয়দিন একেবারে বেহুঁস ছিল। প্রণব জিজ্ঞাসা করে—'কেমন আছেন?' সরমা কথা বলে না। 'একটু সুস্থ বোধ করেছেন কি?...' তবুও উত্তর দেয় না, ঘোম্‌টা দেয়। একজন জ্ঞাতি ভাই বলিল 'ওঁকে চিনতে পারছেন? কলকাতা থেকে এসেছেন।' খুব আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া তাহার কাণের কাছে বলিল,—'প্রণবডাক্তার না?—' সে বলিল—'হাঁ।' সরমা বলিল—'ওঁর বিয়েতে তো আমরা গিয়েছিলাম। ওঁকে খুব জানি।' প্রণব বলিল 'তবে আমাকে দেখে এত লজ্জা কর্‌ছেন কেন?' সরমা চুপ করিয়া থাকে। রমানাথের জ্ঞাতি ভাই মণীন্দ্র সরমার কাছে বসিয়াছিল। সে বলিল 'বউদি'! ওঁকে দেখে লজ্জা করলে কি হয়? উনি যে আমাদের আপনার জন।' প্রণব বলিল—'আমাকে দেখে আপনার লজ্জা কর্‌বার কিছু নেই, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন।' সরমা মৃদুস্বরে বলিল—'কোন কষ্ট হচ্ছে না, ভাল বোধ করছি, মণি! ওঁর খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো?' '—ওঁর জন্যে ভেবোনা বউদি, আমরা সব ব্যবস্থা করেছি—' মণীন্দ্রের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সরমা ধীরে ধীরে পাশ ফিরিল এবং মণীন্দ্রের স্ত্রীর কোলে হাতখানি রাখিল। তারপর মণীন্দ্রের স্ত্রীকে বলিল—'হ্যাঁ, বউ তোরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর্‌গে যা, এখন এখানে বসে থাক্‌লে তো হবে না। আমি

একটু ঘুমোই—' মণীন্দ্রের স্ত্রী একটু পরে চলিয়া গেল। সরমা ঘুমাইয়া পড়িল।

দুপুর বেলায় জ্ঞাতি ভায়েরা একত্র হইল। প্রণবের সহিত তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। শেষে প্রণব বলিল 'ওঁর ভরণপোষণের ভার আমি নিতে পারি।' তাহারা বলিল 'তা হ'লে বড় ভাল হয়।' পরার্থপরস্বভাব প্রণবের আছে, বিপুল প্রাণাদর্শের দৃষ্টির ব্যতিক্রম হয় না। জ্ঞাতিরা বোধ হয় ভাবিয়াছিল, সরমা চলিয়া গেলে তাহাদেরও গলার কাঁটা নামিয়া যাইবে। প্রণব স্থির করিল সরমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে—শুধু জ্ঞাতিরা নয়, যে সকল পাড়াপ্রতিবেশী উপস্থিত ছিল, তাঁহাদেরও সেই ইচ্ছা।

অধ্যাপক রমানাথ একটি দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এই বিবাহ রমানাথের স্বেচ্ছাকৃত। ভদ্রলোক সেরূপ সঙ্গতিপন্ন নহেন যে, কন্যার ভরণপোষণের ভার লইতে পারেন। তিনি এলাহাবাদে সপরিবারে থাকেন, কোন এক দেশীয় লোকের কারবার তাঁহাকে দেখিতে হয়। মেয়েকে বিবাহ দিয়া অবধি আর কোন খোঁজখবর রাখিবার চেষ্টাও করিলেন না। বোধ হয় মেয়েটী বিবাহের পূর্ব্বাবধি তাঁহার গলগ্রহ হইয়াছিল, বিবাহ দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। পিতার এই রকম ব্যবহার মেয়ের প্রাণে আঘাত দিল। তাই অভিমানও সরমার ভিতর বিশেষ প্রকাশ পাইল। এ বিপদেও পিতামাতাকে কোন খবর দেওয়া সরমা প্রয়োজন বোধ করিল না। শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া সে সংসারে গ্রহ উপগ্রহ বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় তাহাদিগকে পায় নাই

পাইয়াছে স্বামীর প্রেমের প্রাচুর্য্য, স্বামীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে হারাইল তাহার জীবনের যাহা কিছু সুন্দর।

সারাদিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সরমার কাছেই কাটিতে থাকে, প্রণব বাহিরে বেড়াইতে যায় না এবং সরমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা করে ও বুঝায়। শেষে সরমার নারীসুলভ সহজাত লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায়। আপন মনে বলিতে থাকে— 'ইনি তো পর পুরুষ নন, পরমাত্মীয়।' সম্পূর্ণ অসহায় নারী রোগ-শয্যায় শুইয়া কত কথাই ভাবে। অশ্রু সংযত হয় না। শেষে সে বলিতে থাকে 'গরীবের মেয়ে আমি। স্বামী চলে গেলেন। মা বাপ আমাকে পায়ে ঠেলেছেন, আমার মত হতভাগিনী আর কেউ সংসারে নেই।' প্রণব বলিল 'চুপ করুন, অসুখ বেড়ে যাবে।'

প্রণবের মনে হইল এই অসহায়া রমণীর প্রতি চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষুদ্রতা ও হীনতার ভাব প্রকাশ করা হইতেছে। টাকা-কড়ি ও সম্পত্তি বলিতে যাহা কিছু আছে, এইসব সুযোগবাদী আত্মীয়স্বজন আত্মসাৎ করিবে, নির্য্যাতন করিবে। শেষে ইহাকে রাজপথে শূন্য হস্তে দাঁড়াইতে হইবে।

সরমার ভাবী জীবনের সম্বন্ধে ভাবিয়া প্রণব ব্যথিত হইল। তাহার দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না, সহৃদয় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিল—'কিছু ভাব্বেন না।' সরমা কোন কথা বলিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ক্ষীণ স্বরে বলিল—'অনেক ভাব্বার আছে। মরতে পারলে বেঁচে যাই। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ী, আপনাকে আর কি বলব।' দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। শেষে আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতে থাকে। নম্রভাবে প্রণব বলিল—'যতদিন আমি আছি, ভাবনা হবে না।'

মণীন্দ্র পার্শ্বে বসিয়াছিল। তাহাকে সরমা বলিল—'মণি! ওঁকে বুঝিয়ে বল, তা কি হয়।'

প্রণব শুনিতে পাইল। বলিল—'কেন হবে না বলুন?'

'—আপনিও তো সংসারী, কতদিক দেখবেন।' সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সরমা চুপ করিল। প্রণব বুঝাইতে লাগিল। শেষে সরমা বলিল—'আপনার স্ত্রী হয় তো আপত্তি কর্‌বেন।'

প্রণব বলিল, 'সে ভাবনা আমার, আপনার তা দেখ্‌বার দরকার নেই—'

মণীন্দ্র বলিল 'বউদি! উনি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমরাও ভেবে দেখ্‌লাম কল্‌কাতায় যাওয়া তোমার দরকার, এখানে থাক্‌লে কষ্টভোগ করতে হবে। তোমার সেবা শুশ্রূষা ঠিক মত হবে না।' সরমা অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল 'মণি! তোরাও কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাস্—' মণি বলিল 'তুমি আমাদের ভুল বুঝ না বউদি, তোমার ভালোর জন্যেই বল্‌ছি। আমরা তোমাকে তাড়াবো কেন? থাকো না, কিন্তু তোমার সেবা শুশ্রূষা বা যত্ন আদর হয়তো তেমন হবে না। তখন তো তুমি বল্‌বে বউদি, মণি, তোরাও এমনি ব্যবহার কর্‌লি। ইনি বড়লোক। এঁর আশ্রয়ে থাক্‌লে সুখেই থাক্‌বে।' সরমা কোন কথা বলিল না। প্রণব বলিল—'কল্‌কাতায় যে বাসাটী রমানাথ রেখে গেছে, সেই বাসাটীতে এখন গিয়ে থাকুন—তারপর কি করা যাবে, ভেবে ঠিক করে নেবো।' সরমা বলিল 'সত্যি আপনি মহৎ উদার, আমার এ দুরবস্থায় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌তে। পৃথিবীতে আমার মত সর্ব্বহারা কে আছে!—'

'—একদিন আমিও ছিলাম, আজ আমার উদীয়মান সুখ সৌভাগ্যের পথে দাঁড়িয়ে যখন অতীতের দিকে চোখ ফেরাই, দু' চোখ জলে ভরে ওঠে।'

মণীন্দ্র বিস্মিত হইয়া প্রণবকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কি খুব গরীবের ছেলে ?'

'—শুধু গরীবের ছেলে নয়, একেবারে সর্ব্বহারা। আপনার দাদা সব জান্‌তেন আমার জীবনের ইতিহাস—' তারপর প্রণব তাহার অতীত জীবনের ইতিহাস বলিল। উপসংহারে বলিল—'গরীব হয়ে জন্মানো একটা মস্ত বড় অভিশাপ।' মণীন্দ্র বলিল 'পৃথিবীতে গরীবের ভাগ কি বেশী ?—' প্রণব বলিল—'নিশ্চয়ই, এদের রক্ত শোষণ করে মুষ্টিমেয় ধনিকের বিলাসিতা আর আমোদ প্রমোদ চলেছে, অথচ এরাই দুর্ব্বল—'

'—এদের সম্বন্ধে কেউ ভাবে না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আপনার মত ব্যক্তিরও এ সংসারে আবির্ভাব হয় যারা গরীবের জন্যে, সর্ব্বহারাদের জন্যে ভাবে আর কাঁদে, প্রতীকারের চেষ্টা করে—'

'—নিজেও ছিলাম সর্ব্বহারাদের দলে। আজ ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে যে আনন্দ পেয়েছি, একে নিতে পার্‌ছি নে। যারা এই মুহূর্ত্তে খাওয়ার একটু নুন পর্য্যন্ত যোগাড় কর্‌তে পার্‌ছে না, আমার মনপ্রাণ যে তাদের ভুলে থাক্‌তে পারে না—' পাড়া প্রতিবেশী দুলাল চন্দ্র কথাবার্ত্তার ভিতর আসিয়াছিল এবং বসিয়া বসিয়া প্রণবের কথা শুনিতেছিল। শেষে সে প্রশ্ন করিল—'আচ্ছা, দেশের তো এত নেতা আছে, এরা কি গরীবের কথা ভাবে না ?—' প্রণব বলিল—'এরা কি জানেন বড় বড় কথা বলে, নানা মন্তব্য দিয়ে সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়ে তোলে—এক একটি নেতা এক একটি সংবাদ পত্রের

উপর ভর করে clichque সৃষ্টি করে—সেই সংবাদপত্র দিনের পর দিন গলাবাজি করে আর তাকে মস্ত বড় করে তোলে। পশ্চাতে প্রায়ই থাকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য, আসলে নেতাদের দ্বারা কোন কাজ হয় না, কেবল সংবাদপত্রের বিক্রী সংখ্যা বেড়ে যায়। হয়তো দেশের দুঃখ দুর্দ্দশায় তথাকথিত নেতাদের প্রাণটা প্রথম কাঁদে, পরে কিন্তু নেতৃত্ব পয়সা রোজগারেই পরিণত হয়। দেশ অনাহারে আর দারিদ্র্যেই মরে যায়। এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বাঙ্‌লায় রোজই প্রত্যক্ষ কর্‌ছি নেতাদের স্বরূপ আর সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জোলো স্বভাব। আর চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষুধার জ্বালা! এরা যদি প্রকৃত মানুষ হোতো, তা হলে দেশ কবে স্বাধীন হোতো।'

'—তবে কি পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশা, অন্যায় ও অমঙ্গল দূর হবে না?'

'—খুব শক্ত প্রশ্নই কর্‌লেন। যতদিন পৃথিবীর কোন একটা কোণে একটি অন্তরও দুঃখ দীর্ণ হয়ে থাক্‌বে ততদিন কল্যাণকামী মানবাত্মা কোন শান্তি পাবে না। অবশ্য ব্যক্তিগত দুয়েকটি জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করা যেতে পারে কিন্তু সমগ্রজাতি তৈরী না হলেও দরিদ্র সমাজের উন্নতি করা যায় না। ওর প্রতিকার একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। তার ওপর যে যুগ চলেছে, সে যুগের অধিকাংশ মানুষ ভণ্ডামি, মিথ্যা ও অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিচ্ছে., দরিদ্রের জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সে সব প্রতিষ্ঠানে দরিদ্রের স্থান হয় না অথচ বড় বড় জায়গা থেকে মোটা মোটা চাঁদা তোলা হয় দরিদ্রের রক্ত শোষণ করা হয়—দরিদ্রই স্থান পায় না—এই তো বর্ত্তমান সভ্যতা!'

তারপর অনেক কথাই উঠিল—হিন্দু মুসলমানের বিবাদ, কংগ্রেস, যুদ্ধ, গভর্ণমেণ্ট—প্রত্যেকটি লইয়া আলোচনা চলিল। শেষে দুলালচন্দ্র

বলিল 'মণি! আমাদের তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরে পড়াই ভালো। শেষে বেঘোরে প্রাণটা হারাতে হবে।' কিয়ৎক্ষণ পরে পাড়ার মেয়েরা দেখিতে আসিল। সকলে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। সরমা সকলকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,'আমাকে তিনি রেখে গেলেন। আমি যদি আগে চলে যেতাম—'

পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা হইল। দুলাল বলিল 'চৌধুরী বাড়ীর পাল্কী ঠিক করা হয়েছে। পাল্কিটা বেশ বড় আর মজবুত, কোন কষ্ট হবে না।' সরমার নির্দ্দেশমত মণীন্দ্র ও প্রণব জিনিষপত্র, বিছানা, গহনার বাক্স, দলিল পত্র এবং টাকাকড়ি গুছাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এই সব কাজ করিয়া লইতে হইল। পরদিন দুপুর বেলায় মালপত্রগুলি গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া প্রণব তাহাতে উঠিয়া ষ্টেসনে যাত্রা করিতে উদ্যত হইল।

গৃহ হইতে বিদায়ের সময়ে সরমা অশ্রুভারাক্রান্তা, পাড়ার মেয়েরা তাহাকে বিদায় দিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল। সে করুণ দৃশ্য বর্ণনাতীত! সরমা সকলের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল 'স্বামী এসেছিলেন গ্রামের উন্নতি কর্‌তে; শেষে এই পরিণাম! জন্মের মত চল্‌লাম। যে ভিটেয় এসে স্বামীকে হারালাম সে ভিটের মুখ যেন আর আমাকে দেখ্‌তে না হয়।' রমানাথের এক সম্পর্কীয় ভ্রাতৃবধূ বলিল 'ও কি অলক্ষুণে কথা বলো দিদিমণি। যা হবার তা হয়েছে, তা বলে শ্বশুরের ভিটেয় আস্‌বে না কেন! সময় ও সুযোগ পেলে এস, আমরা রয়েছি, এলে কোন অসুবিধে হবে না।'

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সরমা চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া পাল্কীতে উঠিল। ষ্টেসনে আসিয়া প্রণব

দশম পরিচ্ছেদ

একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ করা কম্পার্টমেণ্টে সরমাকে লইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল।

ট্রেণে উঠিয়া সরমা দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। প্রণব 'গ্লুকোজ' তৈয়ারী করিয়া সরমাকে পান করিতে দিল। সরমা পান করিয়া বলিল—'আপনি যে আমাকে এত যত্ন কর্‌ছেন কেন বুঝতে পারি নে। এ সংসার, এ পৃথিবী আমার ভালো লাগ্‌ছে না। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ? আর ওষুধ খাওয়াবেন না, মর্‌তে দিন।'

'—তা বলে তো ইচ্ছে করে আপনাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে পারি নে—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ '

'ঐ সূর্য্য পশ্চিম দিকে যেমন করে ডুবে যাচ্ছে অম্‌নি করে আমার জীবন ডুবে যায় যদি, তা হলে কত শান্তি—কত তৃপ্তি—' উত্তেজনার বশেই সরমা বলিল। প্রণব দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া বলিল 'চুপ করে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন, কল্‌কাতায় পৌছুতে এখনও অনেক দেরী।'

'—আমার যে ঘুম আস্‌ছেনা—'কাতরকণ্ঠে সরমা বলিল। প্রণব প্রাণে ব্যথা পাইল। ট্রেণ দ্রুতবেগে চলিতেছিল। ট্রেণের ভিতর পাখা ঘুরিতেছিল। সরমা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। প্রণব জানালার কাছটীতে বসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অবর্ণনীয় অবসাদে যাহার হৃদয় পীড়িত হইয়াছিল তাহাকে যখন বাসায় আনা হইল, তখন বাসার ভিতরের চতুর্দ্দিক অগোছালো। চাবি খুলিয়া প্রণব সরমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে শয়ন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সরমা কোন কথা বলিতে পারিল না, মেঝের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রণব কি করিবে ঠিক পায় না, শেষে বলে---'ছি কাঁদ্‌তে আছে কি! বুঝেও বুঝছেন না, এতে আবার অসুখ বাড়তে পারে—'

'একা কি করে থাক্‌ব এই অগোছালো সংসার কেমন করে গুছিয়ে তুল্‌বো—'

'গুছিয়ে দেবার ভার আমারই রইলো, ভাবনা কি?'

'—আজ রাত্রে আপনার না গেলেই ভালো হয়—'

'—সেকি হয়, ও দিকে রোগী পত্তর সব ফিরে যাচ্ছে পসার যে মাটি হয়ে যাবে—'

'—আজ থাকুন—' সরমার কাতরোক্তি প্রণবের প্রাণে ব্যথা দিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ।

এই তরুণীর সহিত একত্র রাত্রি যাপন অশোভন বলিয়া প্রণব মনে করিল কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। রামনগরে সরমা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছিল, এখানে কেহ নাই। যদি সে চলিয়া যায়, হয়তো সরমা মনের দুঃখে আত্মহত্যাও করিতে পারে অথবা সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে হার্টফেল করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। নিজের বাসায় লইয়া গিয়া কোথায় রাখিবে? লইয়া গেলেও স্ত্রী অশোকা হয়তো

ক্রুদ্ধা হইতে পারে। নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। রমানাথ একটি অন্ধকার গলিতে বাসা করিয়াছিল। ছোট বাড়ীর উপরে রমানাথ সস্ত্রীক থাকিত, নীচে থাকিত একটি ছোট পরিবার।

উহারা দেশে চলিয়া যাইবার সময় নীচে যে ভাড়াটিয়া ছিল, সে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বাড়ীটার ভিতর বর্ত্তমানে কেহ নাই। প্রণব বিশেষ চিন্তিত হইল। সম্পূর্ণ বাড়ীটার মধ্যে একটি অসহায়া তরুণীকে রাখিয়া চলিয়া যাওয়াও প্রণবের পক্ষে বিবেক বিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। কতদিন এই বাসায় প্রণব আসিয়াছে। তখন রমানাথ ছিল। সরমা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা হইয়া আসিত, জলখাবার দিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। সরমার কণ্ঠস্বর শোনা যাইত না। বিবাহের দিনও স্বামী-স্ত্রী খুব পরিশ্রম করিয়াছে। আজ সেই সরমা তাহাকে লতার মত বেষ্টিত করিয়া ফেলিতেছে—একি বিপর্য্যয়! অবশেষে প্রণব বলিল—'আমার ডাক্তারখানায় একবার টেলিফোন করে দিই. আপনার জন্যে ঝি চাকর আন্‌বার ব্যবস্থা করি—'

উত্তেজিত হইয়া সরমা বলিল 'না, না, টেলিফোন কর্‌তে হবে না, চাকর বা ঝিয়ের কোন দরকার নেই আজ্‌কে—কাল বরং বালিগঞ্জে সকালে যাবেন, যা হয় ব্যবস্থা কর্‌বেন'খন—'

—'আপনার ঝি ছিল না?'

—'ছিল। যাবার সময় তাকে আমরা জবাব দিয়ে গেছি, ভেবেছিলাম মাসখানেকের ওপর অন্ততঃ দেশে থাক্‌বো, ঝিয়ের মাইনে কেন টানি?'

'—তার বাসা কোথায়?'

'—তাওতো জানিনে, তিনি জান্‌তেন—'

'—আপনার জন্যে দুধের ব্যবস্থা করতে হবে 'হর্লিকস্' নিকটের দোকান থেকে নিয়ে আসি—

'—আপনার খাওয়ার তো ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার জন্যে একটু চা তৈরী করবার ব্যবস্থা করি, ষ্টোভ জ্বেলেই করে দিই—'

'—না, না, দুর্ব্বল শরীরে আপনার কিছু করতে হবে না। 'হর্লিক্স' আনতে যাচ্ছি তো, ঐসঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে আসবো'খন—'

'—বেশ তাই করুন—'

প্রণব সরমাকে একাকী অবস্থায় রাখিয়া বাহিরে আসিয়া নিজের ডাক্তারখানায় টেলিফোন করিল। কম্পাউণ্ডার ফোন ধরিল। প্রণব ফোনে বলিতে লাগিল 'কল্কাতায় কিছুক্ষণ হোলো এসেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসে আটকে পড়েছি, বন্ধুর স্ত্রীর অসুখ, তাকে নিয়ে তাদের বাসায় এসে দেখ্‌লুম ঝি চাকর নেই, তুমি আমার মোটরে ডিসপেন্‌সরির একটি লোক, তার সঙ্গে পারোতো একটা ঝি যোগাড় করে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও, আর ওপরে খবর দাও বাসায় গিয়ে খাবো। ঠিকানাটা লিখে নাও, হ্যাঁ, ভালো কথা, হ্যালো, একটা হর্লিক্স আর কিছু ফল ঐ সঙ্গে পাঠাতে ভুলো না—'

কম্পাউণ্ডার ঠিকানা লিখিয়া লইল এবং টেলিফোনে বাসার দিক ও পথ জানিয়া লইল। উপরে অশোকার নিকট খবর গেল।

অশোকা বলিল 'সমীর! আজ তা হ'লে যাও, Don't mind any thing.' সমীর উঠিয়া অশোকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সরমা একাকী বসিয়া কাঁদিতেছিল। প্রণব ঘরে ঢুকিল। সরমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল 'চা খেয়েছেন?' প্রণব 'হাঁ' বলিয়া একখানি চেয়ারে বসিল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'অমন করে যদি কাঁদেন, তাহ্লে আপনার কোন ব্যবস্থা করাই আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।' সরমার মুখখানি রাঙা হইয়া গিয়াছে। প্রণব বলিল—'ভাব্ছি, কাল ইন্সিওর অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করব ইন্সিওরের টাকার জন্যে তবু তো তিন হাজার টাকা আপনার হাতে আস্বে—'

—'ও সব কিছু ভাবি নে—যা হয় কর্বেন—'

'—আচ্ছা আপনাকে একেলা এবাড়ীতে না রেখে যদি আপনার মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই, আর মাসে মাসে খরচ পাঠাই তা হ'লে তো আপত্তি হবে না?—'

'—কিন্তু—' আর বলিতে পারিল না। সরমা কাঁদিতে লাগিল।

'—কাঁদ্ছেন কেন? আমি তো পিছনে রইলাম আপনাকে সাহায্য কর্বার জন্যে—'

'—জানেন, আমি কতখানি অভিমানিনী। বহুকাল বাপমা আমার খোঁজ করেন না, সেখানে কেন যাব? হলেনই বা তাঁরা গুরুজন মাবাপ, এর চেয়ে বরং রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে মেগে খাবো, না হয়, না খেয়েই মর্ব। যদি আমাকে গলগ্রহ মনে হয়ে থাকে, কোন সাহায্য না করাই ভালো। যা বরাতে আছে, তাই হবে—'

সরমার তেজস্বিতা প্রণবকে হতবাক্ করিল। শেষে বুঝিল গভীর মনোবেদনায় একথা সরমা বলিয়াছে। বলিল 'বেশ

আপনার জন্যে ঝি চাকরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তা হলে এ বাড়ীতে থাকতে পারবেন তো ?—'

'—তা পারব আপনার রোজ একবার করে আমার কাছে আসতে হবে, বলুন আসবেন ?' এই বলিয়া সরমা কাতরোক্তি করিল।

'—রোজ আসা কি সম্ভব হবে ? ডাক্তার আমি, বুঝেছেন তো ? কখন কোন্ সময়ে call আসবে তারও ঠিক নেই। আর আপনারা থাকেন উত্তর কলকাতায়, আমরা থাকি বালিগঞ্জে—'

'—বালিগঞ্জে কোন রকম সুবিধে হয় না ?—'

'—দেখি কি করতে পারি—'

প্রণব গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। তাহার কালো উজ্জ্বল চোখ দুইটী সরমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। ঝি ও চাকর লইয়া বালিগঞ্জ হইতে প্রায় একঘণ্টা পরে প্রণবের কম্পাউণ্ডার আসিল, হাতে কিছু ফল ও হর্লিকস্।

ঝি ও চাকরকে প্রণব বলিল—'তোমরা আজ থেকে এখানে থাকবে। ঘর দোর সব পরিষ্কার করে ফেলো। মাইনে আমার কাছ থেকেই তোমরা পাবে,—ভাববার কিছু নেই।' তাহারা কাজে লাগিয়া গেল। প্রণব সরমাকে বলিল—'তা হলে এবার আমাকে বিদায় দিন। কাল আসবো। রাত্রিতে ফল ও হর্লিকস্ খাবেন, আর কিছু খাবার দরকার নেই। যে ক'দিন অশৌচ আছে, সে ক'দিন শুধু ফল আর দুধ খেয়ে কাটিয়ে দিলে ভাল হয়। কারণ হবিষ্যি করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়, অসুখ করতে পারে—বিশেষতঃ পেটটা খারাপ হবে।'

'—এখনও প্রায় একমাস, ফল আর দুধে তো বেশী খরচ হবে—'

'তা হোক, সে খরচ আমি বহন করব—', এই কথা বলিয়া প্রণব ঝি ও চাকরকে ঐ রাত্রিতে হোটেলে খাইবার জন্য একটা টাকা দিল। বিদায় লইবার সময় সরমা কাঁদিতে লাগিল। অতিকষ্টে বলিল—'আজ রাত্রে থাক্‌বার জন্যে এত করে আপনাকে বল্‌লাম—'

'—থাকবার জো নেই, নতুবা আপত্তি ছিল না। এরা রইলো, আপনার ভাব্‌বার কিছু নেই—' তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া প্রণব রমানাথের বাসা ত্যাগ করিল।

রাত্রি সাড়ে এগারটা। প্রণব নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অশোকা দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—'তুমি যে বাড়ী আসবার নামটী করো না। কি ব্যাপার বলো তো ?—'

হাসিতে হাসিতে প্রণব বলিল 'নেই বলে বড্ডো কষ্ট হচ্ছিল ?—না ?'

'—Oh you are going to spoil my temper—খুব যে রসিক হয়েছ দেখ্‌ছি—' প্রণব স্ত্রীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিতে গেল, অশোকা বলিল—'থাক্ এখন, এস পীয়তাং ভুজ্যতাম্।' প্রণব হাসিতে হাসিতে বাথরুমে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া প্রণব শয়ন করিল। অশোকা বলিল—'তোমার বন্ধু আর বান্ধবী সেরেছেন ?'

'—বন্ধু জন্মের মত চলে গেছেন, তাঁর স্ত্রীকে কোনমতে সারিয়ে নিয়ে কল্‌কাতায় এসেছি। বন্ধুর স্ত্রীর আপনার বল্‌তে কেউ নেই—'

'—Very sad no doubt—বন্ধুটির কি হয়েছিল ?—'

'—শুন্‌লাম ম্যালেরিয়ার সঙ্গে শেষে মেনিন্‌জাইটিস্‌ দেখা দিল, তাতেই—'

কথায় বাধা দিয়া অশোকা বলিল—'শুন্‌লে মানে—'

'—আমি তো চিকিৎসা করিনি, আমার সঙ্গে বন্ধুরও দেখা হয়নি—যখন গিয়েছি, বন্ধুর দেহ পোড়ানো হয়ে গেছে—' বলিয়া প্রণব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

'—তাহলে দেখা হয়নি ?—'

'—একটু চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া অশোকা বলিল—আজ রাত্তিরটাও ওখানে থাক্‌লে হোতো না—'

'—মেয়েদের ওপর একটু সম্ভ্রম রেখে কথা বলাই ভালো—তুমিও তো বুবু মেয়েছেলে !

'—তাই নাকি' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অশোকা হাসিয়া উঠিল। প্রণব এই হাসির অর্থ বুঝিল না।

খানিক পরে অশোকা বলিল 'তুমি কোন ভদ্রলোককে আসতে বলেছিলে ? যেদিন চলে গেলে না ? সেদিন সে এসে হাজির হয়েছিল। তাকে নেমন্তন্ন করেছ, সে তোমাকে গান শোনাবে সন্ধ্যের সময়, এত কথা হয়েছে তোমাদের মধ্যে—আমাকে বল্‌তে হয়।'

'—কে ? সমীরবাবু এসেছিল বুঝি ? হ্যাঁ, তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। তারপর—'

'—তারপর আর কি সে যেমন এলো তেম্নিভাবেই চলে গেল তোমাকে না পেয়ে—'

'—তুমি তাকে যত্নখাতির কর্‌লে না ?—'

'—তুমি নেই, কি করে সম্ভব—'

'—ভদ্রতা জ্ঞানটাও কি হারিয়েছ বুবু! ও তো তোমার অপরিচিত নয়, এক সঙ্গে কলেজে পড়েছ—'

'—কি ভাব্‌বে শেষে, এখন তো আমি বিবাহিতা। তোমার মত না নিয়ে তো কোন কাজ কর্‌তে পারি নে।—'

'—আমার ঝঞ্ঝাট মিট্‌লে একদিন ভদ্রলোককে আবার নেমন্তন্ন কর্‌ব। অত্যন্ত দুঃখিত যে সমীরবাবু এসে ফিরে গেছেন।'

অশোকা প্রণবের দিকে তাকাইয়া একটুখানি হাসিল। আনন্দের বেষ্টনের মধ্যে স্বামী স্ত্রী শয়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রায় দুই সপ্তাহ হইয়া গেল সমীরের দেখা নাই। ক্রমেই অশোকার মন মেজাজ খারাপ হইতে থাকে। বৈকালে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াও তাহাকে লেকে খুঁজিয়া পায় না। এদিকে স্বামী প্রণবও বন্ধু পত্নীর বাসায় প্রত্যহ আনাগোনা করিতেছে। অশোকা নিজেকে সকল রকমে নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে করে। অবসাদ তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সামান্য কথাতেই প্রণবের উপর সে বিরক্ত হয়। প্রণব অর্থ খুঁজিয়া পায় না। মনের মত করিয়া কথা বলিতে যায়, অশোকা অনেক সময়ে ভ্রূকুঞ্চিত কুটিল দৃষ্টি দিয়া কড়াভাবে জবাব দেয়।

প্রণব বলে—'বুবু! আজকাল এত খিট্‌খিটে হচ্ছ কেন বলো তো?—' অশোকা উত্তর দেয় 'তোমার কাজকর্ম্মে মোটেই মন নেই, এতে কার না রাগ হয় বলো তো? সংসারের দিকে একেবারে নজর দাও না।'

'—আহা, সত্যিই তো!' প্রণব হাসিয়া উঠে। অশোকা রাগিয়া যায়। বলে 'তোমার হাসির কোন মানে হয় না।' প্রণব মুখখানি কাঁচুমাচু করে। মনের নির্জ্জনস্তরে যে ইচ্ছা নিরুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে তাহাকে প্রণব কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাই স্ত্রীর আচরণ দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, অথচ সমীরও আসিতেছে না। অশোকা ভাবিল 'আচ্ছা লোক তো? সেই গেল আর এল না, একটা খবরও দিল না।' একদিন প্রণব সকালে অশোকাকে

বলিল 'বুবু! এক জায়গায় যাবে?' 'কোথায়?' বলিয়া এমন-ভাবে অশোকা উত্তর দিল যে প্রণব স্ত্রীর সহিত রঙ্গরস করিয়া মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল না। সোজাসুজি বলিল 'সমীরকে আজ সন্ধ্যেয় আস্‌বার জন্যে নেমন্তন্ন করে আসি চলো। ওর গান শুন্‌তে হবে।' অশোকা বলিল—'সেইটি সরলভাবে বল্‌লেই তো পারো।'

দুইজনে মোটরে উঠিয়া সমীরের বাড়ীর দিকে চলিল। নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া অবধি অশোকা যে পর্দায় এতদিন মেজাজটা তুলিয়াছিলা তাহা হইতে অনেকটা নীচুতে আনিল। সন্ধ্যার সময়ে সমীর আসিল। অশোকা এবং প্রণব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। প্রণব সমীরকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ড্রয়িং রুমে বসাইল। বলিল—'আমি ভারি লজ্জিত, সেদিন এসে ফিরে গেছেন। বাইরে যেতে হয়েছিল বন্ধুর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে। বন্ধু মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রীকে চিকিৎসা করে কোনরকমে বাঁচিয়ে কল্‌কাতায় এনেছি। তাঁর দেখাশুনার ভার আমাকে নিতে হয়েছে, সেজন্য আরও বিব্রত—'

'—বন্ধুটি কি কর্‌তেন?'

'—তিনি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন—'

'—বড়ই দুঃখের বিষয়।' বলিয়া সমীর কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিল। অশোকা বলিল 'চায়ের পর গান চলুক না কেন, কি বলো সমীর?'

সমীর বলিল—'বেশ তো, as you please—' সমীর ও প্রণবকে অশোকা চা দিল এবং প্লেটে করিয়া সিঙাড়া, সন্দেশ, গজা, হিংএর কচুরি, ঝুরিভাজা ও লবঙ্গলতিকা দিল। সমীর বলিল—তুমি বস্‌লে

না ?' অশোকা বলিল—'আমার পরে হবে'খন—' জলযোগের পর গান আরম্ভ হইল। এসরাজটা বাঁধিবার জন্য সমীর অশোকাকে বলিল—'হারমোনিয়ামের 'ডি' স্কেলে সুর দাও দেখি।' তারপর সুর বাঁধিয়া লইয়া সমীর গান আরম্ভ করিল—

'সন্ধ্যা আলোর কুসুম তুমি বিজন বনে এলে'

গান চলিতে লাগিল। সেই সময়ে ডাক্তারখানা হইতে খবর আসিল একটি রোগীর অবস্থা শোচনীয়, এখনই 'Call'এ যাইতে হইবে। প্রণব বলিল—'বলো গে, ডাক্তারবাবু 'Call'এ বেরিয়ে গেছেন—' দশ পনরো মিনিট পরে আবার টেলিফোনে ডাকিল। এবার প্রণব চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল—'আমাকে বেরোতে হবে—অনুপায়।' সমীর বলিল—'তাহলে আমিও উঠি।' প্রণব বলিল—'মধ্যে মধ্যে আসবেন।' '—এবার আমার পরীক্ষা,—আসাই মুস্কিল, তবে চেষ্টা করব।'

অশোকা বিশেষ কিছু বলিল না। তাহার মনোজগতের ভিতর কোথায় কিরূপ আলোছায়ার খেলা চলিতেছিল তাহা বাহিরে অস্পষ্ট রহিয়া গেল। সমীর চলিয়া গেলে প্রায় এক ঘণ্টার পর প্রণব আসিল। অশোকাকে বলিল—'কেসটা খুব খারাপ। আর বেশীক্ষণ বোধ হয় নেই।' অশোকা জিজ্ঞাসা করিল—'মেয়ে না পুরুষ ?' 'পুরুষ—বয়স বেশী নয়। ম্যাট্রিক-ক্লাসে পড়ছে শুনলাম। মা বাপের কি কান্না!' অশোকা সমবেদনা প্রকাশ করিল।

বলিল—'এই সব youngman দেশের কত আশা ভরসা। এদের premature death বড়ই প্রাণে কষ্ট দেয়।' অশোকা প্রণবের সহিত কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বের মত উগ্রতা দেখাইল না—বেশ সংযতভাব, মনের কোথাও উত্তেজনা নাই বলিয়া বাহির

হইতে অনুভব হইল। মুখ চোখের ভাবভঙ্গীও সরল। অশোকা বলিল—'ডাক্তার! তোমাদের বিজ্ঞান কি জগতের দৈহিক ব্যাধি দূর করতে পারলো? মানুষ কি তোমরা বাঁচাতে পারছ? —বহুদিন আগে আমাকে বলেছিলে, বোধ হয় স্মরণ আছে—দৈহিক ব্যাধি দূর করতে পারলে মনের ব্যাধি দূর হবে। দেহ থকেলে তো তবে মন? এই যে ছেলেটা মর্‌তে চলেছে, তোমরা সব ডাক্তার মিলে কিছুই করতে পারলে না?—এই তো তোমাদের বিদ্যে।' প্রণব বলিল—'আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। তুমি বিশ্বাস করো বুবু, এ পৃথিবীতে এমন একদিন আস্‌বে যেদিন মানুষ মরবে না,—বিজ্ঞান তারই চেষ্টা করছে।'

অশোকা হাসিল। বলিল—'তোমার স্বপ্নবিলাসী মন কল্পনা নিয়েই থাকুক, সেদিন আর পৃথিবীতে আসবে না।'

প্রণব বলিল—'তুমি কি বলতে চাও বিজ্ঞান কিছুই করেনি পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে?'—প্রণবের উত্তেজনার ভাব দেখিয়া অশোকা জোরে হাসিয়া উঠিল। প্রণব বলিল—'তুমি একটা বদ্ধ পাগল, কখন হাসছ, কখন আমার ওপরে তেড়ে উঠছ! কখন কখন বা এমন গম্ভীর হচ্ছ যে তোমার কাছে এগোতেই সাহস হয় না। তোমার কি হয়েছে বলো তো? শিক্ষিতা হ'য়েও কি তোমার ছেলেমানুষী যাবে না?' অশোকার হাসি থামিতে চাহে না।

শেষে কোনরকমে হাসি থামাইয়া অশোকা বলিল—'বিজ্ঞান বহু গবেষণা করে মানুষ-মারা কলগুলো একে একে আবিষ্কার করেছে। এই যুদ্ধে সেগুলি প্রয়োগ হচ্ছে,—অমর হওয়া তো চুলোয় থাক্‌—মানুষ মরেই চলেছে। বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের লোপ করে তবে ছাড়্‌বে।'

কিছুক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্কের পর প্রণব নৈশ আহার শেষ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। গাঢ় নিদ্রায় এত বেশী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন অশোকা আসিয়া তাহার পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে টের পায় নাই। সকালে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী কাছে শুইয়া নাই, অন্যদিন অপেক্ষা আগেই উঠিয়া সংসারের কাজে মন দিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সরমা ক্রমশঃ দেহের হৃতশক্তি ও সামর্থ্যলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সংসারের ঘরকন্না চলিয়াছে। ইন্‌সিওরেন্সের তিন হাজার টাকা পাইয়া তাহা হইতে স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প তাহার ছিল। প্রণব সেইগুলি সরমার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিয়া নিজেই বন্ধুর শ্রাদ্ধের খরচ বহন করিয়াছিল। অশোকা এ ব্যাপারে মোটেই খুসী হইতে পারে নাই। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা হইয়াও যায় নাই। প্রণব স্ত্রীর ব্যবহারে দুঃখিত হইয়াছিল। অথচ অশোকা খোলাখুলিভাবে স্বামীকে মনের কথা কিছুই বলে নাই।

যখনই প্রণব সরমার কথা তুলিয়া কিছু বলিতে যায়, অশোকা অন্যদিকে মন দেয় বা অন্য কথা তুলিয়া প্রণবের মন ঘুরাইয়া দেয়। অশোকার ভিতর চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রাণের সহজ বিকাশের পরিবর্ত্তে প্রাণ-প্রকৃতির জটিলতার আবর্ত্তন রহিয়া যায়।

জটিলতার জালে সে আপনাকে আপনি জড়িত করে। প্রণব এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না, বুঝিতে পারে না—স্ত্রী এই মুহূর্ত্তে এক রকম, পর মুহূর্ত্তে অন্য রকম—ইহার অর্থ কি! এক এক সময়ে ভাবিবার চেষ্টা করে! কিন্তু ভাবিবারই বা সময় কখন! সে চিকিৎসক। সারা দিনরাত বিভিন্ন রোগীর অবস্থা লইয়াই মনের মধ্যে নানারকম ভাবে। সংসার বা স্ত্রীর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কতটুকুই বা সময় পায়। কয়েক মাসের মধ্যে বালিগঞ্জে বাড়ী খালি পায় নাই,—চেষ্টাই বা করিবে কখন! প্রায়ই সরমা তাহাকে

তাগিদ দেয়, বালিগঞ্জের দিকে আসিবার ইচ্ছা খুব। কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি লেকরোডের উপর একখানি ছোটবাড়ী খালি হইল। প্রণব বাড়ীখানি দেখিয়া আসিল—বেশ পছন্দ সই।

সেই বাড়ীখানি সরমার জন্য লইল। কয়েক মাসের মধ্যে প্রণবের সহিত সরমার সম্পর্কের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, বোধহয় ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তার প্রগাঢ়তায়।

বৈকালে অশোকা নিত্যই বেড়াইতে বাহির হয়। সমীর আসিয়া লেকে অপেক্ষা করে। কোনদিন উহারা লেকে বেড়ায়, কোনদিন বা মোটরে উঠিয়া অন্যদিকে বেড়াইতে যায়। মধ্যে মধ্যে সমীর আসে না, অশোকা চিন্তিতা হইয়া পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলে সমীর বলে—'সাম্‌নে পরীক্ষা, পড়া তৈরী করতে হচ্ছে!' মনে মনে বিরক্ত হইলেও অশোকা বেশী কিছু বলিতে পারে না, রাগটা গিয়া ঝাড়ে স্বামীর উপর। প্রণব কিছু বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া যায়।

লেকের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া সেদিন অশোকা ভাবিতেছে,—'কয়েকদিন সমীর আসেনি, আজ যদি আসে—' নিজের রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাইয়া দেখিল—পাঁচটা। আপন মনে বলিল—'আসার সময় এখনও যায়নি।' ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সমীর আসিল। বলিল—'কয়েকদিন আসিনি বলে মনে কিছু করো না, শুনে বোধহয় খুব খুসী হবে; বাবা কাশীপুরে একটা বাগানবাড়ী হাইকোর্টের নীলামে কিনেছেন।'

অশোকা আগ্রহের সহিত বলিল—'তাই না কি! কবে—কবে?'

'—কয়েকদিন হোলো মাত্র। possession নেওয়া হয়ে গেছে। যাবে এখন সেখানে? চলো ঘুরে আসি।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

'—ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়—'

'—রাত হবে কেন ? মোটরে সকাল সকাল পৌছে দেবো'খন।'

অশোকা আর আপত্তি করে না। উভয়ে মোটরে উঠিয়া বাগানে গিয়া পৌঁছায়। প্রকাণ্ড বাগান। বাগানের মধ্যে ছোট একতালা বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে পুকুর—তাহার ঘাটটী সান্-বাঁধানো। বাগানের ফটকের কাছে মালির থাকিবার ঘর। সম্প্রতি একটা মালি রাখা হইয়াছে। মোটরের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া মালি ফটক খুলিয়া দিল। সমীর মালীকে বলিল—'ঘরগুলো সব খোলা আছে ?'

সে বলিল—'আছে বাবু।' মোটর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। মালি প্রৌঢ়,—বলিষ্ঠ দেহ। সে মোটরের পিছু পিছু আসিতে লাগিল। ফটক হইতে বেশ খানিকটা যাইলে তবে বাড়ীটার কাছে পৌছানো যায়। সমীর ও অশোকা ঘরের মধ্যে যাইল। অশোকা বলিল—'ঘর-দোর বেশ সাজানো দেখছি। একেবারে ফিটফাট—এখানে কেউ থাকে না কি ? খাট, বিছানা,—আলমারিতে সব বইটই দেখছি—বিলাস সামগ্রী নানারকমের—'

সমীর হাসিয়া বলিল—'এখানে আমি থাকি। বাবাকে বলে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। পড়াশুনা করি এখানে, রাত্রিতেও থাকি।'

অশোকা বলিল—'এ সব দেখে শুনে আমারও যে ইচ্ছে হচ্ছে থাকতে—'

'—আমার কোন আপত্তিই নেই—' বলিয়া সমীর অশোকার পিঠে একটা চাপড় মারিল।

অশোকা বলিল—'তুমি বাগান বাড়ীতে কতদিন থাকবে ?'

'—বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত—'

অশোকা বলিল—'এবার তুমি compete কর্‌বে দেখছি।'

'—অত ঠাট্টায় কাজ কি বুবু!—'

তারপর দুইজনে বাহিরে আসিয়া বাগানটার চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। অশোকার মদালস গতিভঙ্গী, মৃদুমন্দ-হেলা-দোলা-ভাব। বাগানটার চতুর্দ্দিকে রমনীয় সৌম্যশান্ত অবস্থা। তরুশাখার মধ্য হইতে পাখীর ডাক মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। বাগানের মধ্য দিয়া সুরকীর রাস্তা এদিকে ওদিকে আঁকাবাঁকা হইয়া গিয়াছে। কোথাও ফুলের কেয়ারি করা কোথাও বা ঘাসের সবুজ শোভা। বাড়ীটার অনতিদূরে একটা পুকুর—ঘাটটী সান্-বাঁধানো। কয়েকটী গাছের শাখা প্রশাখা পুকুরের ভিতর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

অশোকা বলিল—'বেশ নিরিবিলি জায়গা, সহরের হট্টগোল এখানে এসে পৌঁছায় না। এ রকম মনোরম জায়গায় থাকতে পারলে শরীর ও মন ভালো হয়।'

সমীর বলিল—'তুমি থাকবে?—'

'—না, না, আমার থাকা হবে না সমীর। বেড়িয়ে বাড়ী ফেরা যাক—'

পুকুরধারে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ উভয়ে গল্প করিয়া ফিরিবার সময়ে সমীর অশোকাকে ফুল তুলিয়া দিল। তারপর সমীর বলিল—'চলো, আমার ঘরটায় একটু বস্‌বে না?'

অশোকা আপত্তি করিল না। ধীরে ধীরে বারান্দা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে বলিল—'সমীর! তোমার খাট্‌টীতে একটু শুয়ে পড়ি, হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়া গেছে। মস্ত বড় বাগান।'

সমীর আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল—'স্প্রিংএর খাট,—শুয়ে আরাম পাবে।'

জুতা খুলিয়া অশোকা শুইয়া বলিল—'আঃ, বাঁচা গেল—'

পার্শ্বে সমীর বসিয়া রহিল।

যখন অশোকা বালিগঞ্জের বাসায় ফিরিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

প্রণব বলিল—'রাত হোলো যে বুবু?'

অশোকা গম্ভীরভাবে বলিল—'আজ কিছুতে মন ভালো লাগছিল না। লেকের ধারে চুপ করে বসেছিলাম।'

প্রণব বলিল—'ভালোই বা লাগছিল না কেন? কি আবার হোলো!'

'—কি আবার হবে—' বলিয়া অশোকা চেয়ারের উপর সোজা বসিল।

প্রণব পাশের চেয়ারে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল অশোকা যেন ক্লান্তি অনুভব করিতেছে। শেষে বলিল—'বুবু! তুমি শুয়ে পড়। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ দেখছি।'

অশোকা সে কথার উত্তর না দিয়া অন্য কথা তুলিয়া স্বামীর মন সেইদিকে আকর্ষণ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাস। দুপুরবেলা সরমা সব কাজ সারিয়া একাকী বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিতেছিল এবং পাশের বাড়ীর মুখুয্যেদের মেজ বউ তাহা শুনিতেছিল, এমন সময়ে প্রণব আসিতেই পাঠ বন্ধ করিতে হইল। মেজবউ বারান্দায় গিয়া বসিল।

কিছুদিন হইতে সরমাকে প্রণব দিদি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সরমাও তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। প্রণব বলিল —'দিদি! কেমন আছ?' সরমা বলিল—'ভালই আছি ভাই, আর খানিক পরে চারকটাকে তোমার ওখানে পাঠাচ্ছিলুম যে।' প্রণব একটু অবাক হইয়া বলিল—'কেন বলো তো?'—

'—কাল ভাইফোঁটা—তোমাকে ফোঁটা দেবো ভাবছিলুম, এসেছ ভালোই হয়েছে—' প্রণব আনন্দাশ্রু মুছিয়া বলিল—'এ সব কেন দিদি!'—

'—আমার তো ভাই একটা সাধ-আহ্লাদ আছে—' এ কথায় প্রণবের হৃদয় বিগলিত হইল। বলিল—'বহুদিন তো দিদি ওপাট উঠে গেছে—তুমি ফোঁটা দিয়ে আবার আমাকে নতুন করে তুলতে চাও?' সরমা বলিল—'তোমার দিদি বুঝি ভাই ফোঁটা করেন না?'

'—তোমারই মত যে তোমার ভাইটির ভাগ্য—আমার দিদি তো আমার কোন খোঁজখবর করেন না?'

'—সে কি?—তুমি যে সে ভাই নও, ভাইয়ের মত ভাই—'

'—স্নেহ বলতে যা বুঝোয়, এতদিন ছিল তার একান্ত অভাব, তুমি আমাকে সেই স্নেহডোরে বেঁধেছ দিদি! শিক্ষিতা স্ত্রী ভাগ্য-

গুণে পেয়েছি বটে, কিন্তু সে যেন ঐ এক রকমের—কখন হাসছে, কখন কাঁদছে কখন বা আমার ওপর উগ্রা হয়ে উঠ্‌ছে। সত্যি সে অদ্ভুত প্রকৃতির—বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।'

'—সে তো একদিনও আমার এখানে এল না,—শ্রাদ্ধের দিনও নয়। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়—আন্‌বার জন্যে তোমাকে দু'একদিন বললাম, আর বলি নে। তুমি পাঁচ কাজে হয়তো ভুলে যাও, আমি তার গরীব ননদ, বললেই বা আস্‌বে কেন? তাহলে শ্রাদ্ধের দিন নিশ্চয়ই আসতো—'

'—তার কথা ছেড়ে দাও দিদি! প্রায়ই সে আমাকে বলে কিছু ভালো লাগে না। সংসারের দিকে আসক্তি কম। অনেক সময়ে উদাসীর মত হয়ে যায়। কেন যে বুঝতে পারি নে, ভেতরে কোন অসুখ হোলো কিনা, তাও বলে না। না হয় চিকিৎসা করি—'

'—তা হলে তো তোমাকে ভাবিয়ে তুলেছে! শুধু তোমাকে কেন, আমিও যে ভাবনার মধ্যে পড়ে গেলাম। ভালো কথা, বালিগঞ্জের দিকে কি ঘর পেলে না?'

'—সেই কথাই তো বলতে এসেছি—লেকরোডে একখানা ছোট দোতালা বাড়ী তোমার জন্যে ঠিক করেছি—একেবারে নতুন বাড়ী—'

'বেশ তো—ভাড়া কত পড়বে?'

'—ভাড়ার ভাবনাও তুমি ভাববে? এবার হাসালে দিদি!'

'—তুমি আমার জন্যে বেশী টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া করো না, —একখানা ঘর হলেও আমার চলে যায়—'

'—আমার বোন হয়ে' তুমি যে একখানা ঘর নিয়ে পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে থাকবে, জল, কল, নিয়ে ঝগড়া হবে, এটা ইচ্ছে

করিনে। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার টাকার দুঃখ নেই। সেখানে কবে যাবে বলো—'

'—মাস কাবার হ'তে আর দু'একদিন আছে বই তো নয়—তারপর যাবো—'

'—বেশ কথা, তা হলে আসি দিদি—'

'—এস ভাই, কাল সকালে আসতে ভুলো না যেন—' এই কথা বলিয়া সরমা প্রণবের পিছু পিছু নীচে পর্য্যন্ত গেল।

প্রণব চলিয়া গেলে মুখুয্যেদের মেজবউ বলিল—'ওঁর আজকাল বালিগঞ্জে খুব ডাক—আমার খুড়তুতো বোনকে উনি চিকিৎসা করেছিলেন। সব ডাক্তার তো জবাবই দিয়েছিল। ওঁর চিকিৎসায় ভাল হয়ে গেল—'

'—কি হয়েছিল তোমার বোনের—'

'—টাইফয়েড—খুব খারাপ রকমের হয়েছিল! অনবরত ভুল বক্‌তো—হুস ছিল না।'

'—ষোল টাকা ফি করেছেন। এখানে প্রায়ই আসেন দেখি—উনি বুঝি সম্পর্কে ভাই—'

'—হাঁ—'

'—আপন ভাই আছে?—'

'—আছে, তারা সব এলাহাবাদে থাকে। হ্যাঁ—শান্তিপর্ব্ব হচ্ছিল না? শান্তিপর্ব্বের গোড়া থেকেই ধরি—কি বলো?'

'—তাই হোক্‌—' সরমা শান্তিপর্ব্ব পড়িতে আরম্ভ করিল এবং মনোযোগ সহকারে মুখুয্যেদের মেজবউ তাহা শুনিতে লাগিল। কিছুদিন হইতে এই বউটী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুপুর বেলায় স্বামী অফিসে গেলে সরমার কাছে আসে। ধর্ম্মচর্চ্চাই চলে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুখুয্যেরা অবস্থাপন্ন। মেজবউয়ের স্বামী গভর্ণমেণ্ট আফিসে ভালো চাকুরী করেন। একটি ছেলে মাত্র—বি, এ, পড়ে। শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল। সরমা চাকরটীকে ডাকিল—'ওরে নিধে, কাল ভাইফোঁটা, সকাল সকাল গিয়ে বাজার করে নিয়ে আয়—ভাল দেখে একখানা শান্তিপুরে ধুতি আর জরিপাড় উড়ুনি, কিছু মিষ্টি, এ সব আনতে হবে। টাকা দিচ্ছি—'

সরমা নিধিরামকে ক্যাসবাক্স খুলিয়া একখানি দশটাকার নোট দিল।

নিধিরাম চলিয়া গেলে মুখুয্যেদের মেজবউ বলিল—'তোমার ভাই বিয়ে করেছেন?'

'—বিয়ে করেছে বৈকি—পুরো গেরস্ত—বউ বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েছে—জমিদারের মেয়ে, বাপের উইল মত নিজেও জমিদারী পেয়েছে—'

'—বউয়ের বাপ বুঝি নেই—'

'—না, মা আছেন, কাশীতে থাকেন—কিন্তু ভায়ের আমার সুখ নেই। একেবারে বিলিতি ফ্যাসানের মেয়ে, ভায়ের সঙ্গে ঠিক বনিবনাও হয় না। একাই বেড়াতে চললো, দরকার হলে দোকানে চল্‌লো—এম্নি ধারা বউ—'

'—ওমা সে কি গো!'

'—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই দিদি, কালের হাওয়াতে সবই বদ্‌লায়—'

'—সোয়ামীর ঘর করে, অথচ ঐ রকম! পোড়া কপাল ওর লেখাপড়া শেখায়। ভাই কিছু বলেন না।'

'—ভাই তো শিবতুল্য, মুখ বুজে সবই সহ্য করে—'

এমন সময় ঝি আসিয়া মুখুয্যেদের মেজবউকে ডাকিয়া বলিল —'বাড়ী আসুন মা,—বাবু ডাকছেন—'

'— বাবু যে আজ বড় সকাল সকাল অফিস থেকে এসেছেন,—কি আবার হোলো ? চলো যাই, তা হলে ভাই আসি—'

'—এস—'

মুখুয্যেদের মেজবউ চলিয়া গেলে সরমা একাকী বসিয়া স্বামীর কথা ভাবে। তাহারও স্বামী ছিল, সংসার ছিল। এমনি সময় হইতে সে স্বামীর প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিত, খাবার করিয়া রাখিত। স্বামী আসিলে কত আনন্দই না হইত! স্বামীকে খাওয়াইয়া তাহার কত তৃপ্তিই না হইত! বরাত মন্দ। স্বামী চলিয়া গেলেন। একটি সন্তান থাকিলেও তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্বামীর স্মৃতিপূজা হইত। সরমা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেওয়ালে টাঙানো রমানাথের আলোকচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং কাঁদে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, সরমা কাতর হইয়া পড়ে। সমস্ত দিনের কাজের পর ঝি আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া গল্পগুজব করে। সরমা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেও বিরহ বেদনা কোনমতে যায় না। যে খাটটীতে সে স্বামীর সহিত শয়ন করিত সেই খাট সাজাইয়া তাহার উপর রমানাথের আলোকচিত্র রাখিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যা-প্রাতে সে চিত্রের দিকে প্রণাম করে এবং কাতরভাবে বলে—'ওগো! তুমি আমাকে ডেকে নাও, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারছি নে—'

সে ডাক রমানাথের অশরীরী আত্মার কাছে পৌঁছায় কিনা তাহা কে জানে?

রাত্রিতে মাদুর পাতিয়া একটি মাথার বালিশ লইয়া সরমা মেঝেতে ঘুমায়। গৃহের এককোণে শুইয়া থাকে তাহার ঝি।

তরুণ বয়সে সরমা যোগিনী সাজিয়াছে। ঈশ্বর ও স্বামী ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই—কোন সাধ আহ্লাদ নাই—কোন সখ নাই।

পরদিন সকালে ভাইফোঁটা হইয়া গেল।

প্রণবকে সরমা প্রণাম করিতে গেলে প্রথমে সে আপত্তি করিল। আপত্তি টিকিল না। সরমা বলিল—'তুমি আমায় চেয়ে বয়সে বড় —তার ওপর ব্রাহ্মণ—' তারপর প্রণবের জলখাবারের পর সরমা ধুতি ও উড়ুনি দিল।

'—এ সব কি করেছ দিদি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

'—আমার তো ভাই সব সাধই মিটেছে—এটুকুও কি করতে পারব না?'

'—তা বলে এত বেশী দামের কাপড়?'

'—তা হোক দাদা! তোমার নিয়েই তো তোমাকে দিচ্ছি—'

'—ছিঃ ছিঃ ওসব কথা বলো না—'

কিছুক্ষণ প্রণব সরমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিল। অশোকার প্রসঙ্গ উঠিতেই প্রণব বলিল—'ওকে নিয়েই তো ভাবনা ঢুকেছে দিদি। কথা বললে দু'একটা কথায় উত্তর দেয় মাত্র। কয়েক-দিন এই রকমই দেখছি। মাঝে বেশ ছিল।'

'—আমাকে একবার নিয়ে চলনা তার কাছে, বুঝিয়ে স্থুঝিয়ে ওর মনের অবস্থা ঠিক করে দেব।'

'—এখন থাক্—বালিগঞ্জে গিয়ে তারপর যা হয় করা যাবে। এখন তার সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো—'

'—বেশ কথা—'

ঘড়ির দিকে নজর দিয়া প্রণব উঠিয়া পড়িল এবং বলিল—'দিদি! আর তো থাক্‌তে পার্‌ছি নে। আমার হাতে অনেকগুলি রোগী রয়েছে—আজ সকাল থেকে কেবল শুন্‌ছি সব ক'টার অবস্থা খারাপ। এ রকম শুন্‌লে মন মেজাজ খারাপ হয়ে উঠে। চল্লুম—মনে কিছু করোনা দিদি—এখুনি একটা রোগীর বাড়ী যেতে হবে—'

প্রণব ধুতি ও উড়ুনি হাতে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

দুপুর বেলা মুখুয্যেদের বউ আসিল। বলিল—'কি ভাই, কেমন ভাইফোঁটা হোলো?'

সরমা বউটীকে সাদরে আহ্বান করিয়া প্রত্যুত্তর দিল—'কোন রকমে সারলুম—তোমাদের বাড়ীতে আজ খুব ধূমধাম গেল—'

'—ধূমধাম এমন কিছু নয় ভাই, তবে বড় সংসার বুঝছ তো। পাঁচটা আছে—সকলেরই তো ইচ্ছে করে—'

সরমা মাথা নাড়িয়া বলিল—'আহা তা আর হবে না গা—সে কি কথা! সব বেঁচেবর্ত্তে থাক—বছরে একটা দিন বইতো নয়—'

একথা সে কথার পর মুখুয্যেদের মেজবউ প্রণবের কথা তুলিয়া বলিল—'প্রণব ডাক্তার তোমার কেমন ভাই?'

'—কেন বলো তো?'

'—কর্ত্তাকে বল্‌তে গেলাম, বললেন—প্রণব বাবু বামুন আর তোমরা কায়স্থ। তবে কি তোমরা বেম্‌মো? এদিকে তো পুরো দস্তর হিঁদুয়ানী—'

'—ঠিকই ধরেছ ভাই—ঠিকই ধরেছ। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, তবে শোনো—' সরমা মুখুয্যেদের বউকে আদ্যোপান্ত খুলিয়াই বলিল। শেষে মুখুয্যেদের বউ প্রণবের ব্যবহারে

খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার অন্তরে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইল। বলিল—'এ সব লোক ক্ষণজন্মা দিদি! আজকালকার বাজারে দেখা যায় না। দেখছি তো, সবাই স্বার্থপর। ওঁর বউ বোধহয় এসব পছন্দ করে না, তাই সোয়ামীর সঙ্গে ঝগড়া করে—'

'—তা হতে পারে—'

'—তা হ'তে পারে একথা বলো না—এটা একেবারে জলজ্যান্তো সত্যি। আমারও তো বয়সটা কম নয়, চল্লিশের কাছাকাছি—সংসারে অনেক দেখলুম, অনেক শিখলুম, অনেক কষ্ট দুঃখু ভোগ করলুম—'

'—তোমার আবার কষ্ট দুঃখু? অমন সোয়ামী, এমন সোনার চাঁদ ছেলে—' বলিয়া সরমা মেজবউর দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল

'—সংসারে এলেই দিদি কষ্ট দুঃখু সবারই পেতে হয়, রামায়ণ মহাভারতই তার প্রমাণ দিচ্ছে। যাক—মহাভারত পড়ো—শুনি—'

সরমা মহাভারতখানি টেবিলের উপর হইতে লইয়া প্রথমে গ্রন্থখানিকে সভক্তি প্রণাম করিল। তারপর পাঠ আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যার পর নির্জ্জনে বসিয়া সরমা ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে বলিল 'আমি ওদের পারিবারিক অশান্তির কারণ এটাতো ঠিক কথা। মেজ বউ ঠিকই বলেছে। এত অশান্তি দাদা কেন যে আমার জন্যে ভোগ করছে, বুঝিনে। আমার কি মরণ নেই?'

সরমার মানসিক পরিবর্ত্তন হইল। ভাবিল প্রণবকে বুঝাইয়া বলিবে সে যাহাতে আর না সাহায্য করে। দুই একদিন পরে প্রণব যখন আসিল, সে বলিল—'দাদা! আমার আর বালিগঞ্জের বাসায় যেতে ইচ্ছে নেই।' প্রণব বলিল—'কেন দিদি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সরমা বলিল—'আমার জন্যেই তুমি নানা অশান্তি ভোগ করছ, এটা বেশ বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে মনে রেখো,

তা হলেই যথেষ্ট। বালিগঞ্জে আমার যাবার দরকার নেই—যে দিকে প্রাণ চায়, সেদিকে চলে যাবো—আর নয়। তুমি বড় সাধাসিধে মানুষ— বউদির কাছ থেকে আমার জন্যে লাঞ্ছনা ভোগ করবে, তা আমি কেমন করে দেখ্‌ব? বরং আমাকে দাদা আমার নিজের পথ বেছে নিতে দাও—'

প্রণব বুঝাইতে লাগিল। সরমা কোন রকমেই বুঝিতে চায় না। শেষে প্রণব বলিল—'তুমি যদি নিজের জীবন নষ্ট করো বা অন্য রকম হয়ে যাও, তা হ'লে আমারও জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মুখের দিকে চেয়ে দিদি তোমাকে সব সহ্য কর্‌তে হবে। স্ত্রীর কথায় আমি চল্‌তে চাইনে, যেটা ভাল বুঝ্‌ব তাই কর্‌ব। এতে যদি সে আমার সংসারে আগুন জ্বালায়, আমি তাকেই সে আগুনে পোড়াবো। তোমার তা নিয়ে ভাব্‌বার দরকার নেই।'

প্রণবের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা দেখিয়া সরমা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল—'দাদা আমার সাক্ষাৎ দেবতা।' ইহার পর সরমা আর কোন দিন প্রণবকে এসম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কিছুদিন হইতে সমীর লেকে বেড়াইতে আসে না বা অশোকার প্রতি পূর্ব্বের মত আকর্ষণ দেখায় না। এজন্য অশোকা মনে আঘাত পাইয়াছে। বাগান বাড়ীতে কয়েকবার লইয়াও গিয়াছে। কোনরূপ অনুরাগ দেখাইতে সে কার্পণ্য করে নাই। সুখের স্বর্গ রচিয়া অশোকার সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে। অশোকা তৃপ্তি পাইয়াছে, আশা আকাঙ্খাও পূর্ণ হইয়াছে। তবুও সে সমীরকে সারা জীবন ধরিয়া পাইতে চায়। সমীর কেন আসে না? বোধ হয় পরীক্ষার জন্য আসিতে পারে না। মনকে এই বলিয়াই প্রবোধ দেয়।

মনের কষ্টে অশোকা লেকে বেড়ানো একরূপ ত্যাগই করিল। ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মেনকা কয়েকবার আসিয়াছিল, কাশীপুরে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়িও করিয়াছিল, সে যায় নাই। যে আনন্দ সে সমীরকে লইয়া নিত্য উপভোগ করিতেছিল, সে আর ফিরিয়া আসে না, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কত কথাই ভাবে—এই সমীর তাহার যৌবনের অনাঘ্রাত কুসুমটীকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, আজ কি সে তবে তাহাকেই দলিত করিবে!

ভাবিতে পারে না। মাথা ঘুরিতে থাকে, দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া আসে। স্বামীকেও তাহার বিশ্বাস হয় না। যে স্বামী স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, সে কিনা বন্ধু পত্নীর নিকট যাতায়াত করে এবং কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখে! তাহার সমস্ত ব্যয় বহন করে। কিসের এমন খাতির! বিনা স্বার্থে কি কেহ এরূপ করে! নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। তাই সে স্বামীর উপর

বিরক্ত, ভাবিল—এ সংসারে আর কিসের আকর্ষণে থাকি! সারাদিন রাতের মধ্যে স্বামী কতক্ষণই বা ঘরে থাকেন! যেটুকু সময় কাছে পাওয়া যায় তার মধ্যেই কথা কাটাকাটি আর কোন্দল। দিদির বাড়ী গিয়েই বা কি করিব? শান্তি তো পাবো না। বরং সমীর যদি আস্‌তো, ওকে নিয়ে একদিকে বেরিয়ে পড়্‌তাম—' সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যতদিন যায় ততদিন তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া ওঠে। মনে হয় জীবন দুর্ব্বিসহ। কয়েকদিন ধরিয়া সে ভাবিতেছিল—কাশীপুরের বাগানে গিয়ে সমীরকে প্রাণের কথা খুলে বলি। ওকি যাবেনা আমার জমিদারীতে আমার সঙ্গে? সেখানে পাবো মুক্তির নিঃশ্বাস—বাঁধন ছিঁড়্‌তে হবে। যাই হোক, সমীর না-ই আসুক, সে আমাকে ভালবাসে। কতদিন আর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে থাকা যায়!

বড়দিনের ছুটি সুরু হইল। সমীর আসে না। কিন্তু যাহাকে জন্মতিথির উৎসবের দিনে ছাড়া আর কোন দিন তাহার খোঁজ খবর লইতে বা আসিতে দেখে নাই, সে আসিবে, এ কথা ভাবিতেও অশোকা সন্দেহ দোলায় যেন দুলিতে থাকে।

ফ্লাটের বর্হিদরজায় কলিং বেলের বোতাম টিপিতেই দরজা খুলিয়া অশোকা বলিল—'হ্যালো মনীষা! I wonder—তবু ভাল, old class friendকে মনে পড়েছে। এবার বি, এ দিচ্ছ তো—'

মনীষা হাসিয়া বলিল—'সুয়োরলি—'

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সমীরের কথা মনীষাকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল—'He is hale and hearty কি বল্‌ছ—সে ছেলে একখানি।' অশোকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল—'কি রকম!—'

'—সমীর আজ কাল মণিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে—আমাদের কলেজের মুখ রক্ষে বোধ হয় এরা দুটিতে মিলেই কর্‌বে।—'

অশোকা অবাক হইয়া বলিল—'বলো কি হে!'

'—আমি যখন কলেজে পড়্‌তাম—'

'—সে দিন আর নেই— সত্যি সমীর আমাদের মনে surprise এনে দিয়েছে—ওযে এত ভাল ছেলে হবে একেবারে undreamt of —সবগুলো পরীক্ষায় কখন মণিকা ফার্ষ্ট—ও সেকেণ্ড, কখন ও ফার্ষ্ট, মণিকা সেকেণ্ড। এদানীং মণিকার সঙ্গে ওর বেশী ভাব। জানোতো—মণিকা দুনিয়ার লোকের সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না।—'

অশোকা সমীরের এরকম উন্নতির কথা শুনিয়া খুসী হইলেও সম্পূর্ণরূপে খুসী হইতে পারিল না। বরং অন্তরে সমীরকে ভালো লাগিতেছিল না! প্রকাশ্য ভাবে সে মনীষার কথায় সঙ্গতি রাখিয়া বলিল—'A surprise Oh'

মনীষা বলিল—'where is your husbandman—থুড়ি, excuse me অশোকা—I mean your husband.' অশোকা হাসিল। বলিল—'তুমি যে ভারী রসিক হয়েছ দেখছি—' মনীষা বলিল—'তোমার husbandকে বিয়ের রাতে কি রকম প্রলয় নাচন দেখিয়েছিলাম বলো তো?—' অশোকা বলিল—'তাই দেখাতে এসেছ না কি?—'

'—ভয় নেই ভাই, তোমার স্বামীকে কিছু দেখাতে চাই নে, শেষে তুমি উত্তম মধ্যম দিয়ে দেখিয়ে দেবে—' বলিয়া মনীষা হাসিল। তারপর বলিল—'your husband is simply a pitiable creature—মনে কিছু করোনা ভাই।'

আর কোন কথা না বলিয়া ঘরে এস্রাজ ঝুলানো ছিল, তাহাই লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

গাহিতে লাগিল—'আমার মনের বীণায় যে সুর বাজে গোপনে,
এস গো পথিক সেই সুরে মোর স্বপনে
এই নিরালা ঘরের আঙিনায়।
পথিক—ওগো পথিক!'

অশোকা তাহার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। একেবারে যেন সে ঝড়ের মত আসিয়া তাহার মনের ঢেউগুলিকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। অশোকা ষ্টোভ জ্বালিয়া তাহার জন্য চা করিল। তারপর তাহাকে চা ও কেক দিয়া নিজেও তাহার সহিত চা পান করিতে করিতে গল্প আরম্ভ করিল।

হঠাৎ কথা চাপা দিয়া অশোকা বলিল—'will you have some cake Monisha!'

—'না, চাইনে—Thank you—'

বেলা পড়িয়া আসিল। অশোকা বলিল—'এসেছ ভালই হয়েছে। একা একা বেড়াতে ইচ্ছে হয় না, চলো দু'জনে বেড়িয়ে আসি।'

'—কোন্ দিকে যাবে?—'

'—চলো না একজায়গা থেকে ঘুরে আসি—রাত হ'লে বাড়ীতে বকুনি খাবে না তো ?—'

'—বাড়ীতে বলেই এসেছি,—তোমার এখানে হয়তো দেরীও হতে পারে।'

'—তবে আর কি—তা হলে চলো—'

'—কোথায় যাবে ঠিক করেছ ?—'

'—আমার বাগান বাড়ীতে—'

'—তোমার বাগান বাড়ী ?—এ তো ভাল কথা নয়।'

'—যাও, রসিকতা কর্‌তে হবে না—তুমি ভারি দুষ্টু—' বলিয়া অশোকা তাহার কপোলে মৃদু করস্পর্শ করিল। বলিল—'কাশীপুরে একটা বাগানবাড়ী নেওয়া গেছে—বেড়ানোর একটা জায়গা থাকা তো দরকার ?'

'—তবে চলো, সেখানে যাই—'

উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া একখানি ট্যাক্সি করিল। এবং ট্যাক্সিওয়ালার সহিত ফুরাইয়া লইল। মনীষা বলিল—'বাসে গেলেও চল্‌তো, মিছে পয়সা খরচ করা—' অশোকা হাসিয়া বলিল—'এটা তোমার বোঝা উচিত মনীষা! আমার জমিদারী আছে। জমিদারের বনেদী চাল ছাড়্‌বো কেন ?—'

'—বটেই তো, ভুল হয়ে গেছে—'

সমীরদের কাশীপুরের বাগানের বাহিরে ট্যাক্সি হইতে দুইজনে নামিল। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেই মালি আসিয়া দাঁড়াইল। সে অশোকাকে খুব ভালই চেনে। বলিল—'দিদিমণি! কেমন আছেন ? আসেন নি তো বহুদিন।'

'—খোকা বাবু আছেন ?—'

'—হ্যাঁ, আছেন—'

' –সঙ্গে আর কেউ এসেছে নাকি ?—'

'—হ্যাঁ, আর একজন দিদিমণি—'

শুনিয়া অশোকা শিহরিয়া উঠিল।

'—কতক্ষণ এসেছেন ?—'

'—দুপুর বেলায় এসেছেন—'

'—ও দিদিমণি রোজ আসে না কি ?—'

'—দু' এক মাস থেকে দেখ্‌ছি আস্‌তে—আজকাল রোজই আসেন। আপনারা এখানে দাঁড়ান, বাবুকে খবর দিয়ে আসি—'

অশোকা হাত-ব্যাগ হইতে একটি টাকা দিয়া বলিল—'বাবুকে খবর দিতে হবে না, আমাদের যেতে দে, কিছু বলিস নে এখন—ব্যাটা চুপ্ কর—'

টাকা পাইয়া সে আর কোন কথা বলিল না। পথ ছাড়িয়া দিল।

মনীষা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল—'কি ব্যাপার বলো তো ?' অশোকা বলিল—'পরে জান্‌তে পার্‌বে'খন—আমার সঙ্গে এসো।'

ভাবিল—'এই কি পুরুষের স্বরূপ ! না এটা সমীরের স্বরূপ। গোটা পুরুষ জাতকে দোষ দেওয়া পাপ। স্বামীও কি এইরূপ—না হয়েই যায় না। একবার তাকেও পরীক্ষা কর্‌তে হবে—সে আমার কি রকম স্বামী ! সেও যদি এই রকমই হয়, তা হ'লে নিজের পথ নিজেই বেছে নেব।'

মনীষা ও অশোকা পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া কোথাও কোন ব্যক্তিকে দেখিল না। বাড়ীটার কাছাকাছি গিয়া অশোকা

মৃদু স্বরে বলিল—'মনীষা! জোরে কথা ব'লো না। ঐ বারান্দায় উঠ্‌তে হবে—তার পরই ঘর। জুতোর শব্দ করো না।' মনীষা অশোকার কথামতই চলিতে লাগিল।

বারান্দায় উঠিয়া দেখিল, ঘরটি বন্ধ। ভিতর হইতে কথাবার্ত্তার আওয়াজ বাহিরে আসিতেছিল, মধ্যে মধ্যে হাসির রোলও শুনা যাইতেছিল। নারীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে নানাপ্রকারের হাসি, পুরুষের উল্লাসধ্বনি, চুড়ির আওয়াজ, নানা ধরণের সংলাপ শব্দ কিছুক্ষণ ধরিয়া মনীষা ও অশোকা শুনিতে পাইল। অশোকা ইঙ্গিত করিতেই বাহির হইয়া উভয়ে বাগানের পথ ধরিয়া খানিকটা আসিল। তারপর মনীষা বলিল—'আচ্ছা, এ তো তোমার বাগান বললে? অথচ কিছু তো বুঝ্‌তে পারলুম না, ভিতরে কি রহস্য আছে?' অশোকা বলিল—'কি বুঝ্‌লে বলো দেখি?'

'—মনে হোলো সমীর আর মণিকার গলার আওয়াজ—ভাব্‌ছি, তোমার বাগানেই বা এরা আসতে যাবে কেন? ঘর দখল ক'রে অমন ভাবে—most objectionable নয় কি?'

অশোকা বলিল—'তোমার অনুমান ঠিক। সমীর আর মণিকাই ঐ ঘরে রয়েছে। যাক্—বাকীটুকু বাইরে গিয়ে বল্‌ব।

মালিকে ডাকিয়া অশোকা বলিল—'খোকাবাবু যদি জিজ্ঞেস করে, কেউ এসেছিল কি না—তাকে জবাব দিবি—না, বুঝ্‌লি।

'—আচ্ছা দিদিমণি—' সেলাম করিয়া মালি ফটক বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে উঠিয়া উভয়ে বালিগঞ্জের দিকে আসিল। অশোকা বলিল—'সমীর আমার কাছে বরাবরই খুব সাঁধুগিরি দেখিয়ে এসেছে। বাগানবাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে, খুব ভালো ছেলে। এ বাগানে ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে এসেছি, এটা হচ্ছে

ওদের বাগান—কিছুদিন হোলো ওর বাবা এই বাগানটা কিনেছে—আমাকে ঐ ঘরটা দেখিয়েছে। ঘরে ওর বই টইও দেখেছি।'

মনীষা হাসিতে হাসিতে বলিল—'তুমিও কি ঐ রকম—' কথায় বাধা দিয়া অশোকা তাহাকে ঠেলা দিল এবং বলিল—'ধ্যেৎ—দেখ্‌লে তো, ভাল ছেলের লক্ষণ—' মনীষা বলিল—'এদিকে যাই থাক্—পড়াশুনায় তো progress কর্‌ছে। ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স ওর মারে কে?' অশোকা বলিল—'মণিকা আগে এত ভালো ছিল—আর আজ!' মনীষা বলিল—'Man without animality is imperfect, মানুষ দোষেগুণেই গড়ে ওঠে– আদিমযুগের মনোবৃত্তি মানুষ বদলাতে পারে না—' অশোকা বলিল—'আস্‌ছে রবিবারে তুমি এসো, আর একটা culprit ধরবো।' মনীষা সাগ্রহে বলিল—'কে?' অশোকা বলিল—'পরে বলবো।' তারপর শ্যামবাজারের কাছে মনীষা নামিয়া গেল। অশোকা বালিগঞ্জের দিকে চলিল।

সারাটী পথ সমীরের সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে শেষে তাহার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মিল। তবে কি ভালবাসা বলিয়া জগতে কোন বস্তু নাই? সবই কি কৃত্রিম? সন্দেহজনক চরিত্রের লোক যে সমীর হইতে পারে, ইহা একেবারেই কল্পনার বাহিরে ছিল। সমীরকে সে বিশ্বাস করিত, শুধু সেই বিশ্বাসেরই উপর চিন্তা করিতেছিল, তাহাকে লইয়া কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বামী, সংসার, সমাজ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া সমীরকে সে অবলম্বন করিবে। আর সেই সমীর কি কুৎসিত—কি কদর্য্য মন লইয়াই না সংসারে চলাফেরা করে!

অশোকা বাসায় আসিল। স্বামীকে দেখিয়া মনে হইল, এ পুরুষও বিশ্বাসের অযোগ্য. ইহারও স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িবে।

প্রণব বলিল—'বহুদিন পরে আজ যে বড়ো বেড়াতে গিয়েছিলে?'

বিরক্তির সহিত অশোকা বলিল—'তুমি কি বল্‌তে চাও, বেড়াতে বেরোবো না, কুনো হয়ে থাক্‌বো—'

'—কোনদিন বলেছি বুবু!—' স্বামীর কথা শুনিয়া অশোকা হাসিল। প্রণব আপনমনে বলিল—'এই মানুষ—একই মানুষ একসঙ্গে হাসছে আর রাগ্‌ছে—অদ্ভুত!'

বেশী কথা বলিলে পাছে কলহে পরিণত হয়, এই ভয়ে প্রণব বাহিরে যাইতে গেল। অশোকা বলিল—'কোথায় যাচ্ছ শুনি?' প্রণব বলিল—'একবার লেক রোড থেকে ঘুরে আসি—'

'—ও, তোমার বন্ধুপত্নী যে এসেছেন এখানে, মনে ছিল না—আজকাল দেখাশুনোর ভারি সুবিধে হয়েছে—না?' অশোকার রক্তিমাভ মুখের দিকে চাহিয়া প্রণব হাসিল। তারপর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। অশোকা রাগে দুঃখে শেষে বিছানায় শুইয়া পড়িল। খানিক পরে দেখা গেল, তাহার চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রণব দরজার কাছে আসিয়া বোতাম টিপিতেই অশোকা দরজা খুলিয়া দিল। প্রণব বলিল—'তুমি কাঁদ্‌ছিলে বুঝি ?—' অশোকা বলিল—'কাঁদ্‌তে যাবো কেন ?'

আষাঢ়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘাবৃত সন্ধ্যার মত মুখখানির দিকে চাহিয়া প্রণব ভাবিল—একি বিষণ্ণ রূপ ! পরে বলিল—'তোমাকে এ রূপে দেখ্‌ব অশোকা একেবারেই আশা করিনি—' অশোকা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর রাগের সহিত বলিল—'যে রূপ দেখ্‌লে সব ভুলে যাও, সেই রূপ দেখ্‌বার জন্যে সেখানে গিয়ে থাকোগে। রোগীপত্তর এসে ফিরে যাচ্ছে,—ডাক্তারবাবু বাসায় আছেন কি-না দশবার করে লোক দিনের মধ্যে আসে আর খোঁজ নেয়, সেদিকে খেয়াল নেই। বন্ধুর বউয়ের ভাবনা ভেবেই-তো তুমি গেলে। আমার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না, ভাবোও না জানি—কিন্তু যাদের জীবন মরণ তোমার ওপর নির্ভর করছে, তাদের প্রতিও কি দায়িত্বজ্ঞান হারিয়েছ ?—'

স্ত্রীর তীব্র তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়া প্রণব বলিল—'চলো, চলো —মেজাজ খারাপ করে কি বুবু !' অশোকার হাত ধরিতেই সে বলিল—'যাও, যাও—ও সব ভালো লাগেনা।' অশোকার হাত ধরিয়া প্রণব তাহাকে কাছে বসাইল। বলিল—'এত অভিমান করা কি সাজে বুবু ! ভেবে দেখ—' কথা বলিতে না দিয়া অশোকা বলিল —'কার ওপর অভিমান করবো বলোতো ? যে সর্‌ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবো, সেই সর্‌ষে পেয়েছে ভূতে—' অন্তরের বিপুল বেদনা উথলিয়া উঠিয়া অশোকাকে ক্ষিপ্ত করিবার উপক্রম করিল। সে সংযত হইবার

চেষ্টা করিল। নৈশ আহারের পর প্রণব শুইয়া অশোকাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে একজন অসহায়া রমণীর বুক-ভাঙা নৈরাশ্যের পথে সান্ত্বনা ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল বিপদে সাহায্য করা প্রত্যেক মানবাত্মার আদর্শ হওয়া উচিত—মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য নিজের দায়িত্ব স্বীকার করিতেই হয়।

প্রত্যেক জাগ্রত মানবাত্মার কাছেই জীবন একটা বিপুল সমস্যা, সব মানুষের অন্তরের ভাবই এক প্রকার। তাই ক্ষুদ্র স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া সে পরার্থপরতার দিকে চোখ ফিরাইয়াছে, সর্ব্বহারার কল্যাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে—আশ্রিতাকে পালন করিতেছে।

অশোকা উল্টা বুঝিতেছিল—মনে মনে ভাবিল—'একেই বলে প্রতারণা।' শেষে বলিল—'তোমার ও সব বড় বড় কথা শুনতে চাইনে—'

'—ম্যাটিসিনি কি বলছেন জানো—Your first duty is to humanity.' অশোকা অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। বলে—'জগতে কোন দিন maximএর অভাব হয় না। ও সব ঢের শুনেছি—I am quite tired—চুপ করে ঘুমোও—'

'— কি বুঝবে এর মর্ম্ম। ভেবে দেখ আজ যদি তুমি ঐ রকম বিপন্ন হ'তে?—পরকে আপন করে নেওয়াই তো মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম। তোমরা আর্টস্ নিয়ে সৌন্দর্য্যের সন্ধান করেছ, আমরা বিজ্ঞান নিয়ে মানুষের বেদনা ব্যাধি ও দুঃখ দূর করব কি ক'রে তারই সন্ধান করছি। তোমাদের মত ও পথের সঙ্গে আমাদের মত ও পথের ভিন্নতা রয়ে গেছে। উচিত ছিল তোমার এমন একজনকে

বিয়ে করা যে আর্টসের ভক্ত বা পূজারী—তাহলে সুখী হ'তে পারতে—'

—'হইনি বলে কোথাও কোনদিন কারো কাছে গলা ধরে কেঁদেছি বলতে পারো ?'

অশোকার কথা শেষ না হইতে প্রণব বলিল—'তুমি কি ভেবে দেখেছ তোমার মনের মধ্যে ক্ষিপ্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে? ভেবে দেখেছ কি তোমার অবচেতন মনের কোথায় যেন একটা ক্ষত হয়েছে ! — '

অশোকা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়া রহিল। প্রণব অনেক কথাই বলিল। অশোকা কোন উত্তর দিল না। শেষে প্রণব উত্তেজিত হইয়া বলিল— 'এটা জেনো বুবু ! মানুষের প্রাণ ব্যর্থ প্রণয়ের আঘাতেই ভেঙে যাবার মত ক্ষীণ দুর্ব্বল নয়, অতি বিপুল সংগ্রামের জন্যে সে সংসারে তৈরী হয়েছে। আমি আমার অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে অসহায় নারীকে সাহায্য করছি—এইতো আমার অপরাধ !'

শেষে স্ত্রীর পক্ষ হইতে কোন কথার সাড়া না পাইয়া প্রণব ঘুমাইয়া পড়িল। অশোকা ঘুমাইতে পরিল না। প্রথমে সে সমীরের সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজিত হইয়া পড়ে, শেষে স্বামীর কথা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যগুলির মত মনে কত অতীতের ছবি ফুটিয়া উঠিল। শেষ রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে প্রণব বলিল—'আচ্ছা বুবু ! আমাদের দুজনেরই মন খারাপ। এক কাজ করা যাক্— চলোনা সমীরকে নেমন্তন্ন করে আসি। সন্ধ্যে বেলা ওর গান শোনা যাবে। সেদিন তো ভালো করে শুনতেই পারলাম না।—'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অশোকা বিরক্ত হইল, বলিল—'না, তাকে নেমন্তন্ন কর্‌বার দরকার নেই। আমি ওসব পছন্দ করিনে। দু'একবার তার গান শুনে বুঝি তোমার কিছুতে আর—' প্রণব স্ত্রীর বিরক্তি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'আচ্ছা, আমি যদি নেমন্তন্ন করি—' অশোকা বলিল—'বেশ তো তার ওপরতো আমার কথা নেই কিন্তু সে এলে, আমি বাড়ী থাক্‌ব না।—' প্রণব ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। বলিল—'এত রাগ কেন তার ওপর—'

নরমস্বরে অশোকা বলিল—'তার ওপর রাগ হতে যাবে কেন? সে আমার কে? গান আরম্ভ করে, তারপর তোমার call আস্‌বে—তুমি হয়তো চলে যাবে—অনেক রকম ঝঞ্ঝাট আছে—' প্রণব বলিল—'সোজা কথায় বলো যে আমি তার আসা পছন্দ করিনে অত কথায় দরকার কি?' অশোকা বলিল—'বেশ তাই—'

প্রণব চা পান করিয়া বাহির হইয়া গেল। অশোকা আপন মনে 'এই স্বামী আর সেই সমীর আমার জীবনটাকে একেবারে নষ্ট কর্‌তে বসেছে; প্রাণের প্রবাহকে রোধ করে দিতে চায় এরা। মনে একটুও শান্তি পাচ্ছি নে। শান্তিই আজ আমার কাছে বড় কামনা হয়ে উঠেছে।' ভাবিতে ভাবিতে শেষে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মনীষা কাশীপুর হইতে বেড়াইয়া আসিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল সমীরের উপর অশোকার প্রাণের টান ছিল এবং সে বিবাহিতা হইলেও কলেজে পড়িতে পড়িতে যাহার সহিত এত আন্তরিকতা ছিল, তাহার দ্বারা প্রতারিতা হইতেছে। মনীষা বাড়ী গিয়া সেই কথাই ভাবিয়াছিল। তবে কি প্রণব এবং অশোকার বিবাহ Marriage of convenience—কে জানে? হইতেও পারে। মনীষা একদিকে যেমন চতুরা, অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিমতী।

অশোকার জীবনের পটভূমিকা দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহ দেখা গেল। সুযোগ পাইলেই সে বালিগঞ্জে প্রণবের বাসায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাকে পাইলে অশোকার মন একটু শান্তি পায়। মনীষা বৈকালে বেড়াইতে আসিল। চা পান করিতে করিতে অশোকা বলিল—'বড় অশান্তিতেই আছি। কোথায় যে যাই, আর কি যে করি, বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। এ সংসার ভালো লাগ্‌ছে না—ভাই—'

মনীষা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—'তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে, মদ্দার কাণ কাট্‌তে পারো!—' অশোকা বলিল - 'কি রকম!' মনীষা হাসিতে হাসিতে বলিল—'সেদিন যা কর্‌লে—গোড়াটায় তো বুঝতেই পারিনি। খুব চোর ধরেছিলে তুমি—' অশোকা হাসিয়া উঠিল। তারপর কথা প্রসঙ্গে অশোকা বলে—'ঐ স্বামী আমার জীবনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌ছে।—' এবার মনীষার গাম্ভীর্য্য দেখা গেল। সে বলিল—'বোধশক্তি হারিয়ো না তুমি, আগে ভাবো বাস্তবিক

তোমার স্বামীর দিক দিয়ে দোষ আছে কিনা ? তারও আগে ভেবে দেখা দরকার তোমার পক্ষে দোষ রয়েছে কি না—তারপর বিচার করে দেখ আর সেইমত কাজ করো। এ সংসার বড় কঠিন স্থান। মাথা খারাপ কর্‌লে পদে পদে নিজেই ঠক্‌বে, লাঞ্ছিত হবে—'

—'আমার পক্ষে কি দোষ তুমি দেখেছ ?'

'—কারও পক্ষে দোষ দেখবার কল্পনা নিয়ে আসিনি। এসেছি তোমার কাছে বেড়াতে। তুমি বল্‌ছ বলেই আমি বল্‌ছি। যদি রাগ না কর তো একটা স্পষ্ট কথা বলি—'

'—তোমার ওপর কেন রাগ কর্‌ব ?—বলনা—'

'—বর্ত্তমান সমাজের এই যে বিপুল অশান্তি, এই যে অন্তহীন অন্ধকার এর জন্যে মেয়ে পুরুষ উভয়েই অনেকটা দায়ী, একথা বোধ হয় অস্বীকার করনা। Sorrowfully do I look upon the present generation ! প্রণববাবুকে তুমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না, তাই নিয়ে মাথা খারাপ করছ—কিন্তু ভেতরে ভেতরে সমীরকে কতখানি ভালবেসেছ, কতখানি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছ, তুমি বলো আর না বলো আমাদের কি বুঝ্‌তে বাকী থাকে। যদি এটা কোন রকমে প্রণববাবুর কাছে কোনদিন disclosed হয়ে পড়ে ভেবেছ কি তিনি কিরূপ অবস্থায় এসে দাঁড়াবেন ?—'

'—উনি তো পরের স্ত্রী নিয়ে পাগল।'

'—আর তুমি ! Come to the point—'

'—আমি তো সমীরকে আর চাইনে—

'—এখন সমীরের স্বরূপ দেখ্‌তে পেয়েছ তাই—তোমার বিয়েও তো marriage of convenience—স্বামী আছে এই মাত্র। তোমাদের কাউকেই দোষ দিইনি—এর জন্য দায়ী এই বর্ত্তমান

সভ্যতা—This civilisation is the scourge of the human race—'

বাহিরে বোতাম টিপিতেই ভিতরে কলিং বেলের আওয়াজ হইল। অশোকা দরজা খুলিতেই দেখিল সমীরকে। সমীর বলিল—'আসতে পারিনি অনেক দিন, মনে কিছু করো না—পড়ার চাপ পড়েছে।'

দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ক্রোধের সহিত অশোকা বলিল—'Get out scoundrel! বেরিয়ে যাও শিগ্‌গির—তোমার মুখ দেখাও পাপ—Get out—Brute—It really seems terrible to me—' ক্রোধে আত্মহারা হইয়া অশোকা কিছু বলিতে পারিল না।

সমীর অশোকার রুদ্ররূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল—রাগ করছ কেন বুবু! আসতে পারিনে বলে কি এত রাগ করে? আরও একবার তুমি এই রকম রেগে দু'এককথা শুনিয়েছিলে—আজ বুঝি প্রণব বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? আমার কি অপরাধ বলো তো? What can I do for you—বলো, না হয় তাই করছি।'

অশোকা কোন উত্তর না দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মনীষা বুঝিতে পারিল—সমীর আসিয়াছে, কিন্তু সে বাহিরে আসিল না। দুইএকবার কলিং বেলের আওয়াজ হইল। অশোকা দরজা খুলিল না। আর কলিং বেলের আওয়াজ শোনা গেল না। অশোকা ঘরের মধ্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায় গর্জ্জন করিতেছিল।

মনীষা পিয়ানোর কাছে গিয়া বসিল, পিয়ানোর সুর দিতে দিতে বলিল—'তোমাকে বেটোফেনের ninth symphony শোনাই—শোনো অশোকা! এই অপূর্ব্ব রাগিণীর সুরতরঙ্গের ওপর দিয়ে যে স্বপ্নটী তোমার মাঝে ভেসে উঠ্‌বে, তাতেই লুকিয়ে থাক্‌বে তোমার

শান্তি—তোমার সান্ত্বনা—মহামঙ্গলের স্বপ্ন তুমি দেখ্‌বে এই সিম্‌ফনির ভেতর দিয়ে—'

পিয়ানো বাজিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অশোকা প্রকৃতিস্থ হইল। বলিল—'মনীষা! তুমি কি কেবল ভাবুকতা নিয়েই জীবন কাটাবে?'

'—ভাবুকতা ভিন্ন জগতে আর কি আছে অশোকা? রক্তমাংসের শরীরটাই তো সংসারে চরম চাওয়া পাওয়া নয়, বৃহৎ সত্তার কোন সন্ধান পেতে হ'লে, অন্তরে বিশ্বসঙ্গীতের কম্পন পেতে হ'লে ভাবুকতা চাই বই কি!—'

ইহার পর অশোকা কোন কথা বলিল না, তন্ময় হইয়া বাজনা শুনিতে লাগিল। পিয়ানো বাজানো শেষ হইল। অশোকা মনীষাকে একটা গান শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

মনীষা বলিল—'এর পর কোন গান, কোন সুর চলে না—এ হচ্ছে একেবারে আমাদের দেশের কীর্ত্তনের মত—কীর্ত্তনের পর কিছুই জমে না—' তার পর মনীষা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। অশোকাকে বলে—'দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওরকম একটা ড্রামাটিক সিন্ সৃষ্টি করা কি তোমার উচিত হয়েছে? লোকে কি ভাব্‌তে পারে বল তো—অন্য ফ্লাটে লোকগুলোও হয় তো শুনেছে।—'

'—কে আর এই কথা শুন্‌ছে—তুমিও যেমন—'

'—মাথা গরম না করে যদি ওকে ডেকে ভিতরে আন্‌তে, তা হ'লে দেখ্‌তে আমি ওকে কি রকম বিব্রত করে তুল্‌তাম, সব ফস্‌কে গেল। একেবারে বে-রসিক হয়ে গেছ অশোকা!—'

'—অত রসিকতা আসে না, মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে!'

প্রণব ঘরে প্রবেশ করিতেই প্রসঙ্গ থামিয়া গেল। মনীষা বলিল '—ডাক্তারবাবু! অশোকাকে এত দুঃখু দিচ্ছেন কেন? ও কত দুঃখু করে—কাঁদে!'

প্রণব বলিল—'ওকে তো আমি কোন দুঃখুই দিই নি। মানুষ যদি নিজের দুঃখু তৈরী ক'রে তার ভেতর জ্বলে পুড়ে মরে, তা অপরে কি করতে পারে? আমি কি চেষ্টা করিনি স্ত্রীকে সুখী করবার? Let her speak frankly—ও কি কোনদিন ভাব্‌বে না, নারীর প্রেমেই পুরুষের কল্যাণ—'

মনীষা বলিল—'আপনি কি আপনার বন্ধুপত্নীর কাছে যাতায়াত করা বন্ধ করতে পারেন না?—'

অধৈর্য্য হইয়া প্রণব বলিল—'কোন মতেই পারি নে—' মনীষা উত্তরে কিছু বলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু প্রণব অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তারপর কয়েক মিনিট পরে একখানি বই লইয়া নীচে নামিয়া গেল। প্রণব চলিয়া গেলে কক্ষটী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ ছিল। অশোকা বলিল—'শুন্‌লে!'

মনীষা কোন কথা বলিল না। শেষে অশোকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটির পর কলেজের ছেলে মেয়েরা একটি রবিবারে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিকের আয়োজন করিল। অশোকারও সেই পিক্‌নিকে নিমন্ত্রণ হইল। পিক্‌নিকে গিয়া সে আদৌ খুসী হইতে পারিল না। মণিকা ও সমীরকে লইয়া অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী ব্যস্ত। সকলেরই ধারণা আগামী বি, এ পরীক্ষায় ইহারাই কলেজের সুনাম বজায় রাখিবে। মণিকা অশোকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা করে, সমীর তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। বলে—'চলো, ঐ গাছতলায় বসা যাক্‌গে—'

অশোকা বেশ বুঝিতে পারে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সমীর ও মণিকার মধ্যে কথাবার্ত্তা চলে। পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহারা কথাবার্ত্তা বলে বটে, কিন্তু বেশ খোলাখুলি ভাবে বলে না। বোধ হয় সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়াই এইরূপ ব্যবহার সকলের নিকট হইতে পাইতেছে। একমাত্র মণীষাই তাহার অবলম্বন। সে সকল ছেলেমেয়ের সহিত রঙ্গতামাসা করার ভিতরও অশোকার দিকে নজর রাখিয়াছিল।

মনীষা বলিল—'অশোকা! at-home হতে পার্‌ছ না কেন?' অশোকা বলিল—'কেন যে হতে পার্‌ছি নে, নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। তোমাদের এ উৎসবে আমার মত লোকের না আসাই ছিল ভাল। বুঝতে পার্‌ছি তোমরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছ প্রকারান্তরে অপমান করবার জন্যে। আমার আসা খুব অন্যায় হয়েছে ভাই—তোমাদের আতিথ্য আমাকে সঙ্কুচিত করেছে।'

মনীষা বলিল—'—অভ্যর্থনায় তো ঔদার্য্যের অভাব হয়নি। প্রায় সকলেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছে। তারপর grouping করে যে যেখানে পাচ্ছে—হুল্লোড় করছে, এখন তুমি যদি বেঞ্চিতে নিরালায় বসে থাকো, সে আমরা কি করব ?—'

'আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি দেখে তুমিও তো মাঝে-মাঝে সমীরের সঙ্গে জুটছ ?—'

' --আমার সঙ্গে তো তার কোন ঝগড়া বিবাদ নেই অশোকা ! আর আমিও কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা পছন্দ করি নে—আমার কাছে তুমিও যেমন, সমীর ঠিক সেই রকমই। কোন দলভুক্ত আমি নই। রবিবাবুর ভাষায় বলতে গেলে "যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাবো তুষি।" মনের দ্বন্দ্ব সমস্যা আর তার ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে জীবনটাকে বিষিয়ে তোলা আমার ধাতে সয়না—'

অশোকা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে মিশোনা। I repeatedly request you মানে কথা হচ্ছে সমীরের সঙ্গেও তোমার সদ্ভাব আছে। লক্ষ্য করছিলাম সমীরের ওপর তোমার বেশ একটা টান রয়েছে। আমার বাসায় যাচ্ছিলে রগড় দেখবার জন্যে কেমন ? এইতো !'

বাদানুবাদ অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এজন্য মনীষা অশোকার নিকট হইতে নিজেকে দূরে রাখিল। একাকী বেঞ্চিতে বসিয়া বিষণ্ণা হইয়া অশোকা কত কথাই ভাবে। আপন মনে বলিল—'আমার উচিত হয়নি আসা। এসেছি যখন, চলে যাওয়াও ভাল দেখায় না। এ পৃথিবীর কেউ কি আমাকে ভালো বাসতে পারে না ? কি দোষ আমার ?' অশোকা নির্ব্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইল।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের নাচ গান, হাসি তামাসা এবং গল্প চলিতেছিল। আহারাদি অধিক বেলায় শেষ হইল।

সকলেই রহিল, কেবল অশোকা চলিয়া আসিল, কাহাকেও কিছু বলিয়া আসিল না। আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিল। বাসায় আসিয়া নিজের শয়ন কক্ষে শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষে আপনমনে বলিল—'মনীষাকে কতকটা অপ্রিয় কথা না শোনালেই ছিল ভালো।' পরক্ষণে মনে হয়—'কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি, সমীরের মত Scoundrel এর সঙ্গে যে কথা বলে, সে যেই হোক্ না কেন তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি? কেনই বা তাকে খাতির করতে যাব?—'

সন্ধ্যার পর প্রণব আসিল। কিন্তু প্রণবের কোন কথাই তাহার ভালো লাগিতেছিল না; মনে হইতেছিল এ পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। অথচ স্বামী আছে, মা আছে, বোন, ভগ্নীপতি আছে—জমিদারী রহিয়াছে, কোনদিকে অভাব নাই।

আপনমনে বলিল—'আমার বরাতটাই মন্দ। মা কাশী চলে গেলেন। এত কাঁদলাম, শুনলেন না। গিয়েও কাশী থেকে অনেকদিন অন্তর চিঠি দেন মাত্র, স্বামীও যদি ভালো হোতো—' নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে। প্রণবও দুই একটি কথা ভিন্ন স্ত্রীর সহিত বিশেষ কথা বলে না।

প্রণবের মনে শান্তি নাই। সে যে শুধু তাহার স্ত্রীর ব্যবহারে মনোকষ্ট পাইতেছে তাহা নহে, সরমার মনও যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সরমা তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলে না। তাহার মনে হয় সরমা উদাসিনী। যাহার স্নেহ সে পাইয়াছে, তাহাকেও সে যদি সম্পূর্ণ সুখী না করিতে পারে, তাহা হইলেও তো সমস্যা বটে! তবে কি সমস্যার সমাধান হইবে না! স্ত্রী তো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াই থাকে। জীবনের অধিষ্ঠাত্রীর

পদে যাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে সে বিরূপ, বিরক্ত এবং কড়া মেজাজী হইয়া পড়িয়াছে। ইহা মোটেই তাহার কাছে ভাল লাগে না। তাহার একমাত্র সান্ত্বনা বলিয়া মনে হইত সরমাকে লইয়া।

সকালে উঠিয়া অশোকা বলিল—'আমি মনে করছি দিন কতক দিদির কাছে গিয়ে থাক্‌ব।' প্রণব বলিল—'কেন, কি হয়েছে তোমার বলোতো?' উত্তরে অশোকা বলিল—'আমার এখানে ভালো লাগ্‌ছে না, দিদির ওখানে বহুদিন যাইনি দেখবার জন্যে মনটা খারাপ হয়েছে। অশোকার কথায় প্রণব বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া বলিল—'আমি আর কি বল্‌ব যা ভালো বোঝ, তাই করো।'

প্রণব ভাবিল কথাবার্ত্তায় কাজেকর্ম্মে অশোকা ছন্দ হারাইয়াছে; সুতরাং, তাহার পক্ষে আপত্তি না করাই ভালো। হয়তো বোনের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর তাহার হারানো ছন্দকে খুঁজিয়া পাইবে। সে অনুভব করিতে লাগিল মানুষের মনের ব্যাধি দূর করা কঠিন। প্রণবের সমস্ত উৎসাহ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, অশোকা তাহার দিদির বাড়ীতে যাইবে শুনিয়া অবধি। কিন্তু স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল না, পাছে পারিবারিক অশান্তি তীব্র হইয়া উঠে।

দুপুর বেলায় আহারাদির পর অশোকা ট্যাক্সি করিয়া দিদির বাড়ী চলিয়া গেল। ট্যাক্সিতে উঠিবার সময়ে অশোকা স্বামীকে কোন কথা বলিল না। প্রণব নীরবে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সরমার বাসার দিকে যাইবার জন্য সোফেয়ারকে গাড়ী ঠিক করিতে বলিল।

সরমা তখন বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। প্রণব গিয়া বসিল। বলিল—'দিদি! বুবু আজ তার বোনের বাড়ী চলে গেল।'

সরমা বিস্মিত হইয়া বলিল—'আজ হঠাৎ? বোনের বাড়ী থেকে বুঝি কেউ নিতে এসেছিল?—' অপ্রসন্ন স্বরে প্রণব বলিল—'না দিদি, কেউ আসে নি, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও বল্‌লো দিদির বাড়ী যাবো—আপত্তি কর্‌লাম না। যাক্‌, অনেক দিনতো সেখানে যায়নি—' সরমা রামায়ণখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—'কাল রাত্রে বুঝি তোমাদের ভেতর ঝগড়াঝাটি হয়েছে?' প্রণব বলিল—'কিছুই হয়নি দিদি! ও কাল গিয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চড়িভাতি কর্‌তে—সেখান থেকে ফিরে এসে অবধি ওর মন মেজাজ যে বেশ খারাপ হয়েছে, তা লক্ষ্য কর্‌লুম। সাহস কর্‌লাম না বেশী কিছু বল্‌তে—তারপর ঘুম থেকে উঠেই বল্‌লো দিদির বাড়ী যাবো—'

সরমা কোন কথা বলিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল। তাহার মুখে যে পাংশুবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে তাহা যেন আরও ঘনীভূত হইল। তারপর বলিল—'আচ্ছা দাদা! এক কাজ কর্‌লে হয় না—' প্রণব আগ্রহের সহিত বলিল—'কি দিদি!'

সরমা বলিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু বলিল না। প্রণব এজন্য আরও বিস্মিত হইল। বলিল—'দিদি! তুমিও কি আমাকে স্নেহে বঞ্চিত কর্‌তে চাও?—কি বল্‌তে যাচ্ছিলে বল্‌লে না।—' সরমা বলিল—'সময় হ'লে বল্‌ব, এখন নয়। আমি তোমাকে স্নেহে বঞ্চিত কর্‌ব কেন দাদা! তোমার স্নেহ পেয়েই তো আমার জীবনটা এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

প্রণব বলিল—'ও কথা বলো না দিদি! জীবন দিয়েও তোমাকে সুখী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।' সরমা চোখের জল সামলাইতে পারিল না। '—ও কি দিদি! কাঁদ্‌ছ কেন? তোমারও কি মাথা খারাপ

হয়ে গেল।' সরমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। প্রণব বলিল—'কি এমন কথা দিদি! যে সময় হলে বল্‌বে আমাকে?' সরমা বলিল —'ক্ষমা করো দাদা, পরে বল্‌ব। ও নিয়ে আর কথা তুলোনা।' এ কথার পর প্রণব কিছু বলিল না। অন্য কথা উঠিল।

মেনকা বোনকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া বিস্মিতও হইল। মেনকা বলিল—'বুবু! তুই যে চলে এলি—' অশোকা বলিল—'তোমাদের দেখ্‌বার জন্যে মনটা বড় খারাপ হয়ে উঠেছে তাই এলাম,—ওখানে ভালোও লাগ্‌ছেনা—' মেনকা বলিল—'প্রণবের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি!'

'—না দিদি! ঝগড়া কর্‌তে যাবো কেন—' বলিয়া অশোকা মেনকার সহিত তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যেন খানিক পরে আসিল। বলিল—'তবু ভালো আমাদের কথা তোমার মনে পড়েছে!' অশোকা হাঁসিল। সত্যেন বলিল—'বেশ! এখন কিছু দিন থেকে যাও কেমন? বরের জন্যে মন কেমন কর্‌বে না তো?' অশোকা হাসিয়া বলিল—'যান্ জামাইবাবু আপনি ভারি ইয়ে—' খাণিকক্ষণ ধরিয়া সত্যেন শালির সহিত ঠাট্টা তামাসা করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

অশোকা খেয়ালের বশে আসিল কি স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসিল মেনকা ঠিক বুঝিতে পারিল না। অশোকা যে বরাবরই অভিমানিনী এই ধারণা মেনকার মনে বহুদিন হইতে দৃঢ়রূপে রহিয়াছে। ভাবিল—এ সম্বন্ধে পরে জানা যাবে। দু'একদিন যাক্।

স্বামীকে মেনকা অশোকার অগোচরে বলিল—'ও যে রকম অভিমানী মেয়ে, মনে হয় প্রণব কিছু বলেছে, তাই এখানে চলে এসেছে। ওর চোখ মুখের ভাব দেখে বুঝ্তে পার্ছ না? চোখে মুখে কালি ঢালা—অমন যে রূপ, একেবারে মলিন হয়ে গেছে, উদাস-ভাব, কথার ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তোমার সঙ্গে রঙ্গরস কর্তে কর্তেও লক্ষ্য করেছি ও পলকের মধ্যে বিমর্ষ হয়ে যায়, তারপর নিজেকে সাম্লাবার চেষ্টা করে।'

সত্যেন বলিল—'এ তো ভাল কথা নয়। তুমি ওর মনের কথা বের কর্বার চেষ্টা কর।' অশোকা আসিয়া পড়ে। স্বামী-স্ত্রী অন্য কথা লইয়া সেকথা চাপা দেয়।

কিছুদিন পরে মেনকা অশোকাব মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাইল। স্বামীকে সমস্তই খুলিয়া বলিল। প্রণবের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সত্যেন ইহার পর সন্ধান লইতে লাগিল। তারপর একদিন দুপুর বেলায় আহারাদির পর শয়ন কক্ষে বসিয়া মেনকা ও সত্যেন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। পৃথিবীর নানা সমস্যার কথা ও যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে প্রসঙ্গ উঠিতেই অশোকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

সত্যেন সে সময়ে মেনকাকে বলিতেছিল—'সমস্যা তখনই সরল হবে যখন আমাদের জীবন যাত্রাও সরল হবে। আদর্শ ফিরে আস্বে।' অশোকা ঐ প্রসঙ্গে যোগদান করিল। বলিল—'সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতাই জীবনকে জটিল করে তুল্ছে জামাইবাবু! যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা মানুষের মধ্যেও ক্ষুদ্রতা আর হীনতা থাক্বে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সমস্যাই দূর হবে না।'

সত্যেন বলিল—'খুব সত্যি কথা বুবু! কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যদি সহৃদয় দৃষ্টি প্রসারিত করে তা হলে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার হ্রাস হতে-

পারে। এই ধারণা কেন? আমাদের প্রণব সে ক্ষুদ্রতা বা হীনতা কাকে বলে জানে না, আর তুমি অমন স্বামী পেয়েও তোমার নৈতিক সমস্যাকে জটিল করে তুল্‌ছ? জীবনে অশান্তির ঝড় এনে দিয়েছ। এটা জেনো বুবু! এরকম যদি কর life will soon grow wearisome for you like a banquet at a stranger's festival like a level road leading nowhere.'

অশোকা উত্তেজিতা হইয়া বলিল—'কোথায় আমার সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা দেখ্‌লেন জামাইবাবু!'

সত্যেন বলিল—'সব খোঁজ পেয়েছি—জানো, প্রণব কত মহৎ! সে একটা অনাথা অসহায়া ভদ্রঘরের বউয়ের সমস্ত ভরণ-পোষণ কর্‌ছে—'

'—তাতেও তার স্বার্থপরতা আছে—'

'—কি তার স্বার্থপরতা!'

'—দিদির মুখে শুন্‌তে পাবেন—'

'—দিদির মুখে কেন? নিজেই জানি। তোমার দিদির মুখে শুনে আমি ডাক্তার রায়ের কাছে গিয়েছিলুম। ডাক্তার রায়কে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। জানো, প্রণব সেই স্ত্রীলোকটীকে দিদি বলে- সেই স্ত্রীলোক প্রণবের ভাইফোঁটা করেছে। তিনিই একদিন তোমাকে বরণ করে তুলে নিয়েছিলেন ডাক্তার রায়ের বাড়ীতে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী।'

সত্যেনের আরক্ত নয়নের দিকে অশোকা চাহিতে পারিল না! মুখ বুঁজিয়া রহিল। সত্যেনকে অশোকা একটু ভয় করে, কিছু বলিতে পারে না। সত্যেন বলিতে থাকে—'আজ যে প্রণব অশান্তি ভোগ কর্‌ছে তার জন্যে কে দায়ী—It is you who is responsible

for that.—তোমার মত একটা শিক্ষিতা মেয়ে যদি মানিয়ে গুছিয়ে সংসার না কর্‌তে পারে তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে শিক্ষার কোন সার্থকতা নেই—'

ইহার উত্তরে অশোকা বলিল—'যান্ যান্—আপনি তো পুরুষের হয়েই কথা বল্‌বেন, সে আমি জানি। মেয়েদের দিক্‌টা দেখ্‌বার মত চোখ আপনার নেই—ও সব biassed opinion—'

ভিতরে আঘাত পাইয়া বাহিরে কোনরূপে ক্রোধ চাপিয়া সে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই অবাক হইল। সত্যেন বলিল—'আমি কি এমন বুবুকে বলেছি বলো তো?' মেনকা বলিল—'ছেড়ে দাও ওর কথা—ঐ এক রকমেরই মেয়ে—'

অশোকা মানসিক আঘাত পাইয়া ভাবিল—আজই সে একটা প্রলয়ঙ্করী ব্যাপারের মধ্য দিয়া অভিযান করিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সকলের নিকট হইতে আঘাত পাইয়া সে আর কত সহ্য করিবে! সহ্যেরও তো সীমা আছে। সে আপন মনে বলে—'জীবনের এতখানি পথ হেঁটেও আমি কি দেখলাম!—দেখলাম—নিজেকে আহত, ক্ষতবিক্ষত, লাঞ্ছিত আর নির্য্যাতিত।' দ্রুতগতিতে সে নীচে আসিয়া একেবারে রাজপথে দাঁড়াইল এবং ট্যাক্সিতে উঠিয়া বালিগঞ্জের দিকে যাত্রা করিল।

সারাপথ সে উত্তেজনার মধ্য দিয়া চলিয়াছে—কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাহার নাই। ট্যাক্সিতে বসিয়া আপন মনে বলিতে থাকে—'আজ সরমার সঙ্গে বোঝাপড়া করব—হয় এ পৃথিবীতে তার স্থান থাক্‌বে, আমি সরে পড়্‌বো—আর আর না হয়—' সে ভাবিতে পারে না।

শেষে ভাবে—'সত্যই আমি কি উন্মাদ ! কে বলে আমি উন্মাদ ?—আত্মসম্মানের ওপর কথা বল্‌বে, তাই সহ্য করব ? নারী কি জগতে এতই দুর্ব্বল ! এতই অসহায়—তার জন্যে কি এ পৃথিবী নয় ? পুরুষের আধিপত্যই কি শুধু এ পৃথিবী স্বীকার করবে ? নারীর কোন মর্য্যাদা থাক্‌বে না !'

অশোকা ট্যাক্সির উপর উঠিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ঘড়িতে টং করিয়া বারোটা বাজিল। রাত্রি গভীর। মণিকা বিনিদ্রা হইয়া বারেবারে সমীরের ফটোখানি দেখিতে লাগিল। গৃহদ্বার বন্ধ। ফটোখানির প্রতি দৃষ্টি দিয়া অনেক কথাই মনে পড়ে; বিশেষতঃ সমীরের সেই কথা—তাহাকে না পাইলে জীবনের অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। আপন মনে বলে—'ও আমাকে পরাজিত করেছে, ও কে জয় কর্‌তে পার্‌লাম কই! 'নিজেকে প্রশ্ন করে—'উচ্ছৃঙ্খলতা মনের স্বাভাবিক আবেগ ও নির্ভীকতার পরিণাম নয় কি?' তারপর বড় বউদির ভাই মৃণালের কথা ভাবে। নিজের মনে বলে—'তা বলে বউদির মতলব কাজে হতে দেবোনা, এতে যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে—'—সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কথা অন্তরে উদিত হয়। মহাকাব্যের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ঘরে বাইরে সামাজিক গণ্ডী লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহসিকতা দেখা যায়। মনে পড়ে শতবাধা নিষেধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙিয়া সমাজনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর তরুণ তরুণীর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা। চাকুরীর ক্ষেত্রে, ট্রাম বাসে, সিনেমা থিয়েটারে, কলেজে এবং নানা জায়গায় তরুণতরুণীর একত্র সমাবেশ—সমাজ গতিরোধ করিতে পারিয়াছে কি? সমাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যবস্থা কয়জন গ্রাহ্য করে!

ভাবিতে ভাবিতে পরক্ষণে মনে হয় দাম্পত্য জীবন গঠন করিয়াও তো মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার করিতেছে। মনোজগতের আনন্দকে প্রকাশ করিবার জন্য যৌবনের আবির্ভাব। যৌবন সম্ভোগ সার্থক করিবার জন্য বর্হির্জগতকে আমন্ত্রণ। প্রেমে আদিম প্রবৃত্তি

আছে, পাশবিকতা নাই। সমীরের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে না তো! প্রেম বিপ্লবী। এরূপ দুঃসাহসিকতা দেখাইলে কি সে জগতের কাছে ঘৃণ্য বা অপরাধী হইবে ইহাও ভাবে।

বাঙ্‌লার হিন্দুসমাজের পণপ্রথার কথা নিজের মনে আলোচনা করিতে থাকে। সমাজ এ বিষয়ের প্রশ্রয় দিতেছে অথচ কত বড় অন্যায় ও পাপ করিতেছে, তাহা ভাবে না। স্মৃতির অনুশাসন ভাঙিয়া সমাজ মাংস বেচিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। সমাজ কি অধর্ম্মচারী নয়! ভালোবাসার বিবাহই তবে ভালো। মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, সে যাহা ভালো বুঝিবে তাহাই করিবে, কাহারও কথা শুনিবে না।

আপন মনে বলে—'ব্রাহ্মই হবো, ক্ষতি কি!' সমীরকে জীবনে পাওয়ার পথে একটু চিন্তার কারণ আছে। সমীর ব্রাহ্ম এবং ধনীর সন্তান। আর সে?—মধ্যবিত্ত হিন্দু গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে। সমস্যা এখানেই। অতীত দিনের কথা একে একে স্মরণ হয়। কোনদিন পাঠ্য পুস্তকের অক্ষরগুলির বাহিরে আসিয়া বিশ্বকে দেখে নাই, নিজের রূপ যৌবনের দিকেও লক্ষ্য করে নাই—কবে যৌবন আসিয়াছে, কে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ভালোবাসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, তাহার রূপমুগ্ধ হইয়া আবেগ সংযত করিয়াছে তাহাও জানিতে পারে নাই।

কুমারী সুলভ লাজুকতা লইয়া সহশিক্ষার আবেষ্টনীর মধ্যে তরুণ সহপাঠীদের চটুল-চপল কথা, হাস্যপরিহাস এবং নানাপ্রকার ফিকির-ফন্দী সে উপেক্ষা করিয়াছে। সমীরই তাহার মন ভুলাইয়াছে। ফটো খানি বুকের মধ্যে আনিয়া পরক্ষণে ওষ্ঠপুটে রাখে। বলে—'বলো, আমাকে জীবন সঙ্গিনী করে রাখ্‌বে—'তারপর ফটোখানি টেবিলে

রাখিয়া বড় আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বিজলীবাতি জ্বলিতেছিল। নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই আত্মহারা। সমীর যদি তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, তখন উপায়!

চেয়ারে হেলান দিয়া চোখ বুজিল। ঠিক—লাভ ইজ এ মিষ্ট্রি প্রেম রহস্যময়ী। চলচ্চিত্রের মত অন্তরে ফুটিয়া ওঠে চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব লইয়া প্রগতির পথে তরুণ জনতার ভিড়। অত্যন্ত উত্তেজিতা হইয়া মণিকা বিছানায় শুইয়া পড়িল। ঘড়িতে তখন প্রায় দুইটা বাজে। মণিকার মুখে চিন্তার রেখাগুলি ঘনীভূত; স্বপ্নে সমীরকে দেখিতে পাইল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে চেঁচাইয়া বলিয়া ওঠে—'বলো, আমাকে নিয়ে সংসার গড়বে—' নিস্তব্ধ রাত্রিতে সকলে নিদ্রামগ্ন। একথা কাহারও কাণে পৌঁছাইল কি না কে জানে!

পরদিন প্রভাতে মণিকা যে সময়ে উঠিয়া পড়িতে বসে, সে সময় উত্তীর্ণ হইল। তাহার ঘরের দ্বার বন্ধ দেখিয়া হৈমবতী ভাবিলেন বোধহয় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছে, তাই এখনও ঘুমাইতেছে। হৈমবতী তাহাকে ডাকিলেন না। কিয়ৎক্ষণপরে সমীর আসিল। প্রথমেই মণিকার বড় বউদিদি প্রণতির সঙ্গে দেখা।

প্রণতি বলিল—'অনেকদিন যে আর এদিকে আসো না, কি ব্যাপার! ভুলে গেলে নাকি!—' সমীর হাসিয়া বলিল—'পড়ার চাপ পড়েছে তাই, ভুলবো কেন—মণিকা কোথায়!'

প্রণতি বলিল—'এখনও ঘুমুচ্ছে—'

সবিস্ময়ে সমীর জিজ্ঞাসা করিল—'এত বেলা পর্য্যন্ত—'

প্রণতির মুখ রক্তিমাভ হইল। একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—'বোধ হয় অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়েছিল—'

সমীর স্মিতমুখে বলিল—'এবার দেখছি Universityতে ফার্ষ্ট হবে—'

হৈমবতী বারান্দা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন—'আমাদের কথা কি ভুলে গেছ বাবা—'

এ কথায় সমীর একটু অপ্রস্তত হইয়া বলিল—'তা নয়, পরীক্ষা আস্‌ছে, একটু পড়াশুনা কর্‌তে হচ্ছে—'

হৈমবতী প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়া বলিলেন—'বেশ বেশ, ভালো করে পাশ করো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—'

তারপর বারান্দা দিয়া প্রণতির সহিত সমীর মণিকার ঘরের দিকে গেল। হৈমবতী রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

প্রণতি জোরে কড়া নাড়া দিয়া দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিল—'ঠাকুরঝি! দরজা খোলো, কে এসেছে দেখ—'

মণিকার ঘুম ভাঙিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিতেই সমীরকে দেখিয়া বলিল—'Good morning! এস, এস—'মণিকা সমীরের অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত হইল। ভাবিল ইচ্ছাশক্তির জোর আছে। সমীর প্রত্যভিবাদন জানাইয়া ঘরে ঢুকিল। প্রণতি হাসিতে হাসিতে বলিল—'আচ্ছা তা হলে তোমরা গল্প করো, চা করে নিয়ে আসি—'

সমীর বলিল—'না থাক্ বউদি, খেয়ে এসেছি—'

'—সে কি হয়—'বলিয়া প্রণতি আঁচল ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজের ঘরে গেল এবং ষ্টোভ লইয়া চায়ের ব্যবস্থা আরম্ভ করিল।

বরাবরই প্রণতির ইচ্ছা মণিকা বি, এ পাশ করিলে তাহার ছোট ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিবে। স্বামী পৃথ্বীশ বাবুও প্রণতির কথায়

সম্মতি দিয়া রাখিয়াছেন। প্রণতির ছোট ভাই মৃণাল এম, এস্, সি পাশ করিয়া—অফিসে কেমিষ্টের কাজ করিতেছে। মোটা বেতন পায়। প্রণতির বাপের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভালো।

মণিকাদের সংসারে বধূরূপে আসিয়া তাহাকে দারিদ্র্যের রূপ দেখিতে হইয়াছে। পৃথ্বীশবাবু সামান্য বেতনে সওদাগরী অফিসে কাজ করেন, রেস খেলার দিকে একটু ঝোঁক আছে, তাই অর্থ অপব্যয়ও হইয়া যায়। প্রত্যেক সপ্তাহে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়া শেষে ম্লান মুখে বাড়ী ফেরেন। নেশা এমনই ছাড়িতে পারেন না।

প্রণতি এজন্য মানসিক অশান্তি ভোগ করে। বন্ধ্যা বধূর একমাত্র সংসারের আকর্ষণ স্বামী। সে স্বামী ভালো লেখাপড়া জানে না, তাহার উপর রেস খেলে। স্ত্রীর মন ইহাতে কিরূপ ভাঙিয়া পড়ে সহজেই অনুমেয়। হৈমবতী উত্তরাধিকারসূত্রে বাপের বাড়ী হইতে কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। পুঁজি ভাঙ্গাইয়া মেয়েকে পড়াইতে আরম্ভ করেন, পড়া শুনায় তাহার উন্নতি দেখিয়া মাতৃহৃদয় গর্ব্বানুভব করে। মেয়েও মায়ের অনুগত, বরং পুত্র ও পুত্রবধুর সহিত প্রায়ই কলহ বিবাদ হয়। বহুবার কাশী যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মণিকার জন্য পারেন নাই। তাই দুঃখের সহিত তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—'তুই আমার পায়ের বেড়ী হলি—' মণিকার বাবা চাকুরীজীবী ছিলেন এবং বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, শুধু পুরাতন পৈতৃক বাড়ীখানি ও সামান্য কয়েক শত টাকা। ছেলে মানুষ না হওয়ায় তাঁহার মনে যে আঘাত লাগিয়া ছিল সে আঘাতের উপর ছোট ছেলে নীতিশের শৈশব অবস্থায় মৃত্যু, তাঁহার পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার কারণ বলিয়া মনে হয়। পঞ্চাশের কোঠায় পা না দিতেই তাঁহার মৃত্যু হওয়া আকস্মিক বিপর্য্যয় বলা যায়। পৃথ্বীশের বিবাহের কয়েক

মাস পরেই তিনি সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে মারা গেলেন। সংসারের সকল বোঝা হৈমবতীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িল।

বছর খানেক ধরিয়া প্রণতি কেবলই বলিতেছে মণিকার সহিত মৃণালের বিবাহ দিতে হইবে।

বি, এ পাশের পর এ বিষয়ে ঠিক করা যাইবে বলিয়া হৈমবতী মত প্রকাশ করিয়াছেন,—পৃথ্বীশের অমত তো হইতেই পারে না। স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাহার নাই। প্রণতির সকল কথাই পৃথ্বীশ শুনিয়া থাকে,—রেসের কথা উঠিলে সে প্রণতির উপর বিরক্তি প্রকাশ করে।

এই ক্ষুদ্র পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমীর যে আবহাওয়া অল্প দিনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে তাহা পারিবারিক ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ কি না কে বলিতে পারে!

মণিকা চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ইজিচেয়ারে গা হেলাইয়া সমীর গল্প করিতেছ। প্রণতি চা ও কয়েকখানি বিস্কুট আনিয়া সমীর ও মণিকার নিকটবর্ত্তী যে টিপয় ছিল তাহার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। পরস্পর চা পান করিতে করিতে কথা চলে।

মণিকা বলিল—'তোমাতে আমাতে নিরিবিলি নিঃসঙ্কোচে এতদিন প্রাণের আদান প্রদান হয়েছে দুজনে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার—'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সমীর উত্তর দিল—'এত ব্যস্ত কেন! হবে—'

মণিকা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—'তা হয় না, তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি আমার জীবনে আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে যেওনা—'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সমীর হাসিতে হাসিতে বলিল—'এ সব অবান্তর কথা তুল্‌ছ কেন, তোমার কাছে এলাম গল্পগুজব কর্‌তে—'

মণিকা একটু বেগের সহিত বলিল—'পাকা করে তোলা দরকার—যেখানে নিজেদের সবখানি জানা হয়ে গিয়েছে সেখানে সবটুকু পরিষ্কার হওয়া ভালো নয় কি!'

ক্ষণস্থায়ী নীরবতার মধ্যে সমীর ভাবিল এ কথার কি উত্তর দেবো,—বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম করা কি সম্ভব হবে! ইচ্ছার অবর্ত্তমানেও মণিকাকে বিয়ে কর্‌তে হবে এইখানেই তো সমস্যা।

সমীর দৃঢ় অথচ শান্তভাবে বলিল—'আচ্ছা সে হবে, সাম্‌নে পরীক্ষা তারপর যা হয় করা যাবে—'

স্মিতমুখে মণিকা বলিল—'পরীক্ষার পড়া তৈয়ারী সঙ্গে সঙ্গে এখনও তোমার আমার মধ্যে রোজ নিরিবিলি বাগান বাড়ীতে থাকা সেই একই ভাব, কাল যেতে পারিনি আজ ছুটে এসেছ, কেমন এই তো! সদ্ভাব দেখিয়ে তুমি আমার প্রস্তাব উপেক্ষা কর্‌বে তা হয় না, তার আগে নিজের পথ বেছে নেবো—'

'—আমরা যে ব্রাহ্ম—'

'—হলেই বা, আমি ও হবো। জানো তো প্রেম বিপ্লবী—রক্তরঙের ফসল ফলায় প্রেম—'

—'কিন্তু তোমার মা—'

'—সে ভাবনা আমার, তোমার নয়। মাকে মত করিয়ে নিতে পার্‌বো আর অমত হয় তাতেও আমাদের বিয়ে আট্‌কাবে না—কপটতা দেখিও না, প্রতারিত করোনা। স্পষ্ট বলো আমাকে বিয়ে কর্‌বে কি না—'

নিজের মনে বলিল—'এখন যদি অমত করি অশোকার কাছ থেকে যেমন অপমানিত হয়েছি, তেমনি হব এর কাছে—'

কম্পিতস্বরে সমীর বলিল—'আজ ও কথা থাক্—'

উগ্রকণ্ঠে মণিকা বলিল—'ও আমি বুঝি তোমার সুখের পথে কাঁটা। আমাকে আর কিছু দিন পরে যখন ভালো লাগ্‌বে না তখন আবার অন্য একজনকে মজিয়ে তুল্‌বে—এই তো! যেমন অশোকার সঙ্গে—'

এ কথায় সমীর চমকাইল। তবে কি মণিকা সব খবর রাখে! চোখে মুখে বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিল। মনোরম কথাবার্ত্তা বলিবার উৎসাহের মাত্রা হ্রাস পাইল।

শেষে ম্লানমুখে বলিল—'রাগ কর্‌ছো কেন, যুদ্ধ বেধেছে এর ঢেউ এদেশের দিকে আসতে পারে' যুদ্ধের গতি আর প্রকৃতি এখন লক্ষ্য করা দরকার। যদি ধর আমাদের বিয়ের পর যুদ্ধ এদেশে আসে,—বোমার আঘাতে আমাদের মধ্যে একজন মারা যাই—'

গম্ভীর সুরে মণিকা উত্তর দিল—'ও সব কথার কোন অর্থ হয় না, বুঝেছি তুমি আমাকে আত্মনাশের পথে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে চাও—'

সমীর আবেগভরে বলিল—'না, না আমাকে ভুল বুঝো না—'

মণিকা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—'তা হলে বলো তুমি প্রস্তুত—'

সমীরের চোখ মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। প্রফুল্লতা দেখাইয়া বলিল—'দুপুরবেলা বাগান বাড়ীতে যাচ্ছো তো আজ,—সে সময় বল্‌বো—'

মণিকা গম্ভীর ভাবে বলিল—'বেশ তোমার কাছ থেকে আজ শেষ জবাব জান্‌তে চাই,—তোমার উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল চরিতার্থ কর্‌বার

জন্যে জগতে আসিনি, এ আমার অসঙ্গত দাবী নয়, সঙ্গত দাবী তোমাকে আমার সমগ্র জীবনের সাথী করা—তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করেছ, ধর্ষ্ম করোনি, নিজেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি তোমার বাহুর মধ্যে অপরিসীম আনন্দ আর তৃপ্তি দিয়েছ বলে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, এখন সমগ্র জীবন ধরে আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বৈধ সুযোগ দেবার জন্যে তুমি প্রস্তুত হও।'

একথার পর সমীর বুঝিল মণিকার মনের বীণার স্বরগ্রামে অঙ্গুলি চালনা করিয়া যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে তাহা দীপকরাগ, মেঘমল্লার রাগিনী নয়।

সমীর বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিল—'তা হলে আসি, দুপুরবেলায় যেও— তখন এ সম্বন্ধে কথা হবে। বুঝে দেখ, এখানে বসে সব কথা হ'তে পারে না—'

মণিকা আঁচল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—'বেশ দুপুরবেলায় হবে কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো, জোর করে লজ্জার কোন চিহ্নই তোমার কাছে চেপে রাখিনি, তোমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করিনি—এই যে আত্মদান, এর প্রতিদানে তুমি আমাকে প্রতারিত করবে তা হতে দেবো না—মনে পড়ে কত অনুনয় বিনয়, কত মিথ্যা স্তুতি কত প্রতিশ্রুতির ভেতর দিয়ে আমাকে পেয়েছ—পুরুষ এম্নি করেই নারীকে প্রেমের পথে টেনে আনে, নারী ধরা দেয়—'

সমীর চলিয়া গেল।

প্রণতি অসিয়া বলিল—'কি ব্যাপার ঠাকুর ঝি—'

মণিকা তখন উত্তেজিতা অবস্থায় ছিল। বলিল—'কি ব্যাপার হবে—'

প্রণতি হাসিল। বলিল—'শুনেছি সব—'

'—তবে আর জিজ্ঞেস কর্‌ছ কেন?—'

'—তুমি বুঝি ওকে বিয়ে কর্‌তে চাও—'

'নিশ্চয়ই। তাইতো অনেক দূর এগিয়েছি—'

এরূপভাবে মণিকা প্রণতিকে বলিল তাহা প্রণতির চিন্তাতীত ছিল। ভাবিল লেখাপড়া শিখ্‌লে বুঝি মেয়েরা এইরকম হয়।

তারপর স্মিতমুখে বলিল—'ওরা যে বেম্‌মো—আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে কেমন করে হবে!—'

শান্তস্বরে মণিকা বলিল—'ওসব দেখবার আমার দর্‌কার নেই।—Special marriage Actএর জোরে ওকে বিয়ে কর্‌বো। প্রেম সমাজের অনুশাসনের বহু ঊর্দ্ধে বউদি—ভালোবাসার স্থান কাল পাত্রভেদ বিচার নেই—'

'তুমি কলেজে পড়ে এতদূর পর্য্যন্ত এগিয়েছ—বাঃ চমৎকার শিক্ষা তো—'

'—তোমার মত তো ক্লাস নাইনের পুঁজিপাটা নিয়ে পথ চলিনে—'

'কিন্তু আমি বাড়ী বসে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছি—পাশের ছাপ না থাক্‌তে পারে, তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান কম নয়—' দুইজনের বাগ্‌ বিতণ্ডা শুনিয়া হৈমবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন—'ননদ ভাজে বচসা হচ্ছে কেন?—'

প্রণতি বলিল—'আপনি তো জানেন মা, ছোটভাই মৃণালের সঙ্গে ঠাকুরঝির বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্‌ একরকম হয়ে গেছে,—ও এখন বল্‌ছে সমীরকে বিয়ে কর্‌বে। এ কি রকম কথা—ওরা বেম্‌মো—'

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

উত্তেজিত হইয়া মণিকা বলিল—'চিরাচরিত সমাজ প্রথাই যে মেনে চল্‌তে হবে এমনতো কথা নয়, ব্রাহ্ম ও হিন্দু,—মত আর পথ একটু ভিন্ন হতে পারে—'

প্রণতি বিরক্তির স্বরে বলিল—'তোমার এ মতলব আমার ভালো লাগ্‌ছে না। Special marriage Actএ ডাইভোর্স আছে. সমীরের যখন আর তোমাকে ভালো লাগবেনা, তখন বিবাহবিচ্ছেদ ঘট্‌বে। হিন্দুর তো ডাইভোর্স নেই—মৃনালকে বিয়ে কর্‌লে সুখী হতে—'

হৈমবতী এতক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া শুনিলেন। তারপর বলিলেন—'মৃণাল তো বিনাপণে আমার মেয়েকে নেবেনা। মেয়ে শিক্ষিতা হয়েছে, ভালো মন্দ বিচার কর্‌তে শিখেছে, যা ভালো বোঝে করুক না কেন, ওকে বাধা দেওয়াটাই বোকামি। বালির বাঁধ দিয়ে কি বন্যার জল আট্‌কানো যায়! পণপ্রথা যতদিন দেশে থাক্‌বে, ততদিন ভালোবাসার বিয়ে হওয়াও ভালো, পণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার চেয়ে—'

প্রণতি শ্বাশুড়ীর কথায় বাধা দিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিল—'তা হতে দেবোনা, আপনার ছেলে আসুক—'

'—আমার ছেলে তো আমার মেয়ের পণের টাকা জোগাবে না.—আমার গহনা বেচে তবে পণের টাকা থালায় সাজাতে হবে, আর তুমিও দেবেনা। সুতরাং আমি যা বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো—মেয়ে বেম্মোই হোক্‌ আর খিরিষ্টান হোক্‌ সে বিচার কর্‌বার অধিকার কেবল আমারই আছে, তোমার বা আমার ছেলের নেই।—'

প্রণতি সহ্য করিতে পারিল না, উত্তর না দিয়া নির্ব্বাক হইয়া উঠিয়া গেল।

পৃথ্বীশ বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিলে বলিল—'আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে অফিসে যাও—'

বিস্মিত হইয়া পৃথ্বীশ জিজ্ঞাসা করিল—'আবার কি হলো—'

'—আমার মাথা আর মুণ্ডু—তোমার বোন Special marriage কর্‌বে—তোমার মা মেয়ের দিকে হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছেন। অনাছিষ্টি অনাচার এ বাড়ীতে চল্‌বে—'

'—কাকে বিয়ে কর্‌ছে—'

'—সমীরকে—ওর সঙ্গে বুঝ্‌ছ না 'লভ্‌' হয়েছে—'

'—কোএডুকেশনই দেশটার মাথা খেলে—'বলিয়া পৃথ্বীশ কলতলার দিকে চলিয়া গেল। প্রণতি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সমস্ত দিন নানা অশান্তির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর সমীরের নিকট হইতে মণিকা বাড়ী ফিরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বইগুলি টেবিলের উপর রাখিল। হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—'যাঁর কাছে পড়্‌তে যাও উনি বেশ যত্ন করে পড়ান তো—'

মণিকা গম্ভীর হইয়া বলিল—'হাঁ, মা, ভালোই পড়ান—'

হৈমবতী বলিলেন—'সমীর আর তুমি ছাড়া আর কেউ পড়ে না কি!'

'—আর কেউ পড়েনা, ওকেই পড়ান তবে সমীর কিছু ক'রে বেশী টাকা মাষ্টারকে দেয় আমাকে পড়ানোর জন্যে—'

'—তা বেশ, সমীরের ইচ্ছে আছে তোমাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে—'

এ কথায় মণিকার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নির্ব্বিকার কণ্ঠস্বরে বলিল—'হাঁ—ইচ্ছে আছে—'

'বেশ হবে, এরকম বিয়ে সমর্থন করি বাংলার হিন্দু সমাজের পণপ্রথা আর কন্যাবলির নিষ্ঠুর আয়োজন দেখে। এমন যে উদার হিন্দুধর্ম্ম কি অদ্ভুত ভাবেই না সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমার শুধু ছুটি নয়, মুক্তিও বটে—কাশী চলে যাবো—'

মায়ের উদার অন্তঃকরণের সুন্দর অভিব্যক্তি কন্যার মুখ আলোকিত করিল। আপনমনে বলিল—'সহজে কি রাজি হোতো, জোর করে রাজি করানো গেছে—এখন বিয়েটা রেজিষ্ট্রী করে নিতে পারলে তারপর দেখব সোনার চাঁদ কতখানি পলিসিবাজ।

তারপর জিজ্ঞাসা করিল—'বউদি কোথায় ?—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হৈমবতী বলিলেন—'বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছেন। কিছুতো বলবার জো নেই—তোমার মুখ তাকিয়ে সব সহ্য করছি। ভগবান তোমাকে আমার মেয়ে করে পাঠান নি, ছেলে করেই পাঠিয়েছেন। বি, এ আর এম, এতে যদি প্রথম স্থান দখল করে নিতে পারো, বড় চাকুরী পাবেই—তখন আমার সকল দুঃখু ঘুচবে। নিজের টাকা ঘুচিয়ে তোমাকে যে মানুষ করে তুলতে পারছি এইটাই আমার গর্ব্ব—'

মণিকা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিল। ভাবিল মা সাধারণ নারী নহেন—মূর্ত্তিমতী দেবী। প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করিতে পারায় সে অন্তরে ভাবী শুভ সূচনার আলিম্পনা দিতে লাগিল। জীবন নদীতে সাফল্যের স্রোত বহিতে থাকে।

হৈমবতী পুত্রবধূর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। ধীরে ধীরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

মণিকা গা ধুইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কলতলার দিকে চলিয়া গেল।

একই সময়ে যখন সমীর, অশোকা এবং মণিকার সহিত রোমান্সের আবহাওয়ার মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল তখন ভাবিতে পারে নাই অশোকার নিকট অপমানিত হইবে। অশোকা নানাভাবেই তাহার জীবন-আকাশে কালো মেঘ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মণিকা সে মেঘ অপসারিত করিয়া তাহার যৌবনের জলতরঙ্গ রোধ করিয়া দিতে উদ্যত। তরুণীর সংস্পর্শে আসিলেই যে তাহাকে করায়ত্ত করা যায় ইহা ভুল ধারণা, ফ্রয়েড যাহাই বলুন না কেন। করায়ত্ত করিবার সুকৌশলগুলি সমীরের একান্ত আয়ত্বাধীন।

তাই নারীকে প্রলুব্ধ করা তাহার যৌন-কামনা উদ্দীপিত করা এবং তাহার অবচেতন মনে আলোড়ন আনিয়া দেওয়ার শক্তি আছে বলিয়াই সমীরের ভিতর গর্ব্ব আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে সে একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিল বিবাহিতা বন্ধ্যা তরুণীর সঙ্গেই গোপন ভালোবাসার সার্থকতা। অনভিজ্ঞা কুমারী রোমান্সের মধ্যে বেপরোয়া কামনার স্বৈরাচার দাবী করে, শেষে বিবাহ বন্ধনে আনিতে বাধ্য করে অন্যথা লম্পট বলে। বিবাহিতার নিকট হইতে এরূপ কথা পাওয়া যায় না।

অশোকার নিকট হইতে অপমানিত হওয়ায় সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কবিদের মতই সে নারীর রূপসৌন্দর্য্যের পূজারী—অশোকা অপেক্ষা মণিকা সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া কিছু কম হইলেও পুরুষের মন ভুলাইবার স্পর্দ্ধা রাখে। সে রক্ত গৌরবর্ণা মেয়ে, চোখ টানা

টানা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, চলার বিচিত্রভঙ্গী—বঙ্কিমগতি—দেহের উত্তমার্দ্ধের চেয়ে নিম্নার্দ্ধ একটু বড়, উন্নত বক্ষ—কথাবার্ত্তায় প্রানের প্রাচুর্য্যের অভিব্যক্তি। তাই মণিকাকেও তাহার ভাল লাগে।

আবেগার্দ্র আগ্রহে এবং প্রেরণারবশে প্রলোভনের দ্বারা মণিকার সহিত নিজের গোপন মিলন ঘটাইয়াছে। দিনের পর দিন আত্ম-সমর্পণের মুহূর্ত্তে ভাববিহ্বলা মণিকার উদগ্র আবেগ ও পরম উল্লাস, নবযৌবনের স্পর্শ-সচেতন স্তরে স্তরে সমীরের যৌন-আকাঙ্ক্ষার অণু-পরমাণু বিস্তারের মধ্য দিয়া শীৎকারধ্বনিত সুখস্বপ্ন ভরা যে পটভূমিকা রচিত হইয়াছে তাহার উপর দাঁড়াইয়া মণিকা সমীরকে বিবাহ করিতে চাহিল। সমীরের ইচ্ছা বিবাহের দিকে ছিল না, কিন্তু মণিকা কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত না হওয়ায় সে বুঝিল কুমারী বিবাহবন্ধন চায়।

তাই এদিন দুপুর বেলায় বাগানবাড়ীতে গিয়া মণিকা দাবী করিল বিবাহ। সমীর বুঝাইতে গেল,—সে কথা টিকিল না।

মণিকা বলিল—'আমাদের নিভৃত মিলন চিরস্থায়ী কর্‌তেই হবে, তোমাতে আমাতে গোপনে প্রকাশ্যে সর্ব্বত্র প্রেমের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলবো—অবাধ বিহার চলবে যৌবনকে ধরে—লুকিয়ে লুকিয়ে এরকম অন্যায় নয় কি! আমার দিকটাও তোমার দেখা উচিত।

উদাসীনভাবে সমীর বলিল—'বিয়ে হলে জীবন বিশ্রী বাজে হয়ে যাবে—'

উত্তেজিতা হইয়া মণিকা বলিল—'মোটেই না, বরং একটা ছন্দ গড়ে উঠ্‌বে আমি তাই চাই—হাঁ কি না, যা হয় বলো—'

সমীর আবেগপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া মণিকার হাত ধরিতে গেল। সে হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—'আজ বোঝাপড়ার দিন—এ যৌবন,

এ সৌন্দর্য্য নিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে পদচারণা কর্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই—'

সমীর জিজ্ঞাসা করিল—'মা রাজি হয়েছেন—'

'—নিশ্চয়ই—'

'—বেশ তাই হবে, কিছু স্বার্থত্যাগ না কর্‌লে যখন চল্‌বে না, তোমার মনস্তুষ্টির জন্যে করব—'

এই কথা শুনিয়া মণিকা আনন্দিত হইল। সমীরের বাগ্‌দান তাহার অন্তরে স্পন্দন আনিল। সে চমকিত। সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন দিয়া বলিল—'লেখো, এই কাগজই আমার বর্ত্তমানে অবলম্বন—'

সমীর মণিকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'মুখের কথাই যথেষ্ট, আমাকে বিশ্বাস করো—এরপরও লিখ্‌তে বলো—'

উত্তেজিতা হইয়া মণিকা বলিল—'হ্যাঁ বলি—তোমরা পুরুষমানুষ জাতটাই মৌমাছির মত কেবল ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে চাও—কেমন ?—'

সমীর একটু বিরক্তিভাব দেখাইয়া বলিল—'কি লিখ্‌বো বলো—'

'—লেখ, মণিকা, তোমাকে বিয়ে কর্‌বো, অন্যথা হবে না। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাকে আত্মসমর্পণ করেছ, আমিও করেছি সুতরাং আমাদের এই গুপ্ত-অভিসার বিয়ের দ্বারা বৈধ হয়ে উঠুক। পরীক্ষার পরই আমরা Special Marriage Act অনুসারে বিবাহিত হবো। নীচে নাম স্বাক্ষর করে তারিখ বসিয়ে দাও—'

সমীর মণিকার কথাগুলি লিখিয়া নাম স্বাক্ষরিত করিয়া কাগজ-খানা তাহার হাতে দিতেই মণিকা সমীরের নিবিড় আলিঙ্গনপাশে

আবদ্ধ হইল। তাহার সুন্দর মুখখানি হইতে গোলাপী আভা বাহির হইতে লাগিল, সমীরের তারুণ্যের দীপ্তি উজ্জ্বলতর হইল।

মণিকা বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভাবিতে লাগিল বাস্তবিক এই কাগজের কি কোন মূল্য আছে! আপন মনে বলিতে থাকে—'আন্তরিকতার অভাব যেখানে দেখা দেয়, সেখানেই ফুটে ওঠে, বিশৃঙ্খলা—বিবাহের পর বিচ্ছেদ আস্‌তেও পারে,—Special Marriage Actএর মূল্যই বা কতটুকু!—' পরক্ষণে অন্তরে প্রশ্ন ওঠে—হিন্দুমতে বিয়ে হলেই যে অন্য মেয়ের সংসর্গে স্বামী আস্‌বে না, তারই বা কি অর্থ আছে। তবে কি চিরাচরিত সামাজিক প্রথাই ভালো—সমাজ পঙ্গু, পঙ্গু হয়েও সে নিষ্ঠুর—'

আর ভাবিতে পারে না! আপন মনে আবার বলে—'হিন্দুর পারিবারিক জীবনেও অনেক রকম চিত্র আছে—পাশের বাড়ীর পারিবারিক চিত্র চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া ওঠে—শয়নকক্ষ হইতে, পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কতদিন দেখিয়াছে, বন্ধ্যা বধূ স্বামীর নিকট আনুগত্য দেখাইয়াও সুবিধা ও সুযোগমত প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হয়। স্বামী কি জানে,—হয়তো জানে না—উহাদের মধ্যে দাম্পত্য-কলহ নাই—বিস্ময় ঘটনা বটে! বিরাট রাজধানীর ভিতর কত ঘটনাই না এমনই হইতেছে তাহার সংবাদ কে রাখে!

ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিয়াছে। গোধূলির আলো রাজপথে ছড়াইয়া পড়ে।

মনীষার সহিত মৃণাল ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিয়াই নিজের মনে বিস্মিত হইয়া বলিল—'বউদির ছোট ভাই না?

—হ্যাঁ—সেইতো, এর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় বউদি। কাকে বিশ্বাস করা যাবে!'

হঠাৎ মনীষার সহিত মণিকার চোখোচোখি হইতেই দুই জনেই হাসিল।

মৃণাল একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

মনীষা বলিল—'কি রকম preparation করছ—'

মণিকা বলিল—'তেমন আশাপ্রদ নয়—তোমার ?—'

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল—'আমারও তাই—'

মৃণাল সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এরূপ ভাণ দেখাইয়া মণিকা বলিল '—উনি কে ?'

'—একজন অফিসার—'

'—বেশ, ওঁর সঙ্গে তোমার কি রকম relation—.'

'—উনি আমার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী—'

'—বাঃ, সুন্দর—ওঁকে বুঝি হাতে পেয়েছ—'

'—তুমিও তো সমীরকে হাতে পেয়েছ—'

'—শুধু হাতে নয়, ও হবে সারা জীবনের সাথী—'

'—তাই না কি ?—'

'—হ্যাঁ—'

'—কেমন করে হবে—ওরা ব্রাহ্ম, তোমরা সংস্কারবদ্ধ হিন্দু—'

'—By Special Marriage Act—.'

'—এবার হাসালে মণিকা! বিয়ে অবশ্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু যেখানে বিজাতীয় আইনের বাঁধন, সেখানেই সে বাঁধন ছিঁড়ে যায়, এটা লক্ষ্য করেছ কি ? সমীরকে বিশ্বাস করতে পেরেছ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওকে ক্লাসের সব মেয়ে জানে—বিশ্বাসঘাতক বলেই—'

মণিকার মুখখানি একটু ম্লান হইল। পরক্ষণে ঈষৎ ভাবিয়া বলিল—'দেখা যাক্ কি হয়, তুমি যাঁকে ধরেছ উনি কি রকম—'

'—তুমি ভুল বুঝ্ছ মণিকা, ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি বলেই যে ওঁকে হাতের মধ্যে পেয়েছি—এ রকম ধারণা তো একান্ত সেকেলে—কিছুদিন হোলো ওঁর সঙ্গে দাদা আলাপ করিয়ে দিয়েছেন—'

'—I see.— কোথায় যাচ্ছ—'

'—সিনেমায়—'

'—যতই চাপা দাও মনীষা, তোমাকে রোগে ধরেছে—'

'—রোগ না থাক্লেও—'

'—আমি যে ঐ রোগে ভুগে উঠ্ছি, আর ঐ রোগ তোমাকে চেপে ধরেছে—Symptoms দেখা যাচ্ছে, আমাকে লুকিয়ে লাভ কি !—'

এমন সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল। মৃণাল ইঙ্গিত করিল। মণীষা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বলিল—'আচ্ছা তা হলে আসি—'

'—এসো,—Cheer you—'

উভয়ে হাসিল।

মণিকা এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবিল—'তবে কি এ যুগে কোন মহত্তর সম্ভাবনা নেই? প্রকৃত প্রেম কোথায়? কামজ আর রূপজ মোহ সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে না কি?—সমীরের ভালোবাসার স্বরূপ কি?—মৃণাল কি মনীষাকে বিয়ে করবে? ইহার উত্তর কে দিবে!

মানসিক অশান্তি অন্তরে পৌনঃপুনিক আলোচনার ফলে বৃদ্ধি পায়। কখন ভাবে সমাজের দোষ, কখন মনে হয় সমাজ দোষী নয়, বিজাতীয় সভ্যতার সংঘাত ইহার জন্য দায়ী। আবার সমীরের কথা স্মরণ হয়। নিজের মনে বলে—'সে তো পশু নয়,—আর যদি তাই

হয় পশুকেও তো মানুষ বশ কর্ছে। মানুষের অসাধ্য জগতে কিছু থাক্‌তে পারে কি ?—'

মৃণালকে চরিত্রবান, বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত চিত্তবৃত্তি রহিল না। ভাবিল ইহাকেও বিবাহ করা চলে না। তবে ? সমীর নয়, মৃণালও নয়—কে তবে বিশ্বাসযোগ্য ? জগতে অবিশ্বাস করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। অবলম্বন যেমন দরকার বিশ্বাসও তেমনই উপেক্ষনীয় নয়—এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী গিয়া উপনীত হইল।

এ রাত্রেও ঘুম হইল না। চিন্তার সংঘাত, দ্বন্দ ও সংশয় আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। শেষে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ঠিক করিল পরীক্ষার প্রস্তুতির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিবে। তারপর যাহা ভালো বিবেচনা করা যায় তাহাই অনুসরণ করা যাইবে। সমাজ স্থবির ও পঙ্গু হইলেও আর্য্য সংস্কৃতির প্রাচীন বট। ইহাকে অবলম্বন করিয়া কত না চিন্তাধারার ঝুরি নামিয়াছে ইহারই শাখা প্রশাখায় আজও বহু সভ্যতা আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কথাগুলি ভাবিয়াই আপনমনে বলিল—'সংরক্ষণ মনোবৃত্তি নিয়ে এ রকম কথা বলাও ভুল—এর জীবনী শক্তি প্রায় হারিয়ে এসেছে। ultra-modern হতে হবে—সংস্কার মুক্ত হবো। দেখাই যাক্ না সমীর আমাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ কেমন করে গড়ে তোলে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে অশোকাকে খুঁজিয়া না পাইয়া সত্যেন ও মেনকা বিস্মিত হইল।

অশোকার জিনিষপত্র সবই আছে, কেবল সে নাই। সত্যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। মেনকা বলিল—'ভাব্‌বার কিছু নেই, আস্‌বে'খন একটু পরে—বোধ হয় রাগ করে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে—অত ভেবো না। আর তুমি তো এমন কিছু বলোনি—

'—না, আমি আর এমন কি বলেছি মেনকা—' সত্যেন স্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হইল বটে কিন্তু তবুও অসোয়াস্তি বোধ করিল। ভাবিল—'দুদিনের জন্যে এসেছে আমার এখানে, চলেও যাবে দু'দিন পরে। মাঝে পড়ে চিরদিনের জন্যে একটা কথা থেকে যাবে। এলে যেমন করে হোক্ তাকে বুঝাতে হবে। সে আমাকে ভুল বুঝেছে। ছেলে-মানুষ—একটুতেই সেন্টিমেণ্টাল।'

অশোকার ট্যাক্সি বালিগঞ্জের লেক রোডে আসিয়া থামিল। বাড়িটার বাহিরের দরজা অৰ্দ্ধমুক্ত অবস্থায় ছিল। দরজায় দেখিল নিধিরাম বসিয়া রহিয়াছে বেঞ্চির উপর।

নিধিরাম ডিস্‌পেন্‌সারীর পুরাতন ভৃত্য, এখন সরমার কাছেই থাকে। সে অশোকাকে চেনে। হঠাৎ ঝড়ের মত অবস্থায় দেখিয়া সে কিছু বুঝিতে পারিল না, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। বলিল—'মা ঠাকরুণ, আপনি!' সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। অশোকা কোন কথা না বলিয়া তাহাকে উপরে যাইতে নির্দ্দেশ করিল। বিস্মিত হইয়া অশোকাকে অনুসরণ করিল। উপরে গিয়া অশোকা

বলিল—'তোর মা কোথায় ?—' সে বলিল—'মা ঐ ঘরে পূজো করছেন।' ছাদে বোঁচকা-বুঁচ্‌কি, ট্রাঙ্ক ও জিনিষপত্র বাঁধা অবস্থায় রহিয়াছে। অশোকা এরূপ অবস্থা দেখিয়া নিধিরামকে বলিল—'এ সব এরকম অবস্থায় কেন ? কেউ এলো না কি ?'

'—না মা ঠাকরুণ—আমরা সব আজ মাকে নিয়ে কাশী চলে যাচ্ছি—'

বিস্মিতা হইয়া অশোকা বলিল—'কেন ? কেন ?—'

'—মা আর এখানে থাক্‌বেন না। বলেন—ভালো লাগছে না—'

'—বটে ? চল্‌ তোর মার কাছে—'

উভয়ে ঘরের মধ্যে আসিল। অশোকা দেখিল একটি খাটের উপর রমানাথের আলোকচিত্র রহিয়াছে, সেই চিত্রকে সরমা দাঁড়াইয়া অর্চ্চনা করিতেছে—তাহার ভাবতন্ময়তা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে।

অশোকা অবাক হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল এবং নিধিরামকে নীরব থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। সে ভাবিল—'এই কি সরমা! যাকে আমার বিয়ে-রাতে দেখেছিলাম। একেবারে পরিবর্ত্তন—' সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর রূপ দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইল।

মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা. পরণে মোটা থান কাপড় অঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই সবরকমে দৈহিক পারিপাট্য বর্জ্জিত। এই কি সেই সরমা! সরমা ধীরে ধীরে রমানাথের আলোকচিত্রের উপর মাল্যদান করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখে অশোকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিধিরামকে সে বলিল—'ইনি কে ?' অশোকা নিধিরামের কথার কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিল—'দিদি! আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি, ক্ষমা করুন—' নিধিরাম

বলিল—'আমাদের মা ঠাকরুণ, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী—' সরমা বলিল—'ও বউদি! আজ আমার কি সৌভাগ্য? এমন দিনে, এমন অসময়ে এলে যে তোমাকে কোন আদর অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পাচ্ছি নে। ক্ষমা করো ভাই—একটু পরেই কাশী যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়্‌ব। সন্ধ্যেয় ট্রেণ—' অশোকা বিস্মিতা হইয়া বলিল—'হঠাৎ কাশী!—'

'—এখানে আমার ভালো লাগছে না, কাশীতে যেতেই হবে। আমার জন্যে কেউ অশান্তি পায় এটা আমি চাই নে। জগতে কাউকে কষ্ট দিতে চাই নে, কারণ জগৎ থেকে বড় কষ্টই পেয়ে গেলাম—তুমি বসো—'

অশোকা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অনুতপ্ত হইতে লাগিল। ভাবিল—'এই মানুষকে আমি কষ্ট দিয়েছি। খুব অন্যায় করেছি—'

তারপর সরমার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'তোমার যাওয়া হবে না, তোমার যাওয়া হবে না, তুমি—'

সরমা আপত্তি করিয়া অনেক বুঝাইল। বলিল—'সময় হয়েছে, একটু তীর্থধর্ম্ম করব না?'

অশোকা বলিল—'না, তা হবেনা। আমার সংসারে তুমি থাক্‌বে দিদি কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে।'

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণব আসিল। স্ত্রীকে দেখিয়া সে ভাবিল—'একি ব্যাপার! কাশীপুর থেকে সোজা এখানে! বুবুকে বুঝ্‌তেই পারলাম না—একটা প্রহেলিকা হয়েই ও আমার মনে থাক্‌ল—' তারপর অশোকা স্বামীকে বলিল—'দিদিকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ওখানে?' প্রণব বলিল—'হঠাৎ এত অনুগ্রহ!' অশোকা মনে আঘাত পাইলেও

বাহিরে কিছু বলিল না। বলিল—'দিদি একাটি এখানে থাকবেন সে হয় না—'

অতঃপর সরমার কাশীযাত্রা স্থগিত রহিল। অশোকা সরমার হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিল। নিধিরামকে বলিল—'ঐ বাক্স পেঁট্‌রা বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি নিধে আমার বাড়ীতে নিয়ে আয়—'

নিধিরাম অশোকার মুখের দিকে মৌনবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

কিছুদিনের বিরহের পর মিলনশয্যায় প্রণব ও অশোকার প্রেম গভীর হইয়া উঠিল। স্বামীকে আবেগভরে অশোকা আলিঙ্গন করিয়া বলিল—'তুমি কত সুন্দর—কত মহৎ!'

'এমন মধুরভাবে কোনদিন তো বুবু এসব কথা আমাকে বলেনি—' এই কথাই প্রণবের মনে উদয় হয়।

প্রণব পুলকিত হইল। যৌবনরসে পরিপূর্ণা সুন্দরী স্ত্রীর মুখের হাসি বহুদিন পরে লাভ করিয়া এবং তাহার সঙ্গসুখে তৃপ্ত হইয়া সে ভাবিল—'এতদিন পরে বোধ হয় মেঘ কেটে গেল—'

সকালে প্রণবের যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙিতেই দেখিতে পাইল অশোকা এস্রাজ লইয়া গান করিতেছে—'আজি দখিণা লহ আমারে—'

প্রণব বলিল—'সুপ্রভাত বুবু! বহুদিন পরে তোমার গান শুনছি—' অশোকা গান গাওয়া শেষ করিয়া বলিল—'আজ তোমার কোথাও যাওয়া হবেনা—যত বড় callই আসুক না কেন—বলো—'

প্রণব অবাক হইয়া বলিল—'এর মানে কি বলতো?' আপন মনে বলিল—'কত ভেল্কিই জানো—'

—'মানে যে সব কথায় খুঁজতে হবে এমন কোন কথা নয়। বলো যাবে না ?—'

প্রণব অবাক হইয়া গেলেও আপত্তি করিল না। অশোকা নানা রকমের আয়োজন আরম্ভ করিল—ভোজনের বিরাট পর্ব্ব রচনা করিয়া তুলিল। যত বেলা হইতেছে মধ্যে মধ্যে স্বামীকে আসিয়া বলিয়া যাইতেছে—'রাগ কর্‌ছো নাতো ? একটু দেরী হয়ে যাচ্ছে। for my sake একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে —'

এরূপ ধরণের কথা শুনিয়া প্রণব অবাক হইয়া যায়। যে স্ত্রী প্রচণ্ডা ছিল সে যে আজ এত অনুগত হইবে, প্রতি কথায় সৌজন্য প্রকাশ করিবে ইহাও তো কল্পনার অতীত। বসিয়া বসিয়া সে কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না, বোনের বাড়ী হইতে আসিয়া এত পরিবর্ত্তন ! কয়দিনই বা ছিল সেখানে।

আসনের উপর বসিয়া প্রণব দেখিল বিরাট আয়োজন হইয়াছে, সে বলিল—'বুবু এত রকম তরকারী, মিষ্টি, ভাত, পোলাও, মাংস লুচি মানুষ কখন খেতে পারে—পেট তো মোট নয়—' অশোকা বিনয়াতিশয্যে বলিল—'এ আর কি করেছি।'

প্রণব বসিয়া বসিয়া খাইতে লাগিল। অশোকা তাহার পরিচর্য্যা করিতেছিল। আহার করিতে করিতে প্রণব বলিল—'বুবু ! তোমাকে আমি বুঝ্‌তে পারলুম না—'

—'আর বুঝে কাজ নেই ঢের হয়েছে বসে বসে খাও দিকি—'

'—সত্যি, তুমি ঠিক যাদুকরের মত কত যাদুই জানো—'

অশোকা হাসিল। বলিল—'তাই না কি ?'

তারপর নানা কথাবার্ত্তা চলিল। অশোকা বা প্রণব কেহই স্বরমার সম্বন্ধে কোন কথা তুলিল না। আহারের পর মুখ ধুইয়া

প্রণব শয়ন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—'বুবু! আজ খুব খাওয়ালে—তোমার হাতের রান্না আজ ভারি সুন্দর হয়েছে। অত item না বাড়ালেই পার্‌তে।'

অশোকা কোন কথা বলিল না। প্রণব চেয়ারে বসিলে তাহার হাতে পান দিয়া অশোকা পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তাহার ভক্তিনম্র মুখখানি শুচিস্মিতার মতই অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইল। প্রণব আপনমনে বলিল—'একি আবার! বুবুতো আমাকে কোন দিনই প্রণাম করেনি, হাত তুলে নমস্কারই করে এসেছে।'

প্রণাম করিয়া বলিল—'তোমাকে আর কি দক্ষিণা দেব—তোমার মত দেবতার পূজায় উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার মত শক্তি ও সামর্থ্য আমার কোথায়? আমার এই প্রথম প্রণামই রইলো তোমার চরণে দক্ষিণা হয়ে—'

আবেগের সহিত প্রণব অশোকার রক্তিমাভ গণ্ড স্পর্শ করিল।

